প্রথম প্রকাশ :

ভাদ্র, ১৩৬৭

প্রচ্ছদ :

জোছন দস্তিদার

এস, দত্ত কর্তৃক জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার [illegible]
কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত ও রূপলেখা প্রেস, ৬০ পটুয়াটোলা [illegible]
কলিকাতা-৯ হইতে অজিত কুমার সাউ কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহাকবি শেক্সপীয়রের পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশে—

প্রসঙ্গত

মহাকবি শেক্সপীয়রের 'কমেডী অফ্ এরর্স' অবলম্বনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় রচনা করেন 'ভ্রান্তিবিলাস'।

এই কাহিনীর নাট্যরূপ দেওয়ার পরিকল্পনা কোনদিনই আমার মাথায় আসে নি। সৌখিন অভিনেতা রাসবিহারী দাসের (রাসুদা) সঙ্গেই এই বিষয়ে প্রথম কথা হয়। বইটা পড়ে এতো আনন্দ হলো যে এটাকে নাট্যরূপ দেওয়ার একটা প্রবল ইচ্ছে আমাকে পেয়ে বসল।

প্রতিদিন যে দুজন বন্ধুর সান্নিধ্য আর প্রেরণা আমাকে উৎসাহ দিয়েছে তাদের নাম না করে থাকতেপারলাম না—তরুণ সাহিত্যিক বীরেন সরকার ও সৌখিন অভিনেতা নিতাই চট্টোপাধ্যায়।

আর এই নাটকের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন প্রখ্যাত নাট্যকার সুনীল দত্ত। যাঁর অপরিসীম পরিশ্রম ও সুপরামর্শ এই নাটকটিকে শুধু সুন্দর করে তুলতেই সাহায্য করে নি, প্রকাশেরও সুযোগ করেদিয়েছে।

অভিনয় প্রসঙ্গে—এই নাটক পডার পর যে কোন পাঠকেরই মনে হতে পারে; দুজন চিরঞ্জীব আর দুজন কিঙ্করকে দেখতে হুবহু এক—এমন কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে। সুতরাং এ নাটক মঞ্চস্থ করা অসম্ভব।

কিন্তু আসলে সেটা কোন সমস্যাই নয়। জয়স্থল রাজ্যের অধিবাসী চিরঞ্জীব আর কিঙ্করের ভূমিকায় যে দুজন অভিনেতা অভিনয় করবে, সেই দুজন অভিনেতাই আবার হেমকুট রাজ্যের অধিবাসী চিরঞ্জীব আর কিঙ্করের ভূমিকায় অভিনয় করে যাবে। দুই চিরঞ্জীব আর দুই কিঙ্কর অর্থাৎ এই চারটি চরিত্র নাটকের কোন দৃশ্যেই এক সঙ্গে মিলিত হচ্ছে না। শুধু নাটকের শেষ দৃশ্যে হেমকুটের যে চিরঞ্জীব আর যে কিঙ্কর মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে পিতা সোমদত্তের পা জড়িয়ে ধরছে তারা অন্য দুজন অভিনেত

পূর্বের চিরঞ্জীব আর কিঙ্করের মত সেজে বেরিয়ে আসবে। মঞ্চ তখন প্রায় অন্ধকার। সূর্য অস্ত যায় যায়। প্রতিবেশীদেরও ভীড়। এই কারণগুলোই এই দুজন অভিনেতাকে দর্শকদের চোখ থেকে আড়াল করে রাখবে।

এখন প্রশ্ন, দুই চিরঞ্জীব আর দুই কিঙ্করের পোষাক কি এক হবে? উত্তরে বলব, হ্যাঁ, এবং এই নাটকের রস এইখানেই। অভিনয়ের দ্বারাই অভিনেতাদের বোঝাতে হবে তারা কে কোন্ দেশের। অবশ্য এখানে নাট্যকারেরও দায়িত্ব যথেষ্ট। শেক্সপীয়রের নাটকের fool-এর ভূমিকায় অভিনয় করার মত ভাঁড়ামী বা over acting এখানে খাটবে না। বরং চরিত্র অনুযায়ী অভিনয়ই এ নাটককে সার্থক করে তুলবে আশা করি।

সর্বশেষ কথা, এটা একটা ফার্স বা প্রহসন জাতীয় নাটক। অনেকের মনে হতে পারে; এতোখানি অবাস্তব ঘটনা অমার্জনীয়। কিন্তু প্রহসনে অস্বাভাবিকতার বাড়াবাড়ি চলে। আর সে বাড়াবাড়ি চলে তার গঠনে, ঘটনায় ও আখ্যানে। আর তাতেই হাস্যরসের আমদানি হয়। বিরুদ্ধ সমালোচনার মধ্যেও এ কাহিনী সর্বজনপ্রিয় হয়ে হাস্যরস পরিবেশনের ক্ষেত্রে একটা স্থায়ী আসন গুছিয়ে নিয়েছে।

—নাট্যকার

—ঃ চরিত্র ঃ—

বিজয়বল্লভ	...	জয়স্থলের অধিরাজ
সোমদত্ত	...	হেমকূটের বৃদ্ধ হতভাগ্য বণিক
জয়স্থলের চিরঞ্জীব হেমকূটের চিরঞ্জীব	...	সোমদত্তের দুই যমজ পুত্র
জয়স্থলের কিঙ্কর হেমকূটের কিঙ্কর	...	দুই যমজ ভ্রাতা। দুই জনে যথাক্রমে দুই রাজ্যের চিরঞ্জীবের অনুচর ও ভৃত্য
সঞ্জয়		হেমকূটের চিরঞ্জীবের সমবয়সী বণিক বন্ধু
নৃত্যগোপাল		জয়স্থলের চিরঞ্জীবের ভৃত্য
বসুপ্রিয়	...	প্রৌঢ় স্বর্ণকার
প্রিয়তোষবাবু	...	পান্থশালার বৃদ্ধ মালিক
রত্নদত্ত		বৃদ্ধ বণিক
উগ্রসেন	..	শক্ত মেজাজের প্রৌঢ় বণিক
বিদ্যাধর	...	বৃদ্ধ কবিরাজ
হরনাথ	...	বৃদ্ধ দর্জি
রাজপুরুষগণ ও প্রতিবেশিগণ।		
চন্দ্রপ্রভা	...	জয়স্থলের চিরঞ্জীবের স্ত্রী
বিলাসিনী	...	চন্দ্রপ্রভার ভগ্নী
অপরাজিতা	...	বাঈজী
লাবণ্যময়ী	...	বৃদ্ধা তপস্বিনী ও সোমদত্তের স্ত্রী

ঘটনাস্থল—জয়স্থল।

প্রথম অংক ॥

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

দরবার কক্ষ। মাঝখানে রাজ সিংহাসন।

দরবার কক্ষের ডান দিকে বিরাট বড় দরজা। দরজার দুপাশে দুজন দেহরক্ষী বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আর দুজন দেহরক্ষী দাঁড়িয়ে আছে সিংহাসনের দুপাশে।

পর্দা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে রামশিঙে বেজে উঠল। জয়ঢাকের শব্দও ভেসে আসে।

রামশিঙে ও জয়ঢাক বেজে চলেছে। অল্প কিছুক্ষণ পরেই বড় দরজা খুলে গেল। রাজবেশে মহারাজা বিজয়বল্লভ অন্তঃপুর থেকে দরবার কক্ষে প্রবেশ করে সিংহাসনে বসলেন।

রামশিঙে ও জয়ঢাকের শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। দুজন রাজপুরুষ বন্দী অবস্থায় বৃদ্ধ হতভাগ্য ভগ্নহৃদয় বণিক সোমদত্তকে নিয়ে উইংসের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে।

(বন্দী সোমদত্ত করজোড়ে মহারাজ বিজয়বল্লভকে প্রণাম করল।)

একজন রাজপুরুষ ॥ (বিজয়বল্লভকে) মহারাজ, হেমকূটের এই বণিক আমাদের জয়স্থলের এলাকায় প্রবেশ করেছে। আমরা একে বন্দী করে বিচারের জন্যে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।

বিজয়বল্লভ ॥ (সোমদত্তকে) বণিক, তোমার নাম ?

সোমদত্ত ॥ মহারাজ, অধীনের নাম সোমদত্ত।

বিজয়বল্লভ ॥ তোমার নিবাস ?

সোমদত্ত ॥ হেমকূটে।

বিজয়বল্লভ ॥ হুঁ। তুমি প্রতিষ্ঠিত নিয়ম লঙ্ঘন করে জয়স্থলের অধিকারে প্রবেশ করেছ—এই অপরাধে তোমাকে পাঁচ সহস্র মুদ্রা জরিমানা করলাম। যদি অবিলম্বে জরিমানা দিতে না পার তবে সন্ধ্যাকালে তোমার প্রাণদণ্ড হবে।

সোমদত্ত ॥ মহারাজ, আমি প্রতিষ্ঠিত নিয়ম কি—তা জানি না। সাত বছর আমি দেশ ছাড়া।

বিজয়বল্লভ ॥ জয়স্থল এবং হেমকূটের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে ঘোরতর বিরোধ ঘটেছিল, তুমি জান না?

সোমদত্ত ॥ না, মহারাজ।

বিজয়বল্লভ ॥ সেই গোলযোগের পর এক নৃশংস নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়েছে যে, হেমকূটের কোন প্রজা জয়স্থলের এলাকায় প্রবেশ করলে পাঁচ সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ড হবে। অর্থদণ্ড দিতে অসমর্থ হলে তার প্রাণদণ্ড হবে। হেমকূট রাজ্যেও অবিকল এই নিয়ম প্রচলিত হয়েছে।

সোমদত্ত ॥ মহারাজ, আপনি স্বচ্ছন্দে আমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন, তার জন্যে আমি এতোটুকু কাতর নই। আমি সারাজীবন ধরে যে দুর্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করছি, মৃত্যু হলে সেই যন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষে পাব। কিন্তু মহারাজ, যথার্থ বিচার হলে আমি অপরাধী হই না। সাত বছর আগে আমি যখন দেশ ছাড়ি তখন এই দুই দেশের মধ্যে যথেষ্ট বন্ধুত্বই ছিল। কিন্তু এখন যে এই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা জানি না। আমি যদি এই নিয়ম জেনে আপনার অধিকারে প্রবেশ করতাম তবে সত্যই অপরাধী হতাম।

বিজয়বল্লভ ॥ সোমদত্ত, জয়স্থলের প্রচলিত নিয়ম সব সময়ই মেনে চলব, কখনও তা লঙ্ঘন করবো না—ধর্মের নামে এই শপথ নিয়ে আমি সিংহাসনে বসেছি। সুতরাং, এই রাজ্যে হেমকূটবাসী লোকদের ওপর যে নিয়ম

জারি করা হয়েছে প্রাণান্তেও তার বিপরীত আচরণ করতে পারব না। আমাদের এই জয়স্থলেরও কয়েকজন বণিক প্রচলিত নিয়ম না জেনে তোমাদের হেমকুট রাজ্যে প্রবেশ করে। তোমাদের অধিরাজ এই নতুন নিয়মের অনুবর্তী হয়ে প্রথমে তাদের অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তারা অর্থদণ্ড দিতে অসমর্থ হলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সেই ঘটনা এই রাজ্যের লোকের মনে আছে। এ অবস্থায় আমি তোমাকে দয়া দেখাতে পারি না। তুমি পাঁচ সহস্র মুদ্রা জরিমানা দিতে পারলে মুক্তি পাবে। কিন্তু তোমার অবস্থা দেখে মনে হয় দুইশত মুদ্রাও তুমি দিতে পারবে না। সুতরাং সন্ধ্যাকালে তোমার প্রাণদণ্ড একরকম নিশ্চিত।

সোমদত্ত॥ (বিনা দ্বিধায়) মহারাজ, আমি যে দুঃখ আর কষ্ট ভোগ করছি, তাতে আমার এ জীবনের ওপর আর কোন মায়া নেই। সন্ধ্যার সময় কেন, এখনই আমার মৃত্যু হলে ভালো হয়।

বিজয়বল্লভ॥ (কৌতুহল বশত) সোমদত্ত, কি কারণে তুমি মৃত্যু কামনা করছো, কি জন্যেই বা তুমি তোমার জন্মভূমি হেমকুট ছেড়ে সাত বছর দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছ আর শেষে তুমি কেনইবা এই জয়স্থলে এলে? আমার এই সব ঘটনা জানতে কৌতুহল হচ্ছে।

সোমদত্ত॥ মহারাজ, সে সব পুরোনো কথা বলতে গেলে দুঃখে আমার বুক ফেটে যাবে। এ ঘটনা বলার চেয়ে আমার মৃত্যুই ভালো। তবুও আপনি যখন শুনতে চেয়েছেন, আমি বলব। আর আমারও লাভ হবে যে, লোকে জানবে আমি সংসারের মায়ায় এই রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছি, অন্য কোন গুরুতর অপরাধের জন্যে নয়।

বিজয়বল্লভ॥ বণিক, তোমাকে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি, কোন গুরুতর অন্যায় করবার উদ্দেশ্যে এদেশে আসো নি। সংসারের কোন্ মায়ার প্রভাবে তুমি এখানে এলে?

সোমদত্ত॥ মহারাজ, হেমকুট নগরেই আমার জন্ম হয়: আর সেখানেই আমি

মানুষ হই। বড় হয়ে লাবণ্যময়ী নামে একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। স্বামী-স্ত্রীতে হেমকূট নগরে সুখেই দিন কাটাচ্ছিলাম। মলয়পুরে আমাদের খুব বড় ব্যবসা ছিল। প্রচুর টাকা সেই ব্যবসায় লাভ হতো। কিন্তু সেই ব্যবসার কর্মাধ্যক্ষের অকাল মৃত্যুতে সেখানে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। ব্যবসা রক্ষে করবার জন্যে লাবণ্যময়ীকে নিয়ে মলয়পুরে এলাম। দুটো বছর যেতে না যেতেই লাবণ্যময়ীর কোলে দুটি সুন্দর যমজ ছেলে এলো। দুটিকেই দেখতে একেবারে এক। সেই রাত্রেই আমাদের বাড়ির পাশে এক দুঃখিনী নারীরও দেখতে একেবারে এক এমন দুটো যমজ ছেলে হয়। ওদের প্রতিপালন করা অসাধ্য ভেবে সে আমার কাছে ওর যমজ ছেলে দুটোকে বিক্রি করল। আমার ছেলেদের এরা বড় হয়ে পরিচর্যা করতে পারবে—এই ভেবেই ওদের কিনলাম। আমার ছেলেদুটি হাসিতে, কান্নায়, রুচিতে দেখতে এক হওয়ার জন্যে তাদের আমি একই নাম রাখলাম, আর কেনা ছেলে দুটোরও ঐ একই গুণ থাকার জন্যে তাদেরও একই নাম রাখলাম।

বিজয়বল্লভ॥ তোমার নিজের যমজ ছেলে দুটির একই গুণ থাকার জন্যে তাদের একই নাম রাখলে, আর ক্রীত যমজ শিশু দুটিরও ঐ একই গুণ থাকার জন্যে তাদেরও একই নাম রাখলে?

সোমদত্ত॥ হ্যাঁ, মহারাজ।

বিজয়বল্লভ॥ বেশ, তারপর।

সোমদত্ত॥ এর পর বছর তিনেক যেতে না যেতেই লাবণ্যময়ী হেমকূটে যাবার জন্যে অধীর হয়ে ওঠে। আমাকে ভীষণ বিরক্তও করতে সুরু করে। শেষে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে রাজী হলাম। মলয়পুর থেকে আমি সপরিবারে লাবণ্যময়ী আর শিশুপুত্রদের নিয়ে নৌকোয় করে হেমকূটের দিকে রওনা হই। হঠাৎ পথে ভীষণ ঝড় উঠল। নদীর জলে প্রচণ্ড ঢেউ দেখা দিল। আমরা স্বামী-স্ত্রী জীবনের আশা ত্যাগ করে মৃত্যুর

জন্যে সময় গুণছি। শিশুরা ঝড়ের দাপটে ভয় পেয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। লাবণ্যময়ী কাঁদতে কাঁদতেই বলে, 'আমরা মরি ক্ষতি নেই, ওদের প্রাণ তুমি বাঁচাও।'

নৌকো ডুবু ডুবু। বিপদ দেখে মাঝিমাল্লারা নৌকো থেকে লাফিয়ে সাঁতার দিয়ে চলে গেল। একেবারে অসহায় হয়ে গেলাম আমি। এমন সময় হঠাৎ আমার চোখে পড়ল দুটো বাড়তি মাস্তুল। একটি মাস্তুলের একপ্রান্তে বেঁধে দিলাম আমার বড় ছেলে আর কেনা বড় শিশু-টিকে, আর ছোট দুটিকে বাঁধলাম আর একটি মাস্তুলের প্রান্তে। প্রথম মাস্তুলের অপর প্রান্তে আমি স্ত্রীকে বেঁধে দিলাম আর দ্বিতীয়টির প্রান্তে নিজে স্থান নিলাম। তারপর নদীর স্রোতে ভেসে চলি।'

ঝড় একসময় থেমে গেল। ভোরের আলো আস্তে আস্তে ফুটে উঠল, অশান্ত নদীর জলও শান্ত হয়ে এলো। দেখতে পেলাম দুখানা নৌকো আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। একখানা ছিল কর্ণপুরের আর অপরখানা উদয়নগরের। কিন্তু দুখানা নৌকো কাছে আসতে না আসতেই আবার প্রবল ঝড় উঠল, আমাদের মাস্তুল দুটোও সেই ঝড়ের ধাক্কায় সরে গেল অনেক দূরে। (সোমদত্ত চুপ করে যায়)

বিজয়বল্লভ ॥ তুমি থেমো না বণিক, বল।

সোমদত্ত ॥ বলছি মহারাজ। আমি একদৃষ্টিতে দূরের মাস্তুলটার দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় কর্ণপুরের নৌকোর লোকজন লাবণ্যময়ী আর শিশু দুটিকে উদ্ধার করে জোরে নৌকো চালিয়ে দূরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরেই উদয়নগরের লোকজন আমাদের তিনজনকে জল থেকে তুলে নেয়। তাদের ভদ্র ব্যবহারে খুশী হয়ে লাবণ্যময়ী আর শিশুদের কথা বললাম। তখন এরা কর্ণপুরের নৌকোকে অনুসরণ করেও আর ধরতে পারল না। এই ভাবেই আমি লাবণ্যময়ীকে আর দুটি শিশুকে হারালাম। মহারাজ, আমার মত হতভাগ্য লোক বোধহয় আর কেউ নেই।

বিজয়বল্লভ ॥ দুর্ভাগ্যই তোমার জীবনে এই শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়েছে। তোমার কথা শুনে আমার বুক দুঃখে ভেঙ্গে যাচ্ছে। ক্ষমতা থাকলে, এই মুহূর্তে তোমাকে প্রাণদণ্ড থেকে মুক্তি দিতাম। যাই হোক, তারপর—

সোমদত্ত ॥ শেষে আমি আমার সঙ্গের শিশু দুটিকে নিয়ে হেমকূটেই ফিরে আসি। লাবণ্যময়ীর দেখা যে আর কোনদিন জীবনে পাব সে আশা মন থেকে মুছে গেল। আমার ছেলেটি যতই বড় হতে লাগল ততই সে মা আর ভাইয়ের বিষয়ে অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করে। এ নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্নও করতো কিন্তু যে উত্তর পেত তাতে সে সন্তুষ্ট হতো না। সত্যকে যাচাই করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। শেষে যখন তার আঠার বছর বয়েস তখন নিতান্ত অধৈর্য হয়ে তার সহচরকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। আমার ভাগ্য সত্যিই মন্দ। দু বছর পার হয়ে গেলেও তারা আর ফিরে এলো না। আমিও হেমকূট ছেড়ে আজ পাঁচ বছর ধরে নগরে নগরে তাদের খুঁজে বেড়ালাম, কিন্তু কোথাও সন্ধান মিলল না নিরাশ হয়ে শেষে হেমকূটেই ফিরছি, হঠাৎ জয়স্থলের উপকূলের দিকে লক্ষ্য পড়তে ভাবলাম, যখন সব দেশই দেখলাম তখন এই জয়স্থলই বা অবশিষ্ট থাকবে কেন। মহারাজ, আজ আমার জীবন শেষ হয়ে যাবে। যদি এই অন্তিম মুহূর্তে জানতে পারতাম আমার পুত্র আর তার অনুচর বেঁচে আছে তবে আর কোন ক্ষোভ থাকতো না।

বিজয়বল্লভ ॥ (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে) সোমদত্ত, আমার মনে হয় তোমার মত হতভাগ্য মানুষ এই পৃথিবীতে নেই। কষ্ট ভোগ করবার জন্যই বোধ হয় তুমি জন্মেছ। যদি আমার দেশের আইন না বাধা দিত, রাজ-শপথ যদি না অন্তরায় হয়ে দাঁড়াত, আমি তোমার প্রাণদণ্ড মকুব করতাম। যাই হোক, আমার যেটুকু ক্ষমতা আছে তাই করছি। তোমাকে সন্ধ্যা

কাল পর্যন্ত সময় দিলাম, এর মধ্যে যদি পাঁচ সহস্র মুদ্রা ধার করে হোক, ভিক্ষে করে হোক সংগ্রহ করতে পার, তুমি মুক্তি পাবে।

(সোমদত্ত করুণ দৃষ্টি তুলে মহারাজের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে)

(রাজপুরুষকে) রাজপুরুষ, সোমদত্তকে নিয়ে যাও।

রাজপুরুষ ॥ যে আজ্ঞে মহারাজ।

[সোমদত্তকে নিয়ে রাজপুরুষরা আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[রাজপথ। রাজপথের পাশে দুই একটা তাল কিংবা নারকোল গাছ লম্বা হয়ে উঠে গেছে। পথে বেশ পরিষ্কার রোদ। আকাশও পরিষ্কার। মাঝে মাঝে দুই একটা পাখীর ডাক ভেসে আসছে। রাজপথের একদিক থেকে ক্লান্ত পায়ে হেঁটে আসে হেমকূটের চিরঞ্জীব আর কিঙ্কর। কিঙ্কর এবং চিরঞ্জীব দুজনেরই কোমরে তলোয়ার বাঁধা। অন্য দিক থেকে যেন বেড়াতে বেড়াতে আসে চিরঞ্জীবেরই সম-বয়সী বণিক বন্ধু সঞ্জয়। চিরঞ্জীব আর কিঙ্করকে দেখে সঞ্জয়ের মুখ আনন্দের হাসিতে ভরে যায়, কিন্তু তারপরেই তার মুখে যেন অনেকটা আশ্চর্যেরও ছাপ পড়ে।]

সঞ্জয় ॥ আরে চিরঞ্জীব! তোমার দেখা যে এখানে পাব তা সপ্নেও ভাবতে পারি নি।

চিরঞ্জীব ॥ ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম। তোমার খবর সব ভালো, সঞ্জয়?

সঞ্জয় ॥ এই মোটামুটি চলে যাচ্ছে।

চিরঞ্জীব ॥ বেশ।

সঞ্জয় ॥ কিন্তু তুমি এদেশে এসেছ কেন ? কিছুদিন হলো জয়স্থলে হেমকূট-বাসীদের ওপর এক ভয়াবহ নিয়ম জারি হয়েছে। তুমি হেমকূটবাসী বলে কারুর কাছে পরিচয় দিও না। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে, মলয়পুরে তোমার জন্মস্থান আর সেইখানেই তোমার ব্যবসা-বাণিজ্য আছে।

চিরঞ্জীব ॥ তাই নাকি ! তা আমি যদি হেমকূটের লোক বলে ধরা পড়ি, কি শাস্তি হবে ?

সঞ্জয় ॥ তা হলে তোমার পাঁচ সহস্র মুদ্রা জরিমানা হবে আর জরিমানা দিতে না পারলে প্রাণদণ্ড হবে।

[কিঙ্কর এ কথা শুনে ভয়ে আঁতকে উঠে চোখ কপালে তুলে ফিস ফিস করে আড়ালে গিয়ে বলে, 'হে ভগবান রক্ষে কর, হে ভগবান. রক্ষে কর'।]

চিরঞ্জীব ॥ (আশ্চর্য হয়ে) সে কি !

সঞ্জয় ॥ হ্যাঁ। আজই হেমকূটের এক বৃদ্ধ বণিক এই নিয়ম না জেনে এখানে এসেছিল। মহারাজের আদেশে সন্ধ্যাকালে তার প্রাণদণ্ড হবে। তাই বলছি, যতক্ষণ এখানে থাকবে সাবধানে চলাফেরা করো।

চিরঞ্জীব ॥ আচ্ছা। আমি তো এসমস্ত কিছুই জানতাম না। তুমি আমাকে সাবধান করে সত্যিই উপকার করলে।

সঞ্জয় ॥ না না, সে কি কথা। বন্ধু হিসেবে এটা তো আমার কর্তব্য।

চিরঞ্জীব ॥ ও আচ্ছা, আচ্ছা। হ্যাঁ, ভালো কথা, তুমি কবে এখানে এলে ?

সঞ্জয় ॥ কাল বিকেলের দিকে এসেছি। আমিও এই প্রথম জয়স্থলে এলাম।

চিরঞ্জীব ॥ এই প্রথম ?

সঞ্জয় ॥ হ্যাঁ। আর শোন, দেখা হয়ে ভালোই হলো, কর্ণপরে আমি তোমার কাছ থেকে যে দুশো স্বর্ণমুদ্রা ধার নিয়েছিলাম, এই নাও। (চিরঞ্জীবের হাতে একটা টাকার থলি দিল।) আরে গুনে দেখে নাও।

চিরঞ্জীব ॥ (একটু হেসে) তোমাকে অবিশ্বাস করলে, মরলে যে আমার নরকেও স্থান হবে না। (কিঙ্করকে) কিঙ্কর শোন্, তুই এই স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে পান্থশালায় যা। সাবধানে রাখবি, কিছুতেই কারুর হাতে দিবি না।

কিঙ্কর ॥ (টাকার থলি হাতে নিয়ে) আমি বেঁচে থাকতে কিছুতেই হাত ছাড়া করবো না। আর মরে গেলে আমার লাসও ওটা হাত ছাড়া করবে না। আর লাসও পচে গেলে ভূত হয়ে আমি আপনার টাকা আগলে রাখবো।

চিরঞ্জীব ॥ আচ্ছা, হয়েছে হয়েছে। তুই যা। আমি এই জয়স্থল নগরটা ঘুরে-টুরে দেখে ফিরবো।

কিঙ্কর ॥ আচ্ছা বাবু। (কিঙ্কর স্বর্ণমুদ্রার থলি নিয়ে প্রস্থান করে।)

সঞ্জয় ॥ তোমার সহচরটি কিন্তু বেশ হয়েছে।

চিরঞ্জীব ॥ সত্যিই ও আমার খুব বিশ্বাসী। যখন আমি খুব দুর্ভাবনায় ডুবে যাই তখন ওই আমাকে হাসি ঠাট্টার কথা বলে আমার দুশ্চিন্তাকে দূর করবার চেষ্টা করে।

সঞ্জয় ॥ তাই নাকি! বেশ। তারপর বলো, তুমি এখানে কি বাণিজ্য করতে এসেছ?

চিরঞ্জীব ॥ (দুঃখভরা গলায়) আমি বাণিজ্য করতে বেরোইনি বন্ধু। কর্ণপুরে তোমার সঙ্গে দেখা হলে সে কথা আমি বলতে পারিনি। ছোট বেলায় একটা দুর্ঘটনার ফলে আমার এক যমজ ভাই, মা, কিঙ্করেরও এক যমজ ভাই হারিয়ে গেছে। আমরা আজ সাত বছর ধরে নগরে নগরে তাদেরই খুঁজে বেড়াচ্ছি।

সঞ্জয় ॥ সে কি! কি হয়েছিল?

চিরঞ্জীব ॥ বাবা মলয়পুরেই ব্যবসা বাণিজ্য করতেন। আমরা সকলে সেখানেই থাকতাম। অনেকদিন এক ঘেয়ে সেখানে থাকার পর মা দেশে ফেরার

জন্যে অধীর হয়ে উঠলেন। শেষে একদিন সকলে মিলে নৌকোয় করে হেমকূটের দিকে রওনা হই। পথে ভীষণ ঝড় ওঠে। নৌকোডুবি হল। সেই থেকেই আমার মা, ভাই, কিঙ্করের ভাই হারিয়ে গেছে।

সঞ্জয় ॥ ও। দুঃখ করো না বন্ধু।

চিরঞ্জীব ॥ প্রতিটি নগর খুঁজলাম কিন্তু কোথাও তাদের চিহ্নও মিলল না। আজ সাত বছর দেশ ছাড়া। বাবার জন্যেও মনটা খুব খারাপ। ভাবছি, এখানে দুই একদিন দেখে হেমকূটে ফিরে যাব।

সঞ্জয় ॥ তোমার জীবনে এতো বড দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, ভাবতেই মনটা কেমন হয়ে যায়। ভগবান আছেন, তিনি নিশ্চয়ই তোমার কষ্টের মূল্য দেবেন।

চিরঞ্জীব ॥ সবই অদৃষ্ট। দেখা যাক্। চলো, দুজনে মিলে এই জয়স্থল নগরটা একটু ঘুরে ঘুরে বেডাই। মনটা একটু হাল্‌কা হবে। তারপর আমাদের পান্থশালায় গিয়ে দুজনে মিলে খাব।

সঞ্জয় ॥ আজকের দিনটা মাপ করো ভাই। এক বণিক তার বাড়িতে আমাকে নেমন্তন্ন করেছে, সেখানেই যেতে হবে, হয়তো দেরী হয়ে গেছে। ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু সুবিধেও তার কাছ থেকে পাব বলে মনে হয়।

চিরঞ্জীব ॥ ও, তাই নাকি! তা বেশ, বেশ।

সঞ্জয় ॥ বিকেলে ঠিক আমি তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

চিরঞ্জীব ॥ আচ্ছা।

সঞ্জয় ॥ তোমার এমন দুঃখের দিনে নিশ্চয়ই তোমার পাশে আছি, শুধু এই সকালটুকুর জন্যে আমাকে মাপ করো।

চিরঞ্জীব ॥ আচ্ছা আচ্ছা, আরে অতো সঙ্কোচ করার কি আছে।

সঞ্জয় ॥ বিকেলে ঠিক তোমার সঙ্গে দেখা করব। চলি, কেমন?

চিরঞ্জীব ॥ আচ্ছা। (বণিকের প্রস্থান) কোন দিকে ঘুরবো—উত্তরে না দক্ষিণে, পুবে না পশ্চিমে।

[জয়স্থলের কিঙ্করের প্রবেশ। জয়স্থলের কিঙ্করকে দেখে হেমকুটের চিরঞ্জীব মনে করে এ তারই অনুচর। আর হেমকুটের চিরঞ্জীবকে দেখে কিঙ্কর মনে করে এ তারই বাবু।]

কিঙ্কর ॥ বাবু।

চিরঞ্জীব ॥ কি রে, এতো তাড়াতাড়ি ফিরে এলি কেন ?

কিঙ্কর ॥ এতো তাড়াতাড়ি কেন এলাম, এটা না বলে বরং বলুন, এতো দেরী করে এলাম কেন ? বেলা দু প্রহর হয়ে গেল, আপনি বাড়ি না ফেরাতে মা-ঠাকরুণ ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। রান্না-বান্না যতোই ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, মা-ঠাকরুণ ততোই গরম হয়ে উঠছে। রান্না-বান্না ঠাণ্ডা হচ্ছে কেন, আপনি বাড়ি যান নি বলে। আপনি বাড়ি যান নি কেন, আপনার খিদে নেই বলে। আপনার খিদে নেই কেন, আপনি পেট ভরে জলযোগ করেছেন বলে। কিন্তু বাবু, আপনার জন্যে কি আমরা খিদেয় মরে যাব ?

চিরঞ্জীব ॥ (বিরক্ত হয়ে) আমার এখন ঠাট্টা তামাসা ভালো লাগছে না। তোর কাছে যে স্বর্ণমুদ্রার থলিটা দিলাম, সেটা কার কাছে রেখে এলি বল।

কিঙ্কর ॥ (আশ্চর্য হয়ে) সে কি ! আপনি আবার আমাকে কখন স্বর্ণ-মুদ্রা দিলেন ? কেবল বুধবারে মুচিকে দেবার জন্যে চার গণ্ডা পয়সা দিয়েছিলেন, তা আমি তখুনিই দিয়ে দিয়েছি। ঐ যে মুচিটা—মা ঠাকরুণের জুতোটা সারিয়ে দিয়েছিল।

চিরঞ্জীব ॥ (বিরক্ত হয়েই) কিঙ্কর ! ঠাট্টা পরে করিস্। স্বর্ণমুদ্রা কোথায় রেখেছিস বল। এই বিদেশে তুই কোন সাহসে কার কাছে অতোগুলো স্বর্ণমুদ্রা রেখে এলি ?

কিঙ্কর ॥ (একটু হাসিমুখে) বাবু, আপনি খেতে খেতে এই সব হাসির কথা বলবেন, আমরা খুশী হয়ে শুনব। মা ঠাকরুণ আপনাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি

নিয়ে যেতে বলেছেন। দেরী হলে কিংবা না নিয়ে গেলে হয়তো আমাকে মেরে শেষই করে ফেলবেন।

চিরঞ্জীব ॥ দেখ কিঙ্কর, সত্যিই তোর মাথায় কিছু নেই। তোকে আমি যতো বলছি এখন আমার মন একদম ভালো নয়, তুই ততোই আমাকে নিয়ে মস্করা স্রু করেছিস। তুই স্বর্ণমুদ্রা কোথায় রেখে এলি ?

কিঙ্কর ॥ আপনি আমাকে স্বর্ণমুদ্রা দেন নি।

চিরঞ্জীব ॥ (অস্থির হয়ে) উঃ, তুই আমাকে পাগল করে দিবি।

কিঙ্কর ॥ আচ্ছা বাবু, এখন ঐ স্বর্ণমুদ্রার কথা রাখুন। আপনি যদি আমাকে দিয়ে থাকেন পরে আমার কাছ থেকে বুঝে নেবেন, তাতে আমার ভাবনা নেই। আমি হাত জোর করে বলছি, আপনি এখন বাড়ি চলুন। মা-ঠাকরুণ আর দিদিমণি আপনার জন্যে বসে রয়েছেন।

চিরঞ্জীব ॥ (রেগে) লক্ষ্মীছাড়া, তুই বার বার কেন মা ঠাকরুণের-কথা বলছিস ? তোর মা-ঠাকরুণটা কে, তা তো আমি বুঝতে পারছি না।

কিঙ্কর ॥ আপনি কি বলছেন বাবু ! আপনার বৌকেই তো আমরা সকলে মা-ঠাকরুণ বলে থাকি। তিনিই তো আপনাকে বাড়ি নিয়ে যেতে বলেছেন।

চিরঞ্জীব ॥ তোর নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে। আমি আবার বিয়ে করলাম কবে, যে তুই বারবার আমার বৌয়ের কথা বলছিস ? আর আমার এখানে বাড়িই বা কোথায় ; আমি তো পান্থশালায় আছি। জয়স্থলে শুনেছি মায়াজাল, ইন্দ্রজাল বিদ্যায় প্রায় সকলেই পটু। তোকে হয়তো কেউ যাদুর মায়ায় ফেলেছে রে।

কিঙ্কর ॥ (হাসতে হাসতে) আপনিই পাগলের মত কথা বলছেন বাবু। আপনি বিয়ে করেন নি, আপনার বাড়ি নেই, আপনি পান্থশালায় থাকেন—এসব কথা যদি মা-ঠাকরুণ জানতে পারেন, আপনাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে

দেবেন। বাবু, আপনি হঠাৎ কেমন করে এতো রসিক হয়ে উঠলেন, বলুন তো?

চিরঞ্জীব॥ (আর সহ্য করতে না পেরে রেগে) তুই তোর পাগলামি ঠাট্টা তামাসার ফল ভোগ কর। (কিঙ্করকে মারতে থাকে।)

কিঙ্কর॥ (হতভম্ব হয়ে) বাবু, বাবু।

চিরঞ্জীব॥ আর করবি। বোঝ, কেমন লাগে?

কিঙ্কর॥ বাবু, আপনি আমাকে শুধু শুধু মারছেন। আমি কি অপরাধ করেছি? আমি মা-ঠাকরুণের কথায় আপনাকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছিলাম। না যান, আমি মা-ঠাকরুণকে গিয়ে বলছি।

চিরঞ্জীব॥ (আবার মারতে এগিয়ে) হতভাগা, আবার তোর মা-ঠাকরুণ!

[কিঙ্কর ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়।]

(চিরঞ্জীব হেসে ওঠে) উঃ, ওর মাথাটাই খারাপ হয়েছে। যাই, একবার পান্থশালায় যাই। স্বর্ণমুদ্রাগুলো কি হলো কে জানে!

॥ দ্বিতীয় অংক ॥

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[জয়স্থলের চিরঞ্জীবের বাড়ি। সুসজ্জিত ঘর। ঘরের ডান দিকে পুরোনো আমলের নক্‌সা কাটা একখানা খাট। খাটের ওপর শৌখিন বিছানা পাতা। বাঁদিকের কোণে একটা বড় আলমারি। তারই পাশে দেয়াল ঘেসে আছে একখানা ছোট গোল টেবিল আর চেয়ার। টেবিলের ওপর ফুলদানিতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ। ঘরের মাঝে একটাই দরজা। খাটের পেছনে বড় জানালা। জানালার কাছে দুই একটা গাছের মাথা দেখা যাচ্ছে। যাতে সহজেই মনে হয় এটা দোতলার ঘর। দরজায় বেশ কারুকার্য করা পর্দা আঁটা। পর্দা উঠলে দেখা গেল চন্দ্রপ্রভা মনমরা হয়ে খাটের এক কোণে বসে আছে। আর তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে চন্দ্রপ্রভার বোন বিলাসিনী। বেশ হাসিখুশী মুখ।]

বিলাসিনী ॥ হ্যাঁরে দিদি, মনটা বুঝি তোর খুব খারাপ লাগছে? আঃ হাঃ, সত্যিই তো, মন খারাপ হবে না!

চন্দ্রপ্রভা ॥ দেখ্‌ বিলাসি, আর পেছনে লাগিস্‌ না। আমার ভালো লাগে না।

বিলাসিনী ॥ সত্যিই তো, সত্যি কথা বললে আর কারই বা ভালো লাগে! আমার নিজেরই ভালো লাগে না।

চন্দ্রপ্রভা ॥ (একটু বিরক্ত হয়ে) বিলাসি!

বিলাসিনী ॥ (চন্দ্রপ্রভার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে) খুব রেগে গেলি বুঝি? তা রাগটা আমার ওপর না জামাইবাবুর ওপর?

চন্দ্রপ্রভা॥ আমি কারুর ওপর রাগ করিনি। এমনিই শরীরটা ভালো লাগছে না, তাই।

বিলাসিনী॥ তা হলে তো বিশ্বেধর কোবরেজ মশাইকে একবার খবর পাঠাতে হয়। (মুখের হাসি চেপে চন্দ্রপ্রভার গায়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখতে দেখতে সহানুভূতির অভিনয় করে) কেমন লাগছে—? মাথা ঘুরছে? জ্বর আসছে? ঘুমোতে ইচ্ছে করছে? হাত পা ব্যথা হয়েছে? গা বমি বমি করছে?

চন্দ্রপ্রভা॥ (বিরক্ত হয়ে চিৎকার করে) না রে, না।

বিলাসিনী॥ না, আবার কি? নিশ্চয়ই শরীর খারাপ. লাগছে। দাঁড়া। (আর একটু মুচকি হেসে দরজার কাছে এগিয়ে পর্দাটা সরিয়ে চিৎকার করে ডাকে) নৃত্যগোপাল, নৃত্যগোপাল।

[নেপথ্যে—নৃত্যগোপাল॥ যাই।]

চন্দ্রপ্রভা॥ (রেগে) কি আরম্ভ করেছিস্ বলতো? আমাকে বাড়ি থাকতে দিবি, না কি?

বিলাসিনী॥ তুই বললি, তোর শরীরটা খারাপ, তাই বিশ্বেধর মশাইকে ডাকতে পাঠাচ্ছি। তুই কি আর এখন যার তার বৌ নাকি—একেবারে মহামাণ্য চিরঞ্জীববাবুর স্ত্রী। সকলে বলাবলি করছে, আর কিছুদিন পরে তোর স্বামী নাকি প্রধান সেনাপতি হবে।

চন্দ্রপ্রভা॥ ছাই হবে! ওসব না হওয়াই ভালো।

বিলাসিনী॥ তা বললে কি হয়! হেমকুটের সঙ্গে যুদ্ধে জামাইবাবু যে-ভাবে বিপদাপন্ন রাজা বিজয়বল্লভকে রক্ষে করেছেন সে বীরত্ব নাকি বর্ণনা করে বোঝান যায় না। সেই জন্যেই তো চিরঞ্জীববাবুর পদোন্নতি হলো।

চন্দ্রপ্রভা॥ পদোন্নতি, না হাতি হয়েছে! দিনরাত কাজ কাজ আর কাজ। ঘরে এতোটুকু সময় থাকবার নাম নেই।

বিলাসিনী॥ সত্যি, ঘরে যে আর একটা মানুষ আছে তা যেন ভুলেই গেছে।

[ভৃত্য নৃত্যগোপাল প্রবেশ করে]

নৃত্যগোপাল ॥ দিদিমণি, আমাকে ডাকছেন ?

বিলাসিনী ॥ (চন্দ্রপ্রভার দিকে একবার আড়চোখে দেখে) তোর মা-ঠাকরুণের শরীরটা ভীষণ খারাপ হয়েছে, একবার বিত্তেধর মশাইকে ডেকে নিয়ে আয়।

নৃত্যগোপাল ॥ আচ্ছা।

চন্দ্রপ্রভা ॥ তোরা কি ভেবেছিস বলতো ? (নৃত্যগোপালকে) যা, বেরিয়ে যা ঘর থেকে।

নৃত্যগোপাল ॥ (মুখ কাচুমাচু করে) দিদিমণি·········ডাকলেন।

চন্দ্রপ্রভা ॥ না, কেউ ডাকেনি। যা।

নৃত্যগোপাল ॥ (বিলাসিনীকে) দিদিমণি বুঝি আমার সঙ্গে রসিকতা করলেন। (বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে হেসে ফেলে নৃত্য-গোপাল)

চন্দ্রপ্রভা ॥ (খাট থেকে নেমে) দাঁড়া, তোর রসিকতা দেখাচ্ছি। (নৃত্যগোপাল ছুটে ঘর থে'ক বেরিয়ে যায়) দেখ্ বিলাসি, চাকরবাকরদের সামনে তুই আমাকে এভাবে অপদস্ত করিস না। আস্কারা পেয়ে পেয়ে ওগুলো মাথায় উঠেছে। কিঙ্করটা একটা কথাও আমার শোনে না। সব সময় ঠাট্টা তামাসা ব্যঙ্গ কথা না করে যেন কথা বলতেই জানে না।

বিলাসিনী ॥ সত্যিই তো! আচ্ছা, আমি বাড়ির সকলকে শাসিয়ে দেব। সৈনাধ্যক্ষের বৌয়ের কথা বাড়ির চাকর বাকর শুনবে না ?

চন্দ্রপ্রভা ॥ (চিন্তান্বিত হয়ে) দেখ, প্রায় চার দণ্ড হয়ে গেল, কিঙ্করকে তার খোঁজে পাঠিয়েছি, না সে ফিরলো, না তোর জামাইবাবু এলো। কি যে হলো, কিছুই বুঝতে পারছি না।

বিলাসিনী ॥ আমার মনে হচ্ছে, কেউ হয়তো তাকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গেছে। অনুরোধ এড়াতে না পেরে সেখানেই খাওয়া দাওয়া সেরে

নিয়েছেন। বেলা অনেক হলো, আর বসে থেকে কি হবে। চল, আমরা খেয়ে নিই গে।

চন্দ্রপ্রভা ॥ না। বরং তোরা খেয়ে নে গে।

বিলাসিনী ॥ দেখ, তোকে একটা কথা বলি—অল্পতে তুই এতো মন মরা হয়ে পড়িস্ কেন? একটু তার আসতে দেরী হয়েছে, তা এতো ভাবনা চিন্তায় হাবুডুবু খাওয়ার কি আছে?

চন্দ্রপ্রভা ॥ ও তুই বুঝবি না বিলাসি।

বিলাসিনী ॥ আমি খুব বুঝেছি। শোন, পুরুষরা সব কিছুতেই স্বাধীন আর স্ত্রীজাতকে তাদের অধীন হয়েই থাকতে হয়। পুরুষের রাগ কিংবা অসন্তোষের ভয়ে স্ত্রীজাতকে সব সময় সাবধানে সংসার করতে হয়।

চন্দ্রপ্রভা ॥ কি যা তা বকছিস্?

বিলাসিনী ॥ যতোই বল, স্ত্রীজাত চিরাকালই পরাধীন। তাই তাদের অনেক সহ্য করতে হয়।

চন্দ্রপ্রভা ॥ (রেগে) স্ত্রী জাতির থেকে পুরুষের বেশি স্বাধীনতা থাকবে কেন? ঠিকমত বিচার করলে স্ত্রী-পুরুষ দুজনেরই সমান অধিকার আছে, পুরুষরা যদি নিজের ইচ্ছে মত চলতে পারে, স্ত্রীরাই বা পারবে না কেন?

বিলাসিনী ॥ কারণ, তাদের ইচ্ছে আমাদের ইচ্ছেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে।

চন্দ্রপ্রভা ॥ ইস্, গাধা ছাড়া কে সেই বাঁধন সহ্য করবে?

বিলাসিনী ॥ আচ্ছা, দেখা যাবে, দেখা যাবে। হ্যাঁরে দিদি, জামাইবাবু তোকে যে হার ছড়া দেবে বলেছিল, দেয়নি?

চন্দ্রপ্রভা ॥ আজকেই তো আনার কথা। দেখি কেমন হয়, ভালো না হলে নেবই না।

[হাঁপাতে হাঁপাতে জয়স্থলের কিঙ্করের প্রবেশ।]

চন্দ্রপ্রভা ॥ (আশ্চর্য হয়ে) একি! তুই একা এলি? তোর বাবুর দেখা পেয়েছিস্?

কিঙ্কর ॥ হঁ্যা, মা-ঠাকরুণ। (ঘন ঘন চোখ মুছছে।)

চন্দ্রপ্রভা ॥ কখন বাড়ি আসবেন ?

কিঙ্কর ॥ মা ঠাকরুণ, আমার বলতে ভয় করছে !

বিলাসিনী ॥ কি হয়েছে ?

কিঙ্কর ॥ বলছি দিদিমণি। বাবুকে যা দেখলাম।

চন্দ্রপ্রভা ॥ কি দেখলি ? (কিঙ্কর নীরব)

'কিঙ্কর কি দেখলি বলবি তো ? চুপ করে আছিস কেন ?

কিঙ্কর ॥ বাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

চন্দ্রপ্রভা ॥ রসিকতা ছেড়ে ঠিক কথা বল।

কিঙ্কর ॥ রসিকতা নয় ; আমি বললাম, মা-ঠাকরুণের হুকুমে আমি আপনাকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছি, তাড়াতাড়ি বাড়ি চলুন, ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। আমাকে দেখে রেগে জিগ্যেস করলেন, আমার স্বর্ণমুদ্রা কোথায় রেখে এলি ? আমি তাকে যতোই বাড়ি আসতে বলি তিনি ততোই আমার ওপর রেগে যেতে থাকেন। আর তার মুখে সেই একই কথা, আমার স্বর্ণমুদ্রা কোথায়, আমার স্বর্ণমুদ্রা কোথায় রাখলি ?

বিলাসিনী ॥ স্বর্ণমুদ্রা !

কিঙ্কর ॥ হঁ্যা, দিদিমণি। আমি যতো বলি, স্বর্ণমুদ্রার কথা পরে হবে, বাড়ি চলুন। মা-ঠাকরুণ বসে রয়েছেন।

চন্দ্রপ্রভা ॥ তা কি বলল ?

কিঙ্কর ॥ শুনে আরও রেগে বললেন, তুই মা-ঠাকরুণ কোথায় পেলি ? আমি তোর মা-ঠাকরুণকে চিনি না। আমার স্বর্ণমুদ্রা কোথায় রাখলি, বল ?

বিলাসিনী ॥ তোর বাবু আর কি বললেন ?

কিঙ্কর ॥ তিনি আরও বললেন, এখানে আমার বাড়ি কোথায়, আমি পান্থশালায় থাকি, আমার বৌ কোথায়, আমি কবে বিয়ে করলাম যে কথায় কথায় তুই আমার বৌয়ের কথা বলছিস্ ? শেষে, কি জন্যে

বলতে পারি না—মা-ঠাকরুণ, রাগে অন্ধ হয়ে আমায় মারতে আরম্ভ করলেন। (কাঁদ কাঁদ গলায়) এই দেখুন, বাবু এমন ঘুসি মেরেছেন, আমার কানের কাছে ফুলে উঠেছে। (বিলাসিনী কিঙ্করের কান দেখল।)

চন্দ্রপ্রভা ॥ তবু আবার যা। যেমন করে হোক তাকে বাড়ি আনতেই হবে।

কিঙ্কর ॥ মা-ঠাকরুণ, আমি আর যেতে পারব না। গেলেই তিনি আবার আমাকে মারবেন। ওরে বাবা! আপনি অন্য কাউকে পাঠান।

চন্দ্রপ্রভা ॥ হুকুম করলেই পারব না। কেন? যা শীগগির। যদি না যাস, আমি তোকে এমন মার দেব, জীবনেও ভুলবি না। যদি ভালো চাসতো যা।

কিঙ্কর ॥ (কাঁদ কাঁদ হয়ে) আপনি মেরে এখান থেকে তাড়াবেন, আবার বাবু মেরে সেখান থেকে তাড়াবেন। আমার হয়েছে উভয় সঙ্কট, কোন দিকেই নিস্তার নেই।

[আস্তে আস্তে কিঙ্কর বেরিয়ে গেল। রাগে চন্দ্রপ্রভা ঘরের এদিক ওদিক পায়চারি করে]

চন্দ্রপ্রভা ॥ বিলাসিনী, তোর জামাইবাবুর কথা শুনলি তো? তার নাকি বৌ নেই, বিয়েই করে নি। কিঙ্করকে পাঠিয়েছিলাম, তাকে শুধু শুধু মেরে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। কেন? আমরা এতো বেলা পর্যন্ত তার জন্যে না খেয়ে বসে রয়েছি আর তিনি কোথায় আমোদ-আহ্লাদ করে সময় কাটাচ্ছেন। তুই যাই বল, আমার কিন্তু এখন তাকে ভীষণ সন্দেহ হয়। আচ্ছা, সত্যি করে বলতো, (বিলাসিনীর হাত দুটো ধরে) আমায় কি দেখতে খুব খারাপ? আমার কি কোন গুণই নেই? আমাকে সে হঠাৎ এতো ঘৃণা করছে কেন? কেন? (কাঁদ-কাঁদ হয়ে পড়ে)

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[পান্থশালা। পুরানো ঘর। দেওয়ালে দুই একজায়গায় চুণ বালি খসে পড়ে ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। ঘরের মাঝে একটা দরজা, ডান দিকের দেওয়ালে একটা জানালা। দরজার পাশে ডান দিক ঘেঁসে শুধু একখানা তক্তাপোষ। ঘরের মধ্যে পরিষ্কার দিনের আলো ঢুকেছে। নেপথ্যে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে, 'কৈ, মাছ হয়েছে? কতো দেরি বলে দিন, আর কতক্ষণ বসে থাকবো'। আবার শোনা যায়, 'এক বেলা ভাত খেতেই ছ'গণ্ডা পয়সা। একেবারে ঠকিয়ে নিলে'। আবার শোনা যায়, 'জল কৈ, জল দিয়ে যান।' নেপথ্যের মাঝে মাঝে এই রকম কথাবার্তাতে খুব সহজেই বোঝা যায় এটা একটা পান্থশালা।

হেমকূটের চিরঞ্জীব ঘরে ঢুকে কাউকে দেখতে না পেয়ে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রিয়তোষবাবুকে ডাকে]

চিরঞ্জীব ॥ প্রিয়তোষবাবু, ও প্রিয়তোষবাবু।

[নেপথ্যে—প্রিয়তোষবাবু ॥ যাই। প্রিয়তোষবাবুকে ডাকার পর চিরঞ্জীব ঘরের এদিক ওদিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে পায়চারি করছে। প্রিয়তোষবাবুর প্রবেশ।]

প্রিয়তোষবাবু ॥ চিরঞ্জীববাবু, আপনি আমাকে ডাকছেন? আপনার ডাকবারই কোন দরকার ছিলো না। ভাত, ডাল, তরকারি, মাংস কখন রান্না হয়ে গেছে। স্নানের জল, তেল, গামছা পর্যন্ত তৈরি আছে। আপনার কোন অসুবিধেই এখানে হতে দেব না। তাহলে প্রিয়তোষবাবুর পান্থশালার বদনাম হয়ে যাবে না?

চিরঞ্জীব ॥ সে তো নিশ্চয়ই, আমি একটু পরেই খাব।

প্রিয়তোষবাবু ॥ যখন খুশি খান আমার কোন আপত্তি নেই। আপনি না খেলেও কোন আপত্তি নেই। আপনাকে জোর করে খাওয়ালে আমার পান্থশালার বদনাম হয়ে যাবে না?

চিরঞ্জীব ॥ সে কথা ঠিক।

প্রিয়তোষবাবু ॥ জানেন, একবার স্বপনপুরের এক বণিক এখানে আসে। তার হচ্ছে ঘুমনোর বাতিক।

চিরঞ্জীব ॥ ও, তাই নাকি?

প্রিয়তোষবাবু ॥ আজ্ঞে শুধু কি তাই। আবার সে কেবলই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, কাজ নেই, কর্ম নেই, খালি ঘুমোচ্ছে আর স্বপ্ন দেখছে। আমি তাকে হিসেব করে সময় মতো ঘুম থেকে ডেকে তুলি, খাওয়াই, চান করাই, আবার ঘুম পাড়িয়ে রাখি। যাবার সময় সে বলে, 'প্রিয়তোষবাবু, আপনার পান্থশালায় ঘুমিয়ে আর স্বপ্ন দেখে যে সুখ পেলাম, ইচ্ছে হয় এখানেই থেকে যাই। বাড়িতে বৌয়ের জ্বালায় ঘুমতো দূরের, কথা বলবার উপায় পর্যন্ত নেই।

চিরঞ্জীব ॥ (হেসে) তাই নাকি। তাহলে তো আপনি খদ্দেরদের খুব আদর যত্ন করে না খাইয়েই ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারেন।

প্রিয়তোষবাবু ॥ আজ্ঞে তা তো করতেই হবে। খদ্দের যে লক্ষ্মী। অ্যাঁ, কি বললেন।

চিরঞ্জীব ॥ না, কিছু না। আচ্ছা, কিঙ্কর কোথায় গেল বলতে পারেন?

প্রিয়তোষবাবু ॥ আপনার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে ও এইমাত্র খুঁজতে বেরুলো।

চিরঞ্জীব ॥ (আশ্চর্য হয়ে) খুঁজতে বেরিয়েছে! ও এখানে ফিরল কখন?

প্রিয়তোষবাবু। আজ্ঞে, তা প্রায় চারদণ্ড আগে। আর আপনি ওকে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলেন, তা আমি সিন্দুকে তুলে রেখে দিয়েছি।

চিরঞ্জীব ॥ ও। বেশ। আপনি এখন যান, দরকার হলে ডাকবো।

প্রিয়তোষবাবু ॥ নিশ্চয়ই ডাকবেন, হাজারবার ডাকবেন, লাখবার ডাকবেন। তা না হলে আমার পান্থশালার বদনাম হয়ে যাবে না!

[বিনয়ের হাসি হাসতে হাসতে প্রিয়তোষবাবুর প্রস্থান]

চিরঞ্জীব ॥ (পায়চারি করতে করতে স্বগত) পান্থশালার মালিক প্রিয়তোষ বাবু যা বল্লেন তাতে তো স্বর্ণমুদ্রার থলি হাতে দিয়ে কিঙ্করকে পান্থশালায় পাঠিয়ে দেবার পর, আমার সঙ্গে তার দেখা বা কথা হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। কিন্তু আমি তার সঙ্গে কথা বলেছি এমন কি মারধোর পর্যন্ত করেছি। অথচ প্রিয়তোষবাবু বললেন, সে এইমাত্র পান্থশালা থেকে বেরিয়ে গেছে। আশ্চর্য!

[হেমকুটের কিঙ্করের প্রবেশ।]

কিঙ্কর ॥ বাবু, আপনি কখন এলেন?

চিরঞ্জীব ॥ তোর পরিহাস প্রবৃত্তি এখন গেছে, না সেই রকমই আছে? সত্যিই, তুই মার খেতে বড় ভালোবাসিস্। তোর বোধ হয় মাথাটা তখন গোলমাল হয়ে গেছল, না রে? তাই বুঝি বলেছিলি আমি তোর হাতে স্বর্ণমুদ্রা দিইনি, আমার বৌ তোকে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য পাঠিয়েছে, জয়স্থলেই আমার বাড়ি, পান্থশালা কোত্থেকে এলো।

কিঙ্কর ॥ (আশ্চর্য হয়ে) আমি কখন আপনাকে এইসব কথা আবার বললাম!

চিরঞ্জীব ॥ কিছুক্ষণ আগে। বোধ হয়, এক দণ্ডও হয় নি।

কিঙ্কর ॥ আপনি স্বর্ণমুদ্রার থলি আমার হাতে দেওয়ার পর তো আর আপনার সঙ্গে আমার দেখাই হয় নি।

চিরঞ্জীব ॥ (রেগে) লক্ষ্মীছাড়া, আমার সঙ্গে তোর দেখা হয় নি—মিথ্যে কথা বলছিস্ কেন? তুই আমার হাতে চড় কিল পর্যন্ত খেয়েছিস, ভুলে গেলি?

কিঙ্কর ॥ (অবাক হয়ে) বাবু, এতোদিন পর আপনি যে হাসি ঠাট্টা করছেন

তাতে আমি খুব খুশী হয়েছি। কিন্তু কি জন্যে আপনার মনটা হঠাৎ এতো ফুর ফুরে হয়ে উঠল—জানতে পারলে আমিও মজা করতে পারতাম।

চিরঞ্জীব ॥ (রেগে) মজা আমি করছি, না তুই করছিস্। একটু আগে আমাকে জ্বালিয়ে মেরেছিস্। হতভাগা, ঠাট্টা মজা করবার সময় পেলি না?

[কিঙ্করকে মারতে সুরু করল]

কিঙ্কর ॥ বাবু, আমি কি অন্যায় করেছি যে আপনি আমাকে মারছেন?

চিরঞ্জীব ॥ অন্যায় তোর নয়, আমার। শুয়োর, চাকরের সঙ্গে বাবুর যে রকম ব্যবহার করা উচিত তা না করে আমি যে তোর সঙ্গে বন্ধুর মত কথা বলি, মাঝে মাঝে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করি, তাতেই তোর আস্পর্ধা বেড়েছে। তুই সময় অসময় বুঝিস না? অসময়ে এইরকম বদমাইসি করলে হাতে হাতে শাস্তি পাবি।

কিঙ্কর ॥ (কাঁদ কাঁদ হয়ে) আপনি মনিব, আপনি আমার মতো চাকরকে মারতে পারেন। কিন্তু কি জন্যে আমাকে মারলেন, তা না বললে আমি আপনার পা কিছুতেই ছাড়বো না। (চিরঞ্জীবের পা জরিয়ে ধরল।)

চিরঞ্জীব ॥ আরে ছাড়, ছাড়।

কিঙ্কর ॥ না, ছাড়বো না, ছাড়বো না।

চিরঞ্জীব ॥ ছাড় শিগগির। (হঠাৎ জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে নজর পড়ে যায়) এই তাড়াতাড়ি ওঠ। দুজন ভদ্র মহিলা আমাদের ঘরের দিকে আসছেন। ওঠ্ ওঠ্।

[কিঙ্কর তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছ্ছে এমন সময় চন্দ্রপ্রভা আর বিলাসিনী ঢোকে। হেমকূটের চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে নিজের স্বামী ও ভৃত্য বলে মনে করে।]

চন্দ্রপ্রভা ॥ (অভিমান করে বলতে বলতে চিরঞ্জীবের দিকে এগিয়ে যায়) আজকাল আমায় দেখলেই তোমার ভাবান্তর হয়; তোমার মুখে রাগ

আর অসন্তোষ এখনও রয়েছে। কেমন করে তুমি আমায় এতো তাড়াতাড়ি ভুলে যাচ্ছ বলতো। তুমি ছাড়া আমার এ সংসারে আর কে আছে ? তুমি আমার ওপর নির্দয় হয়ো না, আমি বড় কষ্ট পাই। (চিরঞ্জীবের হাত ধরতে যায়, চিরঞ্জীব ভয়ে পিছিয়ে যায়।) যার ভাগ্য ভালো, সে তোমার ভালোবাসা এখন পাচ্ছে। কিন্তু আমি কি দোষ করেছি, বল ?

চিরঞ্জীব ॥ (বিস্মিত হয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে) দেখুন, আমি বিদেশী, আমি—

বিলাসিনী ॥ জামাইবাবু, আপনি দিদির সঙ্গে 'আপনি' করে কথা বলছেন ?

চন্দ্রপ্রভা ॥ (কপালে হাত দিয়ে) আমার ভাগ্য !

চিরঞ্জীব ॥ আগে আমার কথাটা শুনুন। আমি···মানে···জয়স্থলে আমার বাড়িই নয়। আমি এই প্রথম এখানে এসেছি, তাও প্রায় পাঁচদণ্ডের বেশী হয়নি। আমি আগে কখনও আপনাকে দেখিনি। আপনি আমাকে যে সব কথা বললেন, তার একবর্ণও আমি বুঝতে পারছি না।

বিলাসিনী ॥ (আশ্চর্য হয়ে) জামাইবাবু, আপনি আমাকে অবাক করে দিলেন। আপনি আমাদের যে পরিচিত, সেটুকু পর্যন্ত অস্বীকার করছেন ? দিদির কি দোষ হয়েছে বলুনতো ? খাবার সময় চলে যাচ্ছিল বলে শুধু কিঙ্করকে দিয়ে আপনাকে ডাকতে পাঠিয়েছিল।

চিরঞ্জীব ॥ কিঙ্করকে ?

কিঙ্কর ॥ (চমকে গিয়ে) আমাকে ! !

চন্দ্রপ্রভা ॥ (রেগে আগুন হয়ে) হ্যাঁ, তোকে। তুই ওর কাছ থেকে বাড়িতে ফিরে বলিস নি—ও তোকে মেরেছে, বলেছে—বাড়ি নেই, বৌ নেই,—এখন এমন ভান করছিস্ যেন কিছুই জানিস্ না !

চিরঞ্জীব ॥ (রেগে কিঙ্করকে) তুই কি এঁর সঙ্গে আগে কথা বলেছিলি ?

কিঙ্কর ॥ বাবু, কথা বলা দূরে থাক, আমি আগে কখনও ওঁকে দেখিই নি।

চিরঞ্জীব ॥ লক্ষ্মীছাড়া, আবার মিথ্যে কথা বলছিস্ ? উনি যে সব কথা

বলছেন, তুইও তো আমার কাছে এসে অবিকল সেই সব কথা বলেছিলি।

কিঙ্কর ॥ না বাবু, সত্যি বলছি, এ জন্মে—এই আমি (এদিক ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ নিজের জুতো ছুঁয়ে) দিব্যি করে বলছি, ওনার সঙ্গে কথা বলিনি।

চিরঞ্জীব ॥ তোর সঙ্গে যদি দেখা আর কথা না হবে, উনি আমাদের নাম জানলেন কি করে ?

চন্দ্রপ্রভা ॥ (কাঁদ কাঁদ হয়ে) যদি সত্যিই আমার ওপর তোমার বিরাগ হয়ে থাকে, তবে চাকরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমাকে অপমান করছো কেন ? (হাউ হাউ করে কাঁদে) আমি মরে গেলেও (চিরঞ্জীবের হাত ধরে) তোমায় ছাড়বো না। বাড়িতে চল, লক্ষ্মীটি আমার।

চিরঞ্জীব ॥ এ তো এক মহাবিপদে পড়লাম !

বিলাসিনী ॥ কিছুই বিপদে পড়েন নি জামাইবাবু। চলুন চলুন।

চিরঞ্জীব ॥ আমি কি স্বপ্ন দেখছি, না জেগে আছি !

বিলাসিনী ॥ (ঠাট্টা করে) সন্দেহ হচ্ছে বুঝি ? সন্দেহ ঘুচিয়ে দিচ্ছি।

[এগিয়ে চিরঞ্জীবের গায়ে জোরে একটা খিমচি কাটে।]

চিরঞ্জীব ॥ উঃ উঃ—

[বিলাসিনী খিল খিল করে হেসে ওঠে]

বিলাসিনী ॥ কিঙ্কর, বাড়িতে গিয়ে চাকরদের খাবার দিতে বল গে, আমরা যাচ্ছি।

কিঙ্কর ॥ বাবু, আপনি না জেনে শুনে এ কোনদেশে এসেছেন। এখানে সকলেই দেখি জাদু জানে ! যে ব্যাপার স্যাপার দেখছি তাতে দেশে ফিরতে পারব বলে মনে হয় না। বাবু, কি করবেন ঠিক করুন।

বিলাসিনী ॥ কিঙ্কর, লোক হাসাবার যে অনেক কৌশল তুই জানিস, সে বিষয়ে আর দক্ষতা দেখাতে হবে না। এখন একটু চুপ কর। যা বলছি, তাই কর।

কিঙ্কর ॥ বাবু, আমার বুদ্ধি লোপ পেয়ে আসছে, কি করবেন করুন।

চিরঞ্জীব ॥ শুধু তোর নয়, দেখে শুনে আমারও বুদ্ধি লোপ হয়ে গেছে।

চন্দ্রপ্রভা ॥ (একটু হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এসে চিরঞ্জীবের হাত ধরে) অনেক হয়েছে, এবার বাড়ি চলো। মনিব আর চাকরে মিলে ষড়যন্ত্র করে যে ভোগান ভোগালে আমাদের তা জীবনেও ভুলবো না।

বিলাসিনী ॥ দিদি, একটু আগে তুই বলছিলি তোর ধৈর্য নেই, কিন্তু এখন তো দেখছি তার উল্টো রে।

[চিরঞ্জীব ও কিঙ্কর দুজনের মুখের দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে।]

চন্দ্রপ্রভা ॥ (চিরঞ্জীবকে) আজ তোমাকে আর একদম বাড়ি থেকে বেরুতে দেব না। যেই ডাকতে আসুক দরজা আজ আর খোলা হবে না। নৃত্যগোপালকে দরজার কাছে বসিয়ে রাখব। কি করে বাড়ি থেকে বেরোও তুমি আমি দেখব। (চিরঞ্জীবের হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছ, চলো—খাবে না? বেলা কি এগোচ্ছে না পেছোচ্ছে?

চিরঞ্জীব ॥ ভাগ্যে যা আছে তা হবে, চল কিঙ্কর।

বিলাসিনী ॥ জামাইবাবু, আপনি হাসালেন!

[চন্দ্রপ্রভা একরকম হেচ্‌কা টান দিয়ে চিরঞ্জীবকে নিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। কিঙ্কর আর বিলাসিনী পেছন পেছন যায়।]

॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[জয়স্থলের চিরঞ্জীববাবুর বাড়ির সামনে। একটানা দেওয়াল। দেওয়ালের মাঝে বড় ফটক। ফটকের সামনে রাজপথ। ফটকের ওপাশে আছে নৃত্যগোপাল। নৃত্যগোপালকে দেখা যাচ্ছে না। দর্জি হরনাথ প্রবেশ করে রাজপথের ওপর থেকে চিরঞ্জীববাবুকে ডাকতে সুরু করে।]

হরনাথ ॥ (চিৎকার করে) চিরঞ্জীববাবু বাড়িতে আছেন, ও চিরঞ্জীববাবু।

নৃত্যগোল ॥ (দরজার ওপাশ থেকে) আছেন।

হরনাথ ॥ কে কথা বলে ?

নৃত্যগোপাল ॥ তুমি কে কথা বলেন ?

হরনাথ ॥ আমি হরনাথ দর্জি।

নৃত্যগোপাল ॥ আমি নেত্যগোপাল।

হরনাথ ॥ বাবুকে ডেকে দে। বাবুর জামার মাপ নেব।

নৃত্যগোপাল ॥ আজ বাইরের কোন লোক বাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারবে না।

হরনাথ ॥ কিন্তু আজ আমাকে দেখা করতেই হবে। আমি আর কত দিন বাবুর পেছন পেছন খাতা পেন্সিল নিয়ে ঘুরে বেড়াব।

নৃত্যগোপাল ॥ মা-ঠাকরুণের হুকুম, আজ আর দরজা খোলা হবে না। দরজা খুললে আমার চাকরি চলে যাবে।

হরনাথ ॥ তা যাক, দরজাটা খোল।

নৃত্যগোপাল ॥ রসিকতা হচ্ছে, চাকরি গেলে খাবো কি ?

হরনাথ ॥ খোল বাবা।

নৃত্যগোপাল ॥ আমার এখন খিদে লেগেছে, খিল খোলার শক্তি নেই।

হরনাথ ॥ আমি খাওয়াব।

নৃত্যগোপাল ॥ না, তবুও খিল খুলতে পারব না। মা-ঠাকরুণের বারণ।

হরনাথ ॥ (রেগে) খোল!

নৃত্যগোপাল ॥ (বিরক্ত হয়ে) না, খুলবো না। আমাকে বিনি পয়সায় একটা জামা করে দেবেন, বল?

হরনাথ ॥ রসিক নাগর আমার! দরজা খুলবি কি না বল?

নৃত্যগোপাল ॥ আবার রসিকতা হচ্ছে! খুলবো না।

হরনাথ ॥ বাবুকে বলে দেব।

নৃত্যগোপাল ॥ বাবু বললেও খুলব না—বাবু কে? (ভেঙ্গিয়ে) বাবুকে বলে দেব!

হরনাথ ॥ দাঁড়া, বাবুকে বলে দেব, তুই বলেছিস্, 'বাবু কে'? তোর চাকরি আমি খাব।

নৃত্যগোপাল ॥ এই, থুড়ি থুড়ি। মাইরি বাবুকে বলবেন না। এই আমি নাক খৎ দিলাম॥

হরনাথ ॥ তবুও বলবো।

নৃত্যগোপাল ॥ বলবেন না মাইরি, বলবেন না। আমার চাকরি চলে যাবে।

হরনাথ ॥ তবে খিল খুলে বাবুকে ডেকে দে।

নৃত্যগোপাল ॥ (কাঁদতে কাঁদতে) খিল খুলতে মা-ঠাকরুণের বারণ। আমি পারব না।

হরনাথ ॥ খোল।

নৃত্যগোপাল ॥ না।

হরনাথ ॥ খোল।

নৃত্যগোপাল ॥ না।

হরনাথ ॥ খুলবি না ?

নৃত্যগোপাল ॥ (কাঁদতে কাঁদতে) আমার দোষ হয়েছে, আমি অবলা বলে আমায় নিয়ে রসিকতা হচ্ছে।

হরনাথ ॥ তবে আমি চলে গেলাম।

নৃত্যগোপাল ॥ যাও।

হরনাথ ॥ বাবুকে এই কথা বলে দেব, তুই বলেছিস্, 'বাবু কে ?'

নৃত্যগোপাল ॥ আজ্ঞে বাবুকে কিছু বলো না মাইরি। তুমি ফিরে যাও। দরজা খুললে আমার চাকরি চলে যাবে।

হরনাথ ॥ লক্ষ্মীছাড়া চাকর আমায় অপমান করল! চাকরি খাবোই খাব।

নৃত্যগোপাল ॥ (জোরে কেঁদে) না, না।

[রাগে গবজাতে গজরাতে হরনাথ বেবিয়ে গেল। নৃত্যগোপাল কাঁদছে। কান্নার স্বর স্পষ্টই শোনা যাচ্ছে। আস্তে আস্তে নৃত্যগোপালেব কান্না কমে গেল।

[জয়স্থলেব চিরঞ্জীব, জয়স্থলের কিঙ্কর, স্বর্ণকার বস্তুপ্রিয় ও বণিক রত্নদত্ত কথা বলতে বলতে ঢুকলো।]

চিরঞ্জীব ॥ (বস্তুপ্রিয়কে) আপনাকে কথায় কথায় আমার বাড়ি পর্যন্ত আনলুম বলে কিছু মনে করবেন না। হয়তো অন্যায় করে ফেলেছি তার জন্যে আমাকে মাপ করবেন।

বস্তুপ্রিয় ॥ না না, আপনি অতো কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন ?

চিরঞ্জীব ॥ আমার স্ত্রী বড মুখরা। বাড়িতে সময় মতো ফিরতে না পারলে রেগে তুমুল কাণ্ড কারখানা বাধিয়ে বসেন। নানা রকম খারাপ সন্দেহ পর্যন্ত করে। তাই বলছিলাম, আপনি আমার সঙ্গে একটু বাড়ির ভেতর চলুন। খাওয়া দাওয়া আমার বাড়িতেই আজ করবেন।

বস্তুপ্রিয় ॥ না না, অসময়ে হঠাৎ আপনার বাড়িতে ঝামেলা করবো না।

চিরঞ্জীব ॥ না না, এতে আর ঝামেলার কি আছে। আপনি আমার স্ত্রীকে

একটু বলবেন যে, তার জন্যে যে হারটা আমি গড়াতে দিয়েছি সেটা আজই তৈরি হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। সেই জন্যেই আপনার বাড়িতে আমি বসে ছিলাম। কিন্তু তৈরি হতে আর একটু দেরি হবে বলে বাড়িতে ফিরে এসেছি। তাহলে খুশী হয়ে আর কিছু বলবে না।

বসুপ্রিয় ॥ (হেসে) আচ্ছা আচ্ছা, আপনার কোন ভয় নেই। আমি সব কথা গুছিয়েই বলব।

চিরঞ্জীব ॥ (কিঙ্করকে দেখিয়ে) কিন্তু এই পাজীটাই আমায় পথে বসাবে। (কিঙ্করকে) তোর সঙ্গে আমার কখনই বা দেখা হলো, কখনই বা কথা বললাম, কখন বা মারলাম, আর কখনই বা তোকে বললাম, আমার বাড়ি নেই, আমার বৌ নেই, আমি বিয়ে করিনি ?

কিঙ্কর ॥ বাবু, আপনি যা খুশী তা বলতে পারেন। আমি যা জানি তাই বলেছি মা-ঠাকরুণকে। আপনার হাতের মারের ছাপ আমার কানের পাশে এখনও রয়েছে।

চিরঞ্জীব ॥ তুই এমন মাতলামি শিখলি কার কাছ থেকে ? কতকগুলো কথা তৈরি করে তার কাছে বলে বেচারীর মনে শুধু শুধু কষ্ট দিয়েছিস।

কিঙ্কর ॥ বাবু আমি একটাও মিথ্যে কথা বলিনি। আপনার সঙ্গে দেখা হলে আপনি যা যা বলেছেন, আমি শুধু সেই কথাগুলোই বলেছি।

চিরঞ্জীব ॥ তোকে আর আমি কিইবা বলবো, তুই যে একটা আস্ত গাধা তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিঙ্কর ॥ বাবু, গাধা না হলে আর আপনার এতো মার আমি সহ্য করি ?

চিরঞ্জীব ॥ চুপ কর ! বাবুর সঙ্গে কি করে কথাটুকু বলতে হয় তাও দিন দিন ভুলে যাচ্ছিস। (বণিক রত্নদত্তকে) চলুন, আপনিও আমার বাড়িতে আজকে খাবেন। অনেকদিন নেমন্তন্ন করেও আপনাকে আমি আমার বাড়ি পর্যন্ত আনতে পারিনি, আজ কিন্তু ছাড়ব না।

রত্নদত্ত ॥ আচ্ছা, আজ আমি আপনার নেমন্তন্ন রাখলাম।

চিরঞ্জীব ॥ (রত্নদন্তের কথায় খুশী হয়ে দরজার দিকে এগিয়ে এসে) আরে, দরজা বন্ধ করে রেখেছে কেন? কিঙ্কর, দরজা খুলতে বল।

কিঙ্কর ॥ (চীৎকার করে) মা-ঠাকরুণ, বাবু এসেছেন দরজা খুলুন।

নৃত্যগোপাল ॥ (দরজার ওপাশ থেকে) তুমি কে হে, যে দরজা খুলতে বললেই দরজা খুলতে হবে। মা-ঠাকরুণের বারণ, দরজা খোলা হবে না আর কাউকে আজ বাড়ির মধ্যে ঢুকতেও দেওয়া হবে না। যেখানে খুশী চলে যাও, আর না হয় রাস্তায় বসে কাঁদ।

কিঙ্কর ॥ নৃত্যগোপাল দরজা খোল। বাবু রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

নৃত্যগোপাল ॥ তুমি কে কথা বলছেন?

কিঙ্কর ॥ নৃত্যগোপাল, আমি কিঙ্কর।

নৃত্যগোপাল ॥ (হো হো করে পাগলের মত হেসে) কিঙ্করের গলা নকল করে আমার সঙ্গে রসিকতা হচ্ছে!

কিঙ্কর ॥ বাবু দাঁড়িয়ে রয়েছেন, দরজা খোল।

নৃত্যগোপাল ॥ তোর বাবু যেখান থেকে এসেছে সেখানে যেতে বল। চোর কোথাকার। দুপুর বেলায় লোকের বাড়ি চুরি!

চিরঞ্জীব ॥ নৃত্যগোপাল, দরজা খোল।

নৃত্যগোপাল ॥ এ তো ভারি মজা, আবার বাবুর গলা নকল করে আমায় ডাকছে।

চিরঞ্জীব ॥ নৃত্যগোপাল, দরজা খেলা।

নৃত্যগোপাল ॥ আপনি কি জন্যে দরজা খুলতে বলছেন?

চিরঞ্জীব ॥ আমারা খাবো, খিদে লেগেছে।

নৃত্যগোপাল ॥ এখানে আপনার খাওয়ার স্থবিধে হবে না, অন্য সময় আসবেন। বাড়ির ভেতর ঢোকার নতুন মতলব! এক পাল চোর এসেছে বলে মনে হচ্ছে। দরজা খুলে মরি আর কি! বাবু, মা-ঠাকরুণ, দিদিমণি তিন জনে এখন আবার খেতে বসেছেন।

কিঙ্কর ॥ বাবু, নেত্য মনে হয় নেশা ভাং করেছে। আপনি অতিথিদের নিয়ে আর কতক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবেন। দরজা ধাক্কা মেরে ভেঙ্গে ফেলব ?

চিরঞ্জীব ॥ মুস্কিলে পড়া গেল ! আজকের কাণ্ডকারখানা দেখে আমি একরকম বুদ্ধিশূন্য হয়ে যাচ্ছি !

কিঙ্কর ॥ বাবু, দরজা ভাঙ্গা ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না।

চিরঞ্জীব ॥ যা, যেখান থেকে পারিস দু তিন খানা কুড়ুল নিয়ে আয়।

কিঙ্কর ॥ আচ্ছা বাবু। (কিঙ্কর ছুটে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলো।)

রত্নদত্ত ॥ কিঙ্কর, শোন্ শোন্। (কিঙ্কর ফিরে আসে)

(চিরঞ্জীবকে—) চিরঞ্জীববাবু, একটু ধৈয ধরুন। আপনি আপনার খ্যাতির বিরুদ্ধে যাচ্ছেন, অমন কাজও করবেন না। এতে আপনারই বদনাম হবে। এই জয়স্থলে আপনি সকলের প্রশংসার পাত্র হলেও অনেকে আপনার এই প্রশংসাই সহ্য করতে পারে না, দরজা ভাঙ্গা ভাঙ্গি করলে তারা আপনার স্ত্রীকে নানা রকম সন্দেহ করবে, কুৎসা রটাবে তার নামে। আপনি আবার তাকে অন্যায় সন্দেহ করে আকুল হবেন না। পরে দেখা হলে আপনি তাকে জিগ্যেস করবেন, কি কারণে তিনি দরজা বন্ধ করে রেখেছিলেন। এর একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে। চলুন, বরং এখান থেকে চলে যাই।

চিরঞ্জীব ॥ আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আজ কিঙ্করটা আমার নামে কি সব মিথ্যে কথা তাকে বলেছে, তাতে হয়তো রাগ করে আজ আর আমাকে বাড়ি ঢুকতে দিলো না।

রত্নদত্ত ॥ চলুন, আর কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। আমরা না হয় বসুপ্রিয় বাবুর বাড়ি খাওয়া দাওয়া শেষ করি গে।

বসুপ্রিয় ॥ আপনাদের পদধূলি আমার বাড়িতে পড়লে আমি ধন্য হবো।

চিরঞ্জীব ॥ (রত্নদত্তকে) আপনি বরং যান। আমি অপরাজিতার বাড়িই

খাওয়া দাওয়া করবো। (বস্তুপ্রিয়কে) আমার মনে হয়, আপনার কর্মচারীরা এতোক্ষণে হারটা শেষ করে ফেলেছে। আপনি এক ঘণ্টার মধ্যে হারটা নিয়ে অপরাজিতার বাড়ি আসুন, আমি ঐ হার অপরাজিতাকেই দেব। তবেই আমার বউ উপযুক্ত শিক্ষা পাবে, আর কোনদিনও এমন ব্যবহার করবে না। আপনি তাড়াতাড়ি যান।

বস্তুপ্রিয় ॥ আচ্ছা!

[বস্তুপ্রিয় ও রত্নদত্ত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। কিঙ্কর আর চিরঞ্জীব অন্য দিক দিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।']

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

জয়মঙ্গলের চিরঞ্জীবের বাড়ী।

একই ঘর। চন্দ্রপ্রভা খাটের মাঝামাঝি পা ঝুলিয়ে বসে কাঁদছে। মাঝে মাঝে শাড়ির আঁচলখানা দিয়ে চোখের জল মুছ্ছে। বিলাসিনী তার পাশে দাঁড়িয়ে।

বিলাসিনী ॥ দিদি শোন, তুই অমন করে কাঁদছিস কেন? অতো হা-হুতাশ করার কি আছে!

চন্দ্রপ্রভা ॥ তুই বুঝবি না বিলাসি, তুই বুঝবি না। এতো অনাদর কেন? আমার কি অন্যায়টা হয়েছে, বল?

বিলাসিনী ॥ সত্যিই, জামাইবাবু আজ যা সব কাণ্ডকারখানা করেছেন তা দেখে আমারই মাথা ঘুরে যাচ্ছে, আর তুই সহ্য করবি কি করে।

চন্দ্রপ্রভা ॥ তুইই বল, ও যেমন করে আজ আমাকে একরকম অস্বীকারই করছে, আমিও যদি ওর সঙ্গে তেমন ব্যবহার করি তাহলে আমাদের সংসারটাই নষ্ট হয়ে যাবে। আমি শুধু এইটুকু বুঝতে পেরেছি বলেই এখন ও আরও আমার উপর অত্যাচার শুরু করে দিয়েছে।

বিলাসিনী ॥ আমি তো অনেক আগেই বলেছি স্ত্রীজাত চিরকালই পুরুষের অধীন।

চন্দ্রপ্রভা ॥ তাই বলে এতো অত্যাচার এতো অনাদর তুই আমায় সহ্য করতে বলিস্?

বিলাসিনী ॥ এটা কি সত্যিই অত্যাচার, না কোন ভূত তার মাথায় চেপেছে, সেটা তো ভাল করে দেখতে হবে।

চন্দ্রপ্রভা ॥ আর কি তুই দেখবি। আমি তাকে ডাকতে পাঠিয়েছি বলে কিঙ্কর বেচারাকে এমন মার মেরেছে, তার কানের কাছে ফুলে গেছে।

বিলাসিনী ॥ সে তো দেখছি।

চন্দ্রপ্রভা ॥ তারপর তুই দেখ, আজ একদম ভাত খেল না। খালি অন্য-মনস্কতা, আমার দিকে একবার ভালো করে তাকালও না, একটুখানি তাকিয়ে হাসলোও না। আজ যেন আমি খাওয়ার ঘরে না থাকলেই ওর ভালো হয়, তাই তো চলে এলাম।

বিলাসিনী ॥ অতো অভিমান মেয়েদের ভালো নয় রে!

চন্দ্রপ্রভা ॥ আমার বুকের ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে মরতে পারলে হয়তো শান্তি পেতাম।

বিলাসিনী ॥ কি যা তা বকছিস?

চন্দ্রপ্রভা ॥ ঠিকই বলছি, ঠিকই। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

[হাউ হাউ করে কেঁদে চোখের জল মুছতে মুছতে চন্দ্রপ্রভা বেরিয়ে গেল]

বিলাসিনী ॥ (পেছন পেছন যায়) আমি জামাইবাবুকে ভালো করে বুঝিয়ে বলবো, তুই ভাবিস না।

[বিলাসিনীও বেরিয়ে যায়। পরক্ষণেই আবার হেমকূটের চিরঞ্জীবকে নিয়ে ঢোকে]

বিলাসিনী ॥ জামাইবাবু, খাওয়া হলো?

চিরঞ্জীব ॥ হু ।

বিলাসিনী ॥ খাটের উপর বসুন । আপনার সঙ্গে কথা আছে ।

চিরঞ্জীব ॥ (খাটের ওপর বসে) আমার সঙ্গে, কথা… ?

বিলাসিনী ॥ হ্যাঁ । (একখানা চেয়ার ঘুরিয়ে বসে) আচ্ছা, আজ আপনার কি হয়েছে বলুন তো ? ইচ্ছে করে এমনভাবে কাণ্ডকারখানাগুলো না বাধালেই নয় ?

চিরঞ্জীব ॥ ইচ্ছে করে বাধিয়েছি ?

বিলাসিনী ॥ ইচ্ছে করে নয় ? আপনি খাবার সময় নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে খেলেন । খেতে খেতে বারবার দিদিকে বলেছেন, আমি তোমার স্বামী নই, তুমি আমার বৌ নও— এইসব কথা বলার মানেটা কি ? আপনি শুধু শুধু তাকে কাঁদাচ্ছেন কেন ?

চিরঞ্জীব ॥ আমি তাকে কাঁদাতে যাব কেন ? সে যদি ইচ্ছে করে কাঁদে আমি কি করতে পারি ?

বিলাসিনী ॥ ইচ্ছে করে মোটেই কাঁদেনি । যাক সে কথা, দেখুন, কোথায় আপনাদের ভালোবাসা দিন দিন আরও গভীর হবে, না দিন দিন হালকা হয়ে যাচ্ছে । ভালোবাসার কথাটুকু পর্যন্ত আপনি ভুলে যেতে বসেছেন । যদি আপনি দিদিকে শুধুমাত্র টাকার জন্যেও বিয়ে করে থাকেন তাহলে সেই টাকার জন্যেও অন্তত একটু ভালোবাসার অভিনয় করা উচিত, নয় কি ?

চিরঞ্জীব ॥ টাকার জন্যে বিয়ে… … !!

বিলাসিনী ॥ বেশ তো, টাকার জন্যে যদি বিয়ে না করে থাকেন, সেতো খুব ভালো কথা । তবে এতো অবহেলা কেন ? 'তুমি আমার বৌ নও, আমি তোমার স্বামী নই, তোমাকে আমি বিয়ে করিনি'—বাড়ির সকলের সামনে দিদির মুখের ওপর এসব কথা বলা বড় অন্যায় । স্বামীর কাছ থেকে এরকম কথা শোনার চেয়ে, মেয়েদের কষ্টের আর কিছু নেই ।

চিরঞ্জীব ॥ ও যদি অযথা কষ্ট পায় আমি কি করতে পারি ?

বিলাসিনী ॥ এই কষ্ট কি অযথা হলো ? আপনার মনে যদি অনুরাগ না থাকে, মৌখিক সৌজন্যটুকুও দেখলে দিদি খুশী হয়।

চিরঞ্জীব ॥ এ একটা কথা হলো ?

বিলাসিনী ॥ হ্যাঁ হলো। আজ আপনি যেমন একটা কেলেঙ্কারি করলেন, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এমন কুৎসিৎ ব্যপার না হওয়াই উচিত।

চিরঞ্জীব ॥ তার মানে ?

বিলাসিনী ॥ একদিনের মধ্যে আপনার এতো পরিবর্তন হওয়ার কি কারণই বা থাকতে পারে ? আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনি কোন দুর্ভাবনায় ভুগছেন।

চিরঞ্জীব ॥ এমন অবস্থায় পড়লে দুর্ভাবনা সকলেরই হয়।

বিলাসিনী ॥ আপনার যত দুর্ভাবনাই হোক না কেন, আপনাকে এই কাজটুকু আজ করতেই হবে।

চিরঞ্জীব ॥ কি কাজ ?

বিলাসিনী ॥ আপনি দিদির কাছে গিয়ে বলুন যে, যে সব কথা খাওয়ার সময় বলেছেন তা তার মনের ভাব দেখার জন্যেই বলেছেন, তাছাড়া আর কোন অভিসন্ধি আপনার নেই। এমন করে দুটো মিষ্টি কথা বললেই তার রাগ অভিমান আর থাকবে না।

চিরঞ্জীব ॥ (হতভম্ব হয়ে) দেখুন, আপনাদের ব্যাপার স্যাপার দেখে আমি কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ছি।

বিলাসিনী ॥ (রেগে) আপনি আমার সঙ্গে 'আপনি আপনি' করে কথা বলছেন কেন ? কি হয়েছে আপনার বলুন তো ?

চিরঞ্জীব ॥ বেশ, আমি 'তুমি' করেই কথা বলছি। তোমার কথা শুনে আমি কি করবো বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, তোমরা দেবী না মানবী, সত্যি করে বলো তো ? তুমি এতোক্ষণ ধরে যে উপদেশ দিলে তা আমি মর্ম্মে

গেলেও পারবো না। স্পষ্ট কথায় আমি বলছি, তোমার বোন আমার বৌ নয়, আমি কোনদিনও ওকে বিয়ে করিনি। একথা শুনে যদি তোমার বোন কান্নাকাটি করে আমি নিরুপায়।

বিলাসিনী॥ আবার আপনি এই কথা বলছেন? নিজের বৌকে আপনি অস্বীকার করছেন? ছিঃ ছিঃ!

চিরঞ্জীব॥ অস্বীকার না করে উপায় নেই। তোমায় বোন বিবাহিত জেনে তুমিই বা কি করে আমায় তার সঙ্গে স্বামীর মত ব্যবহার করতে বলছো?

বিলাসিনী॥ আপনি তাকে বিয়ে করেছেন, স্বামীর মত ব্যবহার করতে আপনার আপত্তি কি?

চিরঞ্জীব॥ সত্যিই, তুমি কি সুন্দর!

বিলাসিনী॥ আমার কথা পরে হবে।

চিরঞ্জীব॥ না, তোমার কথাই বলতে আমার ভালো লাগছে।

বিলাসিনী॥ ঠিক আছে, আমার কথা পরে হলেও চলবে।

চিরঞ্জীব॥ তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজী থাক, প্রতিজ্ঞা করছি, আমি তৈরী আছি। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হলে সারাজীবন আমি তোমাকে সুখে রাখবো। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার রূপ, তোমার গুণ, তোমার কথা বলার ঢং আমার মনকে এমনভাবে মোহিত করেছে যে, সম্মতি থাকলে এই মুহূর্তেই আমি তোমায় বিয়ে করতে পারি।

বিলাসিনী॥ (আশ্চর্য হয়ে) জামাইবাবু, আমি আপনার প্রেয়সী নই। দিদি আপনার প্রেয়সী। আপনি তাকে এই প্রিয় সম্ভাষণ করুন গে।

চিরঞ্জীব॥ যার ওপর মনের অনুরাগ জন্মে সেই প্রেয়সী, তোমাকে দেখে আমি সত্যিই মুগ্ধ হয়েছি, তুমিই আমার প্রেয়সী। তোমার দিদির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

বিলাসিনী॥ দেখুন জামাইবাবু, শালীর সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করা ভালো, কিন্তু এ আপনি বড় বাড়াবাড়ি করছেন।

চিরঞ্জীব ॥ শোন বিলাসিনী, (বিলাসিনীর হাত ধরতে যায়) আমি তোমাকে বিয়ে করব।

বিলাসিনী ॥ কি হচ্ছে জামাইবাবু, আবার ছেলেমানুষী ?

চিরঞ্জীব ॥ কেন, আমাকে দেখতে কি এতোই খারাপ, তোমার মনের কোণে এতোটুকু স্থান পেতে পারি না ? বিলাসিনী ! (হাতটা চেপে ধরে)

বিলাসিনী ॥ (হাত ছাড়িয়ে দু তিন পা পিছিয়ে গিয়ে) আপনি সত্যিই পাগল হয়ে গেছেন, তা না হলে এ কাণ্ড করলেন কি করে ! ছিঃ ছিঃ ! লজ্জার কথা, দিদি দেখলে আত্মহত্যা করতে পারে। আমি দিদিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি তার সঙ্গে বোঝাপড়া করুন। যা ভাব গতিক দেখছি, আমি একা আর বেশীক্ষণ আপনার কাছে থাকতে ভরসা পাচ্ছিনা।

চিরঞ্জীব ॥ তুমি এতো নির্মম !

[বিলাসিনী ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। চিরঞ্জীব বিলাসিনীর পেছনে একটুখানি এগিয়ে গিয়ে ফিরে আসে চিন্তান্বিত হয়ে। এমন সময় হেমকূটের কিঙ্কর ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকে পড়ে।]

কিঙ্কর ॥ বাবু, আমি বড় বিপদে পড়ে গেছি, রক্ষে করুন।

চিরঞ্জীব ॥ (আশ্চর্য হয়ে) আঁ্যা, ও হ্যা, কি হলো তোর ?

কিঙ্কর ॥ পালিয়ে চলুন, তারপর সব বলব। বাব্বাঃ !

চিরঞ্জীব ॥ কেন ? কি হলো ?

কিঙ্কর ॥ ওরে বাবা, সে কি চেহারা !

চিরঞ্জীব ॥ কি হয়েছে বলবি তো ?

কিঙ্কর ॥ রান্নাঘরের ধার দিয়ে সেই না যাচ্ছি, ওরে বাবা : সদ্য শেওড়া গাছ থেকে নেমে এসেছে !

চিরঞ্জীব ॥ তা হলোটা কি ?

কিঙ্কর ॥ ইয়া মোটা। যেন হাতীর মত থপ থপ করে হাঁটে। ওদের ঐ রাধুনীটা আমাকে হাত ধরে টেনে বলে 'তোকে মাছ ভাজা খেতে হবে'।

ওরে বাবাঃ তারপর কিছুতেই ছাড়তে দেয় না। জোর করে একখানা মাছ মুখে গুজে দিল। ওরে বাবাঃ। সে আবার আমার নাম ধরে ডাকে, বলে, 'কি-ঙ্ক-র'!

চিরঞ্জীব ॥ তারপর!

কিঙ্কর ॥ আমি শেষে কোন রকমে ছুটে পালিয়ে এসেছি। ওরে বাবাঃ, তাকে দেখতে কি, তারকা রাক্ষসীও হার মেনে যাবে। আমি যমের বাড়ি যেতে রাজী আছি কিন্তু ঐ রান্না ঘরে · ,ওরে বাব্বাঃ, বাঁচান বাবু আমাকে!

চিরঞ্জীব ॥ আমাকেই কে বাঁচায় তার ঠিক নেই, আমি আবার তোকে কি করে বাঁচাবো, বল? এ দেশের সবই অদ্ভুত কাণ্ড। রান্না ঘরের রাধুনীটা তোর নাম জানলো কি করে···!

কিঙ্কর ॥ কি জানি বাবু! ওরে বাবাঃ।

চিরঞ্জীব ॥ যা হোক, শোন, এখান থেকে পালান ছাড়া আর কোন পথ নেই। চল, এখন ঘরে কেউ নেই, দুজনে মিলে পালিয়ে যাই, তা না হলে এরা সত্যি সত্যিই মেরে ফেলবে। আমি পান্থশালায় থাকবো, আর তুই এক কাজ করবি, ঘাটে গিয়ে খবর নিয়ে আয় আজ কোন নৌকো এখান থেকে ছাড়বে কি না।

কিঙ্কর ॥ আমিও সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম বাবু। এ মুলুক না ছেড়ে পালালে আবার যদি সেই রাধুনী, ওরে বাবাঃ, তারকা রাক্ষসী!

চিরঞ্জীব ॥ চল, আস্তে আস্তে এবার পালাই। কিন্তু···না···! (বিলাসিনীর কথা মনে পড়ে)···না।

[চিরঞ্জীব পা টিপে টিপে এদিক ওদিক দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একবার পেছনে ফিরে তাকিয়ে কিঙ্করের মনে হয় কে যেন আসছে।]

কিঙ্কর ॥ ওরে বাবাঃ! বাবু···!

[চিৎকার করে প্রস্থান করে।]

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

রাজপথ।

দূরে দুই একখানা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। পথের পাশেই একটা বড় গাছের ছায়া পড়েছে। দুপুর বেলা।

[নৃত্যগোপাল ও হরনাথ দর্জি দুজনে দুদিক থেকে ঢুকলো।]

হরনাথ ॥ আরে নৃত্যগোপাল, তুই রাস্তায় বেরিয়েছিস্ ?

নৃত্যগোপাল ॥ (রাগ রাগ ভাব দেখিয়ে) দরকারে বেরিয়েছি। (হন হন করে এগিয়ে যায় নৃত্যগোপাল)

হরনাথ ॥ আরে শোন, শোন, তা বাবা তখন যে বললি আজ আর দরজা খোলা হবে না, মা-ঠাকরুণের বারণ।

নৃত্যগোপাল ॥ হুঁ, বারণ ছিলো, তাই খুলিনি।

হরনাথ ॥ তবে, আবার খুললি কেন ?

নৃত্যগোপাল ॥ অতো কথায় কাজ কি ? (হন হন করে আবার এগিয়ে যায় নৃত্যগোপাল।)

হরনাথ ॥ আরে শোন, শোন। রাগ এখনও পড়েনি ? (একটু হেসে ফেলে হরনাথ।)

নৃত্যগোপাল ॥ রসিকতা হচ্ছে বুঝি ?

হরনাথ ॥ তোমার সঙ্গে রসিকতা করবার কি আর আমার বয়েস আছে না সময় আছে !

নৃত্যগোপাল ॥ তবে বার বার ডেকে আমায় বিরক্ত করছেন কেন ?

হরনাথ ॥ বার বার ডাকলে বুঝি বিরক্ত করা হয় বাবাজীবন ?

নৃত্যগোপাল ॥ হয় না ?

হরনাথ ॥ আমি যে তোকে তখন বার বার ডেকে দরজাটা খুলতে বললাম তাতে আমি বুঝি বিরক্ত হই নি ?

নৃত্যগোপাল ॥ আপনি বিরক্ত হলে আমার ভারী বয়েই গেছে ! (আবার হন হন করে এগিয়ে যায় নৃত্যগোপাল ।)

হরনাথ ॥ (বিরক্ত হয়ে) অতো মেজাজ দেখাচ্ছিস্ কেন ? শোন । শোন শীগ্‌গির । তা না হলে বাবুকে বলে দেব ।

নৃত্যগোপাল ॥ (দূরে গিয়ে ফিরে) কি বলে দেবেন ?

হরনাথ ॥ ঐ যে তখন বলেছিলি, 'বাবু কে' ?

নৃত্যগোপাল ॥ (জোর হাত করে এগিয়ে এসে) দোহাই আপনার, বাবুকে ও কথা বলবেন না ।

হরনাথ ॥ (প্যাচে পেয়ে) এবার ! (একটু হেসে) তা আর মেজাজ দেখাবি ?

নৃত্যগোপাল ॥ (নরম গলায়) রসিকতা হচ্ছে বুঝি ?

হরনাথ ॥ (রেগে) রসিকতা তোর দেখাচ্ছি আমি ।

নৃত্যগোপাল ॥ (কাঁদ কাঁদ হয়ে) এই আমি নাক কান মলছি । আপনি আমার সুখের চাকরিটা খাবেন না ।

হরনাথ ॥ তোর বাবু এখন বাড়ি আছে ?

নৃত্যগোপাল ॥ বাবুকে খুঁজতেই তো বেরিয়েছি ।

হরনাথ ॥ (ধমক দিয়ে) আবার মিথ্যে কথা বলছিস্ ?

নৃত্যগোপাল ॥ না মশাই, সত্যি বলছি । এই···এই···আমি···আমি এই জিবের দিব্যি কেটে বলছি বাবু বাড়ি নেই ।

হরনাথ ॥ গেছে কোথায় ?

নৃত্যগোপাল ॥ মা-ঠাকরুণ সেই তো আমাকে খুঁজতে পাঠিয়েছে ।

হরনাথ ॥ মহা মুস্কিলে পড়লাম দেখছি। সকাল থেকে আমি তার পেছনে পেছনে ঘুরে মরছি। কোন বার তো জামার মাপ নিয়ে এতো ঝামেলা হয় না। এবার যেন আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে। চল, আমি তোর সঙ্গে যাই।

নৃত্যগোপাল ॥ চলুন। (নৃত্যগোপাল আর দর্জি একটু এগিয়ে যায়। হঠাৎ নৃত্যগোপাল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে) আপনি আবার বাবুকে ঐ কথা বলবেন না তো ?

হরনাথ ॥ (হাসি মুখে) না রে, না।

নৃত্যগোপাল ॥ রসিকতা ··(দর্জির চোখে চোখ পড়তেই থেমে যায়)

হরনাথ ॥ (রেগে) মাঝ পথে দাঁড়িয়ে আবার রসিকতা হচ্ছে ! আমার বলে চিরঞ্জীববাবুর পেছনে ঘুরতে ঘুরতে পা খয়ে গেল আর···ও···চল।

[হরনাথ ও নৃত্যগোপাল এক সঙ্গে বেরিয়ে গেল।]

[হেমকূটের চিরঞ্জীব ও কিঙ্কর বিলাসিনী আর চন্দ্রপ্রভার হাত থেকে পালিয়ে এই পথে আসে। অন্য দিক থেকে বসুপ্রিয় স্বর্ণকার প্রবেশ করে।]

বসুপ্রিয় ॥ চিরঞ্জীববাবুর সঙ্গে আমার পথে দেখা হয়ে ভালোই হলো।

চিরঞ্জীব ॥ (আশ্চর্য হয়ে) হ্যাঁ, আমার নাম চিরঞ্জীব বটে।

বসুপ্রিয় ॥ কি যে বলেন আপনি, আপনার নাম আমি জানি না। এই নগরে ছোট বড় সকলেই আপনাকে চেনে। এই যে আপনার হারটা এনেছি। নিন্। (চিরঞ্জীবের হাতে হারটা দিল।)

চিরঞ্জীব ॥ আপনি আমাকে হার দিলেন কেন ? আমি হার নিয়ে কি করবো ?

বসুপ্রিয় ॥ সে কথা আর আমাকে জিগ্যেস করছেন কেন, আপনার যা ইচ্ছে

হয় তাই করবেন। আপনি আমাকে তৈরী করতে বলেছেন, আমি করেছি। ব্যাস্, আমার কর্তব্য শেষ।

চিরঞ্জীব ॥ কৈ, আমি তো আপনাকে হার গড়তে বলিনি।

বস্তুপ্রিয় ॥ সে কি মশাই! একবার নয়, দুবার নয়, এমন বিশবার করে আপনি আমাকে এই হারের কথা বলেছেন। আর এই হারের জন্যে আপনি আমার বাড়িতে প্রায় দু-দণ্ড কাল বসেছিলেন। তার পরই কথা হলো, আমি হার নিয়ে কিছুক্ষণ বাদেই আপনার সঙ্গে দেখা করছি ···।

চিরঞ্জীব ॥ আমি আপনাকে দেখা করতে বলেছিলাম!

বস্তুপ্রিয় ॥ হ্যাঁ, ঐ তো তখন বললেন অপরাজিতাকে দেবেন। যাক সে কথা। আমি খুব ব্যস্ত আছি, ঠাট্টা করবার আর শোনবার সময় এখন নেই। আপনি হার নিয়ে যান, পরে আপনার কাছ থেকে আমি হারের দাম নিয়ে নেব। (বস্তুপ্রিয় প্রস্থান-উদ্যত হয়)

চিরঞ্জীব ॥ আরে শুনুন, শুনুন। হার যদি দিতেই হয় তবে দামটা নিয়ে যান। হয়তো এর পরে আর আপনার সঙ্গে দেখা নাও হতে পারে, সুতরাং হারের দাম না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

বস্তুপ্রিয় ॥ (হেসে) আরে না না, কি কথা বলছেন। শুনুন, (চিরঞ্জীবের কাছে একটু এগিয়ে এসে) যদি একান্তই এখন দরকার হয়, আপনি তো অপরাজিতার বাড়ি যাচ্ছেন, সেখান থেকেই নিয়ে নেব। আচ্ছা চলি, কেমন। (তাড়াতাড়ি বস্তুপ্রিয় বেরিয়ে গেল।)

[চিরঞ্জীব মুচকি হেসে হারটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে।]

কিঙ্কর ॥ (হারটার দিকে লক্ষ্য করে) ভালো হারই দিয়েছে। দাম না নেয়, না নিক্‌গে। আপনি গলায় পরে রাখুন। (চিরঞ্জীবের হাত থেকে কিঙ্কর হারটা নিয়ে তার গলায় পরিয়ে হারটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে) বাবু, সত্যিই সুন্দর মানিয়েছে। এ হার আর খুলবেন না।

চিরঞ্জীব ॥ ঠাট্টা রাখ। তাড়াতাড়ি ঘাটে গিয়ে খবর নিয়ে আয়, কোন নৌকো পাওয়া যাবে নাকি। এখানে থাকা আর উচিত নয়।

কিঙ্কর ॥ সত্যি বাবু, আমার ভয় হয়, শেষে রাত্তিরে যদি ঘাড় মটকে রাখে। দিনে এতো আদর আপ্যায়ন কি আর এমনি করছে।

চিরঞ্জীব ॥ তাও হতে পারে। তুই তাড়াতাড়ি চলে যা, নৌকোর খবরটা নিয়ে আয়। আর···। (গলার হারটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে)

কিঙ্কর ॥ আচ্ছা বাবু। (কিঙ্করের প্রস্থান)

চিরঞ্জীব ॥ আর···। (গলার হারটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে) মেয়েটার কি যেন নাম···বি-লা-সি-নী।

॥ চতুর্থ অঙ্ক ॥

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

অপরাজিতার বাড়ি।

একতলার একখানা সুসজ্জিত ঘর। ঘরের দুটো দরজা। একটা ডানদিকে—বাইরে যাওয়ার জন্যে। দরজায় দামী পর্দা দেওয়া। ঘরের মেঝেতে মোটা গদি পাতা। তার ওপর দু চারটে তাকিয়া আর একটা তানপুরা শোয়ান রয়েছে। ঘরের এক কোণে রয়েছে একটা ছোট আলনা বা একখানা চেয়ার। আর তার পাশে একটা ছোট কারুকার্য করা আলমারী। আলমারীর মাথায় ফুলদানিতে রয়েছে গোলাপ ফুলের ঝাড়।

[তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে জয়স্থলের চিরঞ্জীব প্রবেশ করে। পেছনে পেছনে আসে বাঈজী অপরাজিতা।]

অপরাজিতা ॥ বড়বাবুর পেট ভরল তো?

চিরঞ্জীব ॥ হ্যাঁ, খুব খেলাম।

[অপরাজিতা চিরঞ্জীবের হাত থেকে তোয়ালে নিয়ে আলনায় অথবা চেয়ারের হাতলে রাখে।]

অপরাজিতা ॥ আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম, কে জানে!

চিরঞ্জীব ॥ কেন?

অপরাজিতা ॥ এতো সৌভাগ্য! শুধু পদধূলিই নয়, একেবারে আহার পর্যন্ত। কতোদিন তোমাকে বলেছি, একটা দিন আমার বাড়ি খাবে না, উত্তর পেয়েছি—পরে একদিন হবে। কিন্তু আজ একেবারে নিজে থেকেই। (হেসে ওঠে অপরাজিতা) সেবা-যত্নের কোন ত্রুটি হলো কিনা জানি না।

চিরঞ্জীব ॥ খুব খুশী হয়েছ মনে হচ্ছে।

অপরাজিতা ॥ খুব।

চিরঞ্জীব ॥ একটুখানি, মানে খুব সামান্য একটু সোমরস খাওয়াও।

অপরাজিত ॥ নিশ্চয়ই।

[অপরাজিতা ছোট আলমারি খুলে একটা পাত্রে অল্প একটু মদ ঢেলে চিরঞ্জীবকে দেয়। চিরঞ্জীব মেঝের ওপর পাতা মোটা গদির ওপর বসে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে মদ পান করে]

চিরঞ্জীব ॥ (মেজাজের গলায়) বাঃ। এবার একখানা গান ধরো।

অপরাজিতা ॥ আমি জানতাম। সোমরস যখন তোমার জিবে ঠেকেছে তখন গান তুমি শুনবেই।

চিরঞ্জীব ॥ তুমি তো আমার অন্তর্যামী হয়ে পড়েছ দেখছি। মেয়েরা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পুরুষের অন্তর্যামী হয়ে পড়ে।

অপরাজিতা ॥ তোমরা সারা জীবন ধরে চেষ্টা করেও মেয়েদের মনের কথা জানতে পার না।

চিরঞ্জীব ॥ (মুখে হাসি এনে) তাই বুঝি ?

অপরাজিতা ॥ হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ।

চিরঞ্জীব ॥ থাক্। এবার তোমার কোকিল কণ্ঠে সুর আন।

[অপরাজিতা শোয়ান তানপুরাটা নেয়। চিরঞ্জীব আর একটু মেজাজ করে বসে। অপরাজিতা আস্তে আস্তে গান ধরে।]

মেঘ গুমরি গুমরি ওঠে আকাশে
ভেসে ভেসে চলে যায় দূর বাতাসে।
বাতাসেরও সুরে কি কথা সে কয়
কারে যেন ডেকে যায় গোপনে সে হায়
কি যেন বলবে বলে এসেছে যে সে
মেঘ গুমার······· ······আকাশে।

আশায় আশায় তার মনে সুর লেগেছে
দিশেহারা হয়ে যেন তাই ছুটে এসেছে।
প্রিয়া তার কোথা আছে খুঁজে নাহি পায়
অভিসার বুঝি তার বৃথা হতে চায়
এসেছে মিলন মোহে নতুন বেশে।
মেঘ............ .. ..আকাশে॥

চিরঞ্জীব॥ বেশ, বেশ গেয়েছ। সত্যিই মেঘ গুমরি গুমরি ওঠে আকাশে, মানে, আমার মনের আকাশে।

অপরাজিতা॥ তাই নাকি! তাহলে মনের মতো গান হয়েছে বলো?

চিরঞ্জীব॥ হুঁ।

অপরাজিতা॥ তাহলে মনের মতো বকশিস চাই।

চিরঞ্জীব॥ কি চাও?

অপরাজিতা॥ শুনলাম তুমি নাকি তোমার বৌকে এক ছড়া হার গড়িয়ে দিচ্ছো?

চিরঞ্জীব॥ ইচ্ছে ছিলো।

অপরাজিতা॥ তাই নাকি! কিন্তু এখন কি হলো?

চিরঞ্জীব॥ ভাবছি অন্য আর একজনকে দেব।

অপরাজিতা॥ কে সে?

চিরঞ্জীব॥ বুঝতে পারছ না কে?

[চিরঞ্জীবের হঠাৎ অপরাজিতার হাতের আংটিটার ওপর লক্ষ্য পড়ে যায়।]

চিরঞ্জীব॥ আংটিটাতো বেশ। দেখি।

[অপরাজিতা এগিয়ে চিরঞ্জীবের কাছে এসে বসে আংটিটা খুলে দেয়।]

অপরাজিতা ॥ ভালো লেগেছে বুঝি। তুমি নাও ওটা।

চিরঞ্জীব ॥ (নিজের অঙ্গুলে পরে) একেবারে দিলে?

অপরাজিতা ॥ একেবারে। শুধু এজন্মের জন্যে নয়, জন্মজন্মান্তরের মত দিলাম।

চিরঞ্জীব ॥ হঠাৎ এতো প্রেম উথলে উঠলো?

অপরাজিতা ॥ প্রেম পাব বলে।

চিরঞ্জীব ॥ কেমন?

অপরাজিতা ॥ বৌ-ই বুঝি তোমার সব! আমায় একটু ভালোবাসতে তোমার মন চায় না?

চিরঞ্জীব ॥ কে বললে চায় না? তাই তো সময় অসময় ছুটে আসি।

অপরাজিতা ॥ সত্যি বুঝি। কিন্তু নিজে থেকে তো একটা গয়নাও তুমি আমায় দিলে না।

চিরঞ্জীব ॥ ঐ হারটাই তোমায় দেব। চন্দ্রপ্রভাকে দেব না! ও আমাকে দুপুর বেলায় বাড়িতে ঢুকতে না দিয়ে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে বসুপ্রিয়, রত্নদত্তের সামনে অপমান করেছে। তারই শাস্তি। আর কিঙ্করকে দড়ি কিনতে পাঠিয়েছি, রাত্তিরে বাড়ি গিয়ে হারের বদলে ঐ দড়ি দেব।

অপরাজিতা ॥ এতো রাগ! বেশী রাগ কিন্তু বেশী প্রেমেরই অভাস। মাঝে মাঝে ভীষণ হিংসে হয় চন্দ্রপ্রভার ওপর।

চিরঞ্জীব ॥ তাই নাকি?

অপরাজিতা ॥ হুঁ। হারটা দিলে তবে কিন্তু হিংসেটা কমতে পারে।

চিরঞ্জীব ॥ বসুপ্রিয়কে ওটা আনতে বলেছি, এখুনিই এসে পড়ার কথা। দেরী করছে কেন বুঝতে পারছি না। আনলেই তোমার গলায় আমি নিজে পরিয়ে দেব।

অপরাজিতা ॥ সত্যি বলছো তো না মিথ্যে?

চিরঞ্জীব ॥ (মনক্ষুণ্ণ হয়ে) আমাকে অবিশ্বাস। বেশ, আমি নিজে গিয়েই তোমার হার নিয়ে আসছি। (উঠে দাঁড়ায় চিরঞ্জীব)

বস্তুপ্রিয় ॥ (নেপথ্যে—চিরঞ্জীববাবু, ও চিরঞ্জীবাবু।)

চিরঞ্জীব ॥ (অপরাজিতাকে) কে আবার ডাকছে! তুমি যাও খাওয়া দাওয়া সেরে নাও গে। (চিরঞ্জীব দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে) আসুন, ভেতরে আসুন।

[অপরাজিতা মাঝের দরজা দিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভেতরে চলে যায়। প্রবেশ করে বস্তুপ্রিয়, কড়া মেজাজের প্রৌঢ় বণিক উগ্রসেন আর রাজপুরুষ।]

চিরঞ্জীব ॥ (বস্তুপ্রিয়কে) আপনার সময় জ্ঞান দেখে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। আপনাকে আমি বারবার বলে দিলাম, তাড়াতাড়ি হার নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে। তা আপনি নিজেও এলেন না, হারটাও পাঠিয়ে দিলেন না। আমি আপনার জন্যে এখানে অপেক্ষা করে করে হয়রাণ হয়ে গেছি। ছিঃ ছিঃ!

বস্তুপ্রিয় ॥ (হাসি মুখে) মশাই, এখন পরিহাস রাখুন। আমি আপনার হারের ফর্দ তৈরী করে এনেছি, দেখুন। (পকেট থেকে হারের ফর্দ বার করে চিরঞ্জীবের সামনে ধরে) এই দেখুন আপনার সোনা কতোটা দিয়েছি, খাদ কতোটা, বাণী কতো ধরেছি—সব রয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে মানে আপনার দাম পড়ল পাঁচ শো পঞ্চাশ টাকা।

চিরঞ্জীব ॥ (বস্তুপ্রিয়র হাতের ফর্দটার ওপর নজর দিয়ে) ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনাকে আর অবিশ্বাস করার কি আছে।

বস্তুপ্রিয় ॥ এই উগ্রসেন মশাই আবার আমার কাছে পাঁচ শো টাকা পাবেন। অনেকদিন ধার করেছি। গতবার তিনি আমার কাছে অনেক করে টাকাটা চেয়েছিলেন, কিন্তু হাতে কিছুই ছিলো না বলে দিতে পারি নি। এবার একেবারে উনি রাজপুরুষকে নিয়ে আমার বাড়ী চড়াও করেছেন।

উগ্রসেন ॥ মিথ্যে দোষ দেবেন না বস্তুপ্রিয়বাবু। আজই আমি এখান থেকে রওনা হয়ে চলে যাব, আর কবে আসব তার কোনই ঠিক ঠিকানা নেই। একটু চাপ না দিলে আপনি কিছুতেই এই টাকাটা দিতে চাইবেন না, তাই এই ব্যবস্থা।

বস্তুপ্রিয় ॥ চিরঞ্জীববাবুর কাছে যে আমি টাকা পাব—এটা বিশ্বাস হয়েছে তো ?

উগ্রসেন ॥ আজ্ঞে, তা হয়েছে। টাকাটা এবার আমাকে তাড়াতাড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিন, আমি যাওয়ার জন্যে জিনিসপত্র গুছোই গে।

বস্তুপ্রিয় ॥ (চিরঞ্জীবকে) আপনি তো নিজের কানে সবই শুনলেন। এবার আমাকে আপাততঃ পাচশো টাকা দিন।

চিরঞ্জীব ॥ আপনি আমাকে অসুবিধেয় ফেললেন দেখছি। আমাকে আবার এখুনিই কাজে সৈন্যদের শিবিরে যেতে হবে, কাজেই বাড়ী যেতে পারছি না। আবার এদিকে অপরাজিতাকে এই হারটা দেব বলে কথা দিয়েছি, ওদিকে হার না পেলে গিন্নীও টাকা বের করবে না।

বস্তুপ্রিয় ॥ মশাই, তবে গিন্নীকে ঐ হারটা দিয়ে আমার টাকাটার ব্যবস্থা করে দিন। তা না হলে এই রাজপুরুষ আমাকে বেঁধে নিয়ে যাবে।

চিরঞ্জীব ॥ তা হলে এক কাজ করুন, হারটা আমার গিন্নীর হাতে দিলে ও খুশী হয়ে আপনাকে টাকা দিয়ে দেবে। আর ; আর এক ছড়া হার আমাকে দিন-দুয়েকের মধ্যে গড়ে দিতেই হবে, অপরাজিতাকে একটা হার আজই দেব বলে কথা দিয়ে ফেলেছি।

বস্তুপ্রিয় ॥ হারটা আপনার কাছেই থাকুক, আপনিই বাড়ী গিয়ে দেবেন।

চিরঞ্জীব ॥ না না, সে কথা ঠিক নয়। সে যা রেগে আছে. হার চোখে না দেখলে, কিছুতেই টাকা দেবে না।

বস্তুপ্রিয় ॥ বেশ বেশ, তা হারটা কি আপনার সঙ্গে আছে ?

চিরঞ্জীব ॥ (আশ্চর্য হয়ে) কেমন কথা বলছেন ! আপনি কি আমাকে হার দিয়েছেন যে আমার সঙ্গে থাকবে ?

বস্তুপ্রিয় ॥ এখন ঠাট্টা তামাসা করবার সময় নয়। (বণিককে দেখিয়ে) এনার দেরী হয়ে যাচ্ছে. আর কথা না বাড়িয়ে আমাকে হারটা দিন।

চিরঞ্জীব ॥ (হেসে ফেলে) ও হো, আপনি হারটা দেওয়ার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারেন নি বলে এই ছলা কলা করছেন। আমি কোথায় আপনাকে গালাগালি দেব বলে মনে মনে ঠিক করছি, না আপনি আগে থেকেই আমার সঙ্গে মেয়েদের মত এমন ঝগড়া সুরু করে দিলেন যে আমি আর আপনাকে কিছু বলতেই পারছি না।

উগ্রসেন ॥ (বস্তুপ্রিয়কে) দেখুন, আপনাদের এই ঠাট্টা তামাসার জন্যে আমার ভীষণ দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমি আর এইভাবে সময় নষ্ট করতে পারছি না।

বস্তুপ্রিয় ॥ শুনলেন তো, উনি আর দেরী করতে পারছেন না।

চিরঞ্জীব ॥ শুনেছি, আপনি হার নিয়ে আমার গিন্নীর কাছে গেলেই টাকা পেয়ে যাবেন।

বস্তুপ্রিয় ॥ (বিরক্ত হয়ে) আপনি কি বলছেন ! কিছুক্ষণ আগে আপনাকে হার দিয়েছি, আমার কাছে হার আসবে কোথ্ থেকে ? হয় হার দিন আর না হয় কাগজে লিখে দিন।

চিরঞ্জীব ॥ উঃ, আপনার কৌতুক আর আমার ভালো লাগছে না। কৈ হারটা কেমন হয়েছে একবার দেখান।

উগ্রসেন ॥ (বিরক্ত হয়ে বস্তুপ্রিয়কে) আপনাদের এই সব ছেলেমানুষী আমার সহ্য হচ্ছে না। আপনি আমাকে টাকা দেবেন কি না স্পষ্ট করে বলুন। যদি না দেন আমি আপনাকে এই রাজপুরুষের হাতে ধরিয়ে দেব।

চিরঞ্জীব ॥ আপনি এতো উগ্রভাবে কথা বলছেন কেন ?

বসুপ্রিয় ॥ আপনি আমার হারের টাকা দিচ্ছেন না বলেই উনি এই রকম কথা বলছেন। আপনি এই মুহূর্তে টাকা দেবেন কি না বলুন?

চিরঞ্জীব ॥ (রুষ্ট হয়ে) আমি যতক্ষণ না হার পাচ্ছি ততক্ষণ এক কপর্দকও দেব না।

বসুপ্রিয় ॥ কেন, আমি কিছুক্ষণ আগে আপনার হাতে হার দিয়েছি।

চিরঞ্জীব ॥ আপনি কখনই আমাকে হার দেন নি। এরকম মিথ্যে অভিযোগ করা আপনার অন্যায়।

বসুপ্রিয় ॥ আপনারও মিথ্যে কথা বলা অন্যায়।

উগ্রসেন ॥ দেখুন, আপনাদের এই ঠাট্টা ইয়ারকি দেখবার আমার বয়েসও নেই, সময়ও নেই। টাকা আপনারা আমাকে কিছুতেই দেবেন না—এমন একটা মতলব এঁটেছেন। (রাজপুরুষকে) তুমি বসুপ্রিয়কে গ্রেফ্‌তার করো।

[রাজপুরুষ কোন কথা না বলে বসুপ্রিয়র একটা হাত ধরে।]

বসুপ্রিয় ॥ (রেগে আগুন হয়ে) দেখুন চিরঞ্জীববাবু, আপনার জন্যে আমার চিরকালের মত মান সম্ভ্রম ধুয়ে মুছে যাচ্ছে। আপনি সত্বর টাকা দিয়ে আমাকে মুক্ত করুন, তা না হলে আমিও আপনাকে গ্রেফ্‌তার করাবো।

চিরঞ্জীব ॥ হার না পেয়ে কি আমি আপনাকে হারের টাকা দেব? আপনার যদি সাহস থাকে আপনি আমাকে গ্রেফ্‌তার করান।

বসুপ্রিয় ॥ (রাজপুরুষকে) তুমি নিজের কাণে সব শুনলে। তুমি চিরঞ্জীব বাবুকেও গ্রেফতার করো। বিচারে যার শাস্তি হয় হবে।

[রাজপুরুষ কোন কথা না বলে চিরঞ্জীবের হাত ধরল।]

আপনি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করলেন, আমার ভাই হলেও আমি তাকে মাপ করতাম না।

চিরঞ্জীব ॥ (রাজপুরুষকে) আমি যে পর্যন্ত না টাকা জমা দিচ্ছি কিংবা

জামীনে খালাস পাচ্ছি ততক্ষণ আমি তোমার গ্রেফ্‌তারে থাকবো। (বস্তুপ্রিয়কে) আপনি শুধু শুধু আমার যে সর্বনাশ করলেন তার ফল আপনাকে ভোগ করতে হবে। আমি আপনাকে সর্বস্বান্ত করে ছাড়বো।

বস্তুপ্রিয় ॥ (চিরঞ্জীবের মত চীৎকার করে) বেশ, দেখা যাবে। এ জয়স্থল, এখানে অরাজকতা চলবে না। বিচার হলেই আপনার গুণ বেরিয়ে পড়বে।

চিরঞ্জীব ॥ আপনারও। আপনাকে আমি ভিটে ছাড়া করে ছাড়বো।

বস্তুপ্রিয় ॥ দেখা যাবে কে কাকে করে। মহারাজ বাহাদুরের প্রিয়পাত্র বলে আপনি এই রকম গর্ব করে কথা বলছেন।

চিরঞ্জীব ॥ বাজে কথা বলবেন না।

বস্তুপ্রিয় ॥ বাজে কথা আবার কি ? আপনি গর্ব করছেন না ? বিচার হলে লোকের সামনে মুখ দেখাতে পারবেন না।

চিরঞ্জীব ॥ কে মুখ দেখাতে পারে না পারে—সে দেখা যাবে।

[হেমকুটের কিঙ্কর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। জয়স্থলের চিরঞ্জীবকে সে নিজের প্রভু বলেই মনে করে আর চিরঞ্জীবও হেমকুটের কিঙ্করকে নিজের ভৃত্য বলে মনে করে।]

কিঙ্কর ॥ বাবু রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, আপনার গলা শুনেই বুঝতে পেরেছি আপনি এখানে। তা এখানে আবার কোন মায়াবিনীর পাল্লায় পড়ে এলেন ?

চিরঞ্জীব ॥ কি বলছিস্ ?

কিঙ্কর ॥ যা বলছি ঠিকই বলছি। ভাগ্যিস্ আমি এসে পড়েছি, তা না হলে কি একটা কাণ্ড এখানে বাধিয়ে বসতেন কে জানে। চলুন এখান থেকে।

চিরঞ্জীব ॥ কোথায় ?

কিঙ্কর ॥ মলয়পুরের একখানা নৌকো পাওয়া গেছে তাতেই আমি আমাদের যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে এসেছি। চলুন, পান্থশালায় গিয়ে জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিই গে।

চিরঞ্জীব ॥ (রেগে আপ্সোস করতে করতে) ওরে পাগল, মলয়পুরের কথা কি বলছিস্ ?

কিঙ্কর ॥ কেন বাবু, কিছুক্ষণ আগে আপনি তো আমাকে নৌকোর খোঁজ করতে পাঠিয়েছিলেন।

চিরঞ্জীব ॥ আমি তো নৌকোর কথা বলিই নি, দড়ি কিনতে পাঠিয়েছিলাম।

কিঙ্কর ॥ (আশ্চর্য্য হয়ে) দড়ি! দড়ি কিনতে কখন বললেন ? আপনি তো নৌকো দেখতে পাঠিয়েছিলেন।

চিরঞ্জীব ॥ (বিরক্ত হয়ে) উঃ, তুই আমাকে জ্বালিয়ে খেলি। বাঁদরামি এখন রাখ। তুই ছুটে একবার বাড়ী যা। গিয়ে তোর মা-ঠাকরুণ মানে চন্দ্রপ্রভাবে বলবি আলমারীর নীচের তাকে পাঁচশো টাকার যে থলিটা আছে, সেটা দিতে। তা না হলে এই রাজপুরুষের হাত থেকে মুক্তি পাব না। ঐ টাকা জামিনে লাগবে। (রাজপুরুষকে) তুমি আমাকে গারদে নিয়ে চল।

[রাজপুরুষ এক হাতে বসুপ্রিয় ও অপর হাতে চিরঞ্জীবকে ধরে নিয়ে বেরিয়ে গেল। উগ্রসেনও তাদের অনুসরণ করে।]

কিঙ্কর ॥ (স্বগতঃ) আবার সেই মায়াবিনী মা-ঠাক্রুণের বাড়ী যেতে হবে! যেতেই হবে, বাবু যখন বিপদে পড়েছে। (একটু দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়।) ওরে বাবা! কিন্তু সেই মোটা কালো রাক্ষসীর মত রাঁধুনীটা যদি ধরে, তবে !!

[অপরাজিতা ঘরে ঢুকে হেমকূটের কিঙ্করকে জয়স্থলের কিঙ্কর মনে করে]

অপরাজিতা ॥ কিঙ্কর, তোমার বাবু কৈ ?

[অপরাজিতার ডাকে কিঙ্কর চমকে যায়]

কিঙ্কর ॥ এ মায়াবিনীও আমার নাম জানে! সর্বনাশ!

[কিঙ্কর ছুটে পালিয়ে গেল।]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[পান্থশালা। সেই আগের ঘর। জানালাটা খোলাই আছে। হেমকূটের চিরঞ্জীব দরজা খুলে ঢোকে। চোখে মুখে বেশ কিছুটা চিন্তার ছাপ। ঘরের মধ্যে দুই একবার পায়চারি করে জানালাটা ধরে]

চিরঞ্জীব ॥ (স্বগতঃ) কিঙ্করকে নৌকোর খবর আনতে পাঠালাম, কিন্তু তার কোন পাত্তাই নেই। এই জয়স্থল নগর থেকে পালাবার জন্যে সে তো আমার থেকে বেশী ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, অথচ···এ-ও হতে পারে, পথের মধ্যে কোন উৎপাতে পড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। কিন্তু ঐ ভদ্র মহিলা···।

[হরনাথ দর্জি ও নৃত্যগোপাল আস্তে আস্তে ঢোকে। দুজনেই হাঁপাচ্ছে।]

হরনাথ ॥ নমস্কার চিরঞ্জীববাবু।

চিরঞ্জীব ॥ (চমকে গিয়ে) অ্যাঃ, কি ব্যাপার ?

হরনাথ ॥ আর মশাই বলবেন না। এবার আপনার জামার মাপ নেওয়ার জন্য আমার কাল ঘাম বেরিয়ে গেল। বাপ্ রে বাপ। ঐ রাস্তায় মোড় থেকে দেখি আপনি এই পান্থশালায় ঢুকছেন অমনি ছুটতে ছুটতে এসে আপনাকে ধরেছি।

নৃত্যগোপাল ॥ (হরনাথকে) আমার কথা বিশ্বাস হলো কি-না বলেন ?

হরনাথ ॥ হ্যাঁ হয়েছে। আজ আমাকে মাপটা নিয়ে জামাটা শেষ না করতে পারলে আবার মহেন্দ্রবাবুর জামাটা ধরতে পারছি না। সকাল থেকে আপনাকে খুঁজতে গিয়ে কি হ্যাঙ্গামটাই আমাকে পোহাতে হচ্ছে। বাপ্ রে, বাপ্!

চিরঞ্জীব ॥ কি বলছেন আপনি ?

হরনাথ ॥ আর কথা নয়, আপনার জামার মাপটা নিয়ে নিই, ব্যস। (খাতাটা তক্তপোষের ওপর রেখে ফিতেটা বার করে মাপ নিতে যায়)

চিরঞ্জীব ॥ (বিরক্ত হয়ে) কার জামার মাপ নিতে চাইছেন ?

হরনাথ ॥ আপনার। আপনি পরশুদিন বললেন জামা করাবেন, তাই। আপনি আমার পুরোনো খদ্দের, আগে তো আপনাকে দেখতে হবে তারপর তো অন্য সকলে। (একটু তুষ্ট করবার হাসি বেরিয়ে আসে হরনাথের মুখ থেকে)

নৃত্যগোপাল ॥ ও রসিকতা হচ্ছে বুঝি।

হরনাথ ॥ (রেগে) আবার! বাবুকে তা হলে সেই কথা বলে দেব।

নৃত্যগোপাল ॥ (জিব কেটে) না না হুজুর। আমি এই নাক কান মোললাম। (নৃত্যগোপাল নাক আর কান মলে।)

হরনাথ ॥ মনে থাকে যেন। আসুন বাবু, আপনার মাপটা নিয়ে নিই।

চিরঞ্জীব ॥ (কড়া গলায়) আমি আপনাকে জামা করতে বলিনি, আপনি যেতে পারেন।

হরনাথ ॥ (আশ্চর্য হয়ে) সেকি বাবু! আপনি আমাকে পরশুদিন বললেন, অবশ্যই বাড়ীতে গিয়ে মাপ আনতে, আর আজ বলছেন জামার কথা বলেন নি!

চিরঞ্জীব ॥ (রেগে) না বলিনি। কথা না বাড়িয়ে আপনি চলে যান।

নৃত্যগোপাল ॥ বাবু জামার যদি মাপ না দেন, তবে এবার বাড়ীতে চলুন। মা-ঠাকরুণ আপনাকে খুঁজে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে আমায় পাঠিয়েছে।

চিরঞ্জীব ॥ কেউ আমাকে বাড়ী যেতে বলেনি, তুই যা।

নৃত্যগোপাল ॥ বাবু, আপনি না গেলে মা-ঠাকরুণ আমাকে মারবেন।

হরনাথ ॥ বাবু, আপনি জামার মাপটা দিন, আপনি টেরও পাবেন না।

নৃত্যগোপাল ॥ আপনি না গেলে মা-ঠাকরুণ আমায় তাড়িয়ে দেবেন, বাবু।

হরনাথ ॥ বাবু, আগের জামা আমি তো ভালো তৈরী করেছি ?

নৃত্যগোপাল ॥ চাকরী গেলে আমি খাব কি বাবু ?

হরনাথ ॥ বাবু, আমি গোবিন্দ দর্জির চেয়ে বেশী মজুরী নিই নি।

নৃত্যগোপাল ॥ সুখের চাকরী চলে যাবে বাবু ?

হরনাথ ॥ আপনার মজুরী লাগবে না ?

নৃত্যগোপাল ॥ আমি খাব কি বাবু।

চিরঞ্জীব ॥ (অতিষ্ঠ হয়ে উঠে) আঃ। আমার মাথা খাবে, উঃ, আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেল। মেরেই ফেলবে বোধ হয়। (চীৎকার করে) যা। বেরিয়ে যা।

হরনাথ ॥ বাবু।

নৃত্যগোপাল ॥ বাবু।

(চিরঞ্জীব রেগে দুজনকেই মারতে সুরু করে।)

হরনাথ ॥ গোবিন্দ দর্জিই আমার খদ্দের ভাঙ্গিয়েছে। ওর মজা আমি দেখাব।

চিরঞ্জীব ॥ (দুজনকেই চড়-চাপড় মারতে মারতে) যা, যা, একটু সময়ও এখানে শান্তি পেলাম না। দূর, দূর হয়ে যা।

[দর্জি আর নৃত্যগোপালকে মারতে মারতে বের করে দিল। নৃত্য-গোপাল, 'আমি খাব কি, আমি খাব কি', বলে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।]

(চিরঞ্জীব ক্লান্তি ও বিরক্তির দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে) এরা সব দেখি আমায় পাগল করে দেবে। আচ্ছা এক ভোজ বাজির দেশে এসে পড়লাম তো ! এখন ভালোয় ভালোয় পালাতে পারলে বাঁচি।

[হেমকূটের কিঙ্কর হাতে টাকার থলি নিয়ে প্রবেশ করে।]

কিঙ্কর ॥ (কপালের ঘাম মুছতে মুছতে) বাবু, যে স্বর্ণমুদ্রা আপনি আমাকে

আনবার জন্যে পাঠিয়েছিলেন, এই নিন। (স্বর্ণমুদ্রার থলি চিরঞ্জীবের হাতে দিল। চিরঞ্জীব হাতে থলিটা নিয়ে হতভম্ব হয়ে কিঙ্করের দিকে তাকিয়ে থাকে।) স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে ফিরে এসে আপনাকে রাজপথে দেখতে না পেয়ে ভাবলাম গারদেই আপনাকে নিয়ে গেছে। শেষে মনে হলো পান্থশালার কাছেই যখন এসেছি তখন একবার ঘুরেই যাই, যদি থাকেন। তা বাবু, আপনি সেই ভীষণ মুর্ত্তি রাজপুরুষেরহাত থেকে ছাড়া পেলেন কি করে? সে যে বড টাকা না নিয়েই ছেড়ে দিল?

চিরঞ্জীব॥ (বিস্মিত হয়ে) এ স্বর্ণ মুদ্রার থলি তুই কোথায় পেলি আর কি জন্যেই বা আমার হাতে দিলি? আমি তো তোকে স্বর্ণমুদ্রা আনতে পাঠাই নি।

কিঙ্কর॥ (আশ্চর্য হয়ে) সেকি বাবু! রাজপুরুষ আপনাকে ধরে গারদে নিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় আপনি আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন, শোবার ঘরে আলমারীর মধ্যের একেবারে নীচের তাকে একটা স্বর্ণমুদ্রার থলি আছে, চন্দ্রপ্রভা মানে মা-ঠাকরুণকে বললেই তিনি দিয়ে দেবেন।

চিরঞ্জীব॥ তারপর তুই কি করলি?

কিঙ্কর॥ আমি আপনার হুকুমে ঐ এক থলি স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে-এসেছি। আপনার বাবু নিশ্চয়ই মনে আছে, আমরা দুপুর বেলায় যে ঠাকরুণের বাড়ী খেয়েছিলাম, তিনি আর তার বোন আপনার গ্রেফ্তারের কথা শুনেই টাকা বের করে দিলো আর বলল যে আপনাকে তাড়াতাড়ি খালাস করে বাড়ী নিয়ে যেতে। আমি কিন্তু আর মরে গেলেও ঐ বাড়ী যেতে পারব না। ও রে বাবাঃ! বড় বাঁচা বেঁচে এসেছি!

চিরঞ্জীর॥ হুঁ।

কিঙ্কর॥ আপনি যে এই বন্ধু বান্ধবহীন দেশে অনায়াসে ঐ রাজপুরুষের

হাত থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছেন—বড়ই সৌভাগ্যের কথা। যাক্, কিছু টাকা আমাদের হাতে এলো, কি বলেন বাবু ?

চিরঞ্জীব ॥ হতভাগা আমি তোকে যে কাজের জন্যে পাঠিয়েছিলাম তার কোন কথা না বলে, কি পাগলামি করছিস্ ? মেরে তোর মাথা ফাটিয়ে দেব।

[চিরঞ্জীব কিঙ্করের দিকে দু'এক পা এগিয়ে যায়]

কিঙ্কর ॥ (ভয়ে পিছিয়ে গিয়ে) বাবু, আর মারবেন না। মার খেয়ে খেয়ে গা হাত পা আমার ব্যথা হয়ে গেল।

চিরঞ্জীব ॥ আমরা যতো তাড়াতাড়ি পারি এখান থেকে পালিয়ে যাব ঠিক করে—তোকে যে নৌকোর খবর আনতে পাঠালাম, তার কি করিল ?

কিঙ্কর ॥ (আশ্চর্য হয়ে) সে কি বাবু! আমি তো আপনাকে এক দণ্ড আগেই সে খবর দিয়েছি। আপনি তখন রাজপুরুষের হাতে গ্রেফ্তারের ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন বলে আমার কথায় কানই দিলেন না। তা না হলে তো আমরা কখন রওনা হয়ে যেতে পারতাম।

চিরঞ্জীব ॥ তোর নির্ঘাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কি পাগলের মতো যা নয় তাই বকছিস্। আর তোকেই বা দোষ দেব কি—আমারও মাথার কি আর কিছু ঠিক আছে!

[কিঙ্কর এক দৃষ্টিতে জানলার দিকে তাকিয়ে থাকে]

কিঙ্কর ॥ বাবু, সাবধান হোন, ঐ দেখুন আবার কোন ঠাকরুণ আসছে।
(চিরঞ্জীব জানলার দিকে লক্ষ্য করে)

বাবু দেখবেন, খাওয়ার লোভ দেখিয়ে, কিংবা অন্য ছলে বলে কৌশলে আর যেন আমাদের না নিয়ে যেতে পারে।

[অপরাজিতা ঘরে ঢুকে দরজার কাছে দাঁড়ায়।]

অপরাজিতা ॥ বড়বাবু, তুমি এখানে ? আমি তোমাকে সারা রাস্তা ঘাট খুঁজে খুঁজে হয়রাণ। শেষে নৃত্যগোপাল আর দর্জি বলল, তুমি এই পান্থশালায়।

(চিরঞ্জীবের গলার হারের দিকে হঠাৎ লক্ষ্য পড়ে যায়) আচ্ছা, তুমি আমাকে যে হার দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, এটা কি সেই হার ? (চিরঞ্জীবের দিকে হাসিমুখে এগিয়ে) উঃ, ভারি সুন্দর হয়েছে। তুমি ঠিক আমার মনের মতো করে তৈরী করিয়েছ। (চিরঞ্জীবের হাত ধরে) আজ কিন্তু তোমাকে আর ছাড়ছি না। রাত্তিরেও আমার বাড়ী খেতে হবে।

চিরঞ্জীব॥ (রাগে হাত টান দিয়ে নিয়ে) মায়াবিনী কোথাকার! দূর হয়ে যাও। তোমাকে আমি সর্তক করে দিচ্ছি আর প্রলোভন দেখাবার চেষ্টা করো না।

কিঙ্কর॥ (ব্যাকুল হয়ে চিরঞ্জীবকে বোঝাতে চেষ্টা করে) এই মরেছে, আবার।

অপরাজিতা॥ (খিল খিল করে হেসে লুটিয়ে যায়) বাবু, তুমিও যেমন ঠাট্টা তামাসা ভালোবাসো, তোমার কিঙ্করটি কিন্তু তার চেয়েও বেশী। (আবার হাসে অপরাজিতা।) সে যা হোক, এখন তুমি আমার বাড়ী যাবে কিনা বলো ? আমি তোমার খাওয়ার আয়োজন করবো।

কিঙ্কর॥ বাবু, আমি আপনাকে বারবার সাবধান করছি, এই রাক্ষুসীর কথায় ভুলবেন না।

চিরঞ্জীব॥ (অপরাজিতাকে রেগে) তুমি এখান থেকে যাবে কি না বল ? না গেলে ঘাড় ধরে বের করে দেব। তোমার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক যে তুমি আমাকে খেতে ডাকছো ? দেখে যা মনে হচ্ছে, এখানকার স্ত্রীলোকগুলোই ডাকিনী। স্পষ্ট কথাই বলছি, যদি ভালো চাও তো এখান থেকে বিদেয় হও।

অপরাজিতা॥ (রেগে) তোমাকে এতোদিন ভদ্র বলেই মনে হতো, কিন্তু আজ তোমার আসল পরিচয় পেলাম। শোন, দুপুরে আমার বাড়ী

খাওয়ার সময় যে আংটিটা তুমি আমার কাছ থেকে নিয়েছিলে, হয় তা ফিরিয়ে দাও আর না হয় গলার হারটা দাও। এ জন্মে আর কোন দিনও আমি তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবো না। এর জন্যে যদি আমাকে রাস্তায় ভিক্ষে করতে হয় তাও ভালো।

কিঙ্কর ॥ বাবু, অন্য ডাইনী ছাড়বার সময় ঝাঁঠা, কুলো, শিল, নোড়া পেলেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। এর আবার লোভ বেশী। (ভেঙ্গিয়ে) হয় আংটি দাও না হয় হার দাও, তবে যাব! বাবু, কিচ্ছু দেবেন না।

অপরাজিতা ॥ না, দেবে না, আংটিটা নিয়ে এলো.........।

চিরঞ্জীব ॥ (রেগে আগুন হয়ে) ওরে ডাইনী, দূর হ। আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা। তা না হলে মেরে তাড়াব।

অপরাজিতা ॥ (চুপ করে দাঁড়িয়ে চিরঞ্জীবের মুখের দিকে খানিকক্ষণ দেখে নিয়ে) নির্ঘাৎ তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, তা না হলে হঠাৎ এমন ব্যবহার তুমি আমার সঙ্গে করবে কেন? কোনদিন তোমাকে তো আমি এতটুকু রাগ করতে দেখিনি। পাগল না হলে কি মানুষের এমন দশা হয়! এখন বুঝতে পারছি কেন তোমার বৌ চন্দ্রপ্রভা দুপুরে বাড়ী ঢুকতে দেয় নি, দরজা বন্ধ করে রেখেছিল। (চিরঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে) আমি চন্দ্রপ্রভার কাছে যাচ্ছি। আংটিটা আমায় আদায় করতেই হবে। অতো দামী আংটি আমি কিছুতেই ছাড়তে পারব না।

[অপরাজিতা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। কিঙ্কর দরজার কাছে এগিয়ে খানিকক্ষণ দেখে নিয়ে ভেতরে এসে]

কিঙ্কর ॥ দেখলেন তো বাবু, শক্ত হলেই ওরা নরম। তা নাহলে ঠিক আপনাকে ধরে নিয়ে যেত।

চিরঞ্জীব ॥ যতো সব বেহায়া ডাইনীর দল!

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[রাজপথ। তখন বিকাল হয়ে গেছে। সূর্যের ক্লান্ত রোদ গাছ পালা, দূরের বাড়ী, রাস্তার ওপর গড়িয়ে পড়েছে। জয়স্থলের চিরঞ্জীব আর রাজপুরুষ প্রবেশ করে।]

চিরঞ্জীব ॥ আমি নিশ্চয়ই গ্রহের দোষে পড়েছি। তা না হলে শুধু শুধু এ মিথ্যে ঝামেলায় জড়াবো কেন? বসুপ্রিয়ের কাছ থেকে আমি হার নিই নি অথচ ও আমাকে এই মিথ্যে দোষে দোষী করে ছাড়লো।

রাজপুরুষ ॥ মহারাজ বাহাদুরের সুবিচারে আপনি নির্দ্দোষী হলে নিশ্চয়ই মুক্তি পাবেন।

চিরঞ্জীব ॥ সে তো জানি। যাই হোক, তুমি যে আমার সঙ্গে কষ্ট করে বাড়ী পর্যন্ত যাচ্ছ তার জন্যে আমি সত্যিই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। আর বসুপ্রিয়কে বুদ্ধিমানের মত অন্য রাজপুরুষের সঙ্গে গারদে পাঠিয়ে ভালোই করেছ, তা না হলে সারা রাস্তা হয়তো ঝগড়া করতে করতেই যেত।

রাজপুরুষ ॥ ওকে আমি ভালো করেই জানি। অহেতুক ঝগড়া করাই ওর অভ্যেস।

চিরঞ্জীব ॥ কিন্তু কিঙ্কর এখনও টাকা নিয়ে এলো না কেন, বুঝতে পারছি না। তবে ওর না আসার দুটো কারণ হতে পারে—হয় আমার বৌ বিশ্বাসই করতে পারে নি যে আমি গ্রেফ্‌তার হয়েছি আর না হয় সে কিঙ্করের কথায় কানই দেয়নি। আজকাল তার মেজাজটা যেন কি রকম তিরিক্ষে হয়ে গেছে।

রাজপুরুষ ॥ চলুন, বাড়ী গেলেই দেখা যাবে কি জন্যে দেরী হচ্ছে।

চিরঞ্জীব ॥ চলুন। (রাজপুরুষ ও চিরঞ্জীব দুই এক পা এগিয়ে যায়। এমন সময় চিরঞ্জীব জয়স্থলের কিঙ্করকে দেখতে পেল। দূরে হাত তুলে দেখিয়ে) আরে, ঐ তো আমার লোক আসছে। ও যে টাকা নিয়ে আসছে তাতে কোন সন্দেহই নেই। যাই হোক, তোমাকে আর কষ্ট করে বাড়ী পর্যন্ত যেতে হলো না।

[জয়স্থলের কিঙ্কর প্রবেশ করে। তার হাতে এক গাছি দড়ি।]

এই যে কিঙ্কর, তোর দেরী দেখে আমি চিন্তায় পড়ে গেছলাম। যাক বাঁচালি, তোকে যা আনতে বলেছিলাম, তা এনেছিস্ ?

কিঙ্কর ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, তা না নিয়ে কি আমি আপনার কাছে আসতে পারি ? এই যে দড়ি।

[কিঙ্কর হাতের দড়িটা উঁচু করে ধরল]

চিরঞ্জীব ॥ (অবাক হয়ে) দড়ি ! টাকাটা কৈ ?

কিঙ্কর ॥ টাকা ? আমার কাছে যা ছিল তা দিয়ে তো দড়ি কিনে এনেছি

চিরঞ্জীব ॥ আশ্চর্য ! পাঁচশো টাকা দিয়ে তুই দড়ি কিনে আনলি ?

কিঙ্কর ॥ আপনি আমাকে দড়ি কিনতে পাঠিয়েছিলেন, দড়ি কিনে এনেছি।

চিরঞ্জীব ॥ (রেগে) আবার সেই ফাজলামি ! দাঁড়া। (চিরঞ্জীব কিঙ্করকে চড় কিল মারতে শুরু করে। কিঙ্কর হতভম্ব হয়ে দুই একবার 'বাবু, বাবু' বলে শেষে গলা ছেড়ে কাঁদতে আরম্ভ করে।) এই নে, এই দড়িটা তোর মা-ঠাকরুণকে দিস্।

[কিঙ্কর কাঁদতে কাঁদতে দূরে লক্ষ্য করে দেখে অপরাজিতা, বিলাসিনী, বিদ্যাধর কবিরাজ ও কয়েকজন লোককে সঙ্গে নিয়ে চন্দ্রপ্রভা এদিকে আসছে।]

কিঙ্কর ॥ (উঠে দাঁড়িয়ে কাঁদ কাঁদ গলায়) মা-ঠাকরুণ, তাড়াতাড়ি আসুন।

বাবুর যেন আজ কি হয়েছে। আপনাকে হারের বদলে এই দড়ি দিয়েছেন।

[কিঙ্কর তার হাতের দড়িটা উঁচু করে ধরে দেখায়।]

চিরঞ্জীব॥ (রাগে আগুন হয়ে) দড়ি নামা, দড়ি নামা। বড় বাড় বেড়েছিস্। (বলতে বলতে কিঙ্করকে আবার মারতে সুরু করল।)

[বিলাসিনী, বিদ্যাধর কবিরাজ, অপরাজিতা ও আরও চার পাঁচজন লোক নিয়ে প্রবেশ করে চন্দ্রপ্রভা]

অপরাজিতা॥ ঐ দেখুন, আপনার স্বামী পাগল হয়েছেন কি না।

চন্দ্রপ্রভা॥ ওর ব্যবহার, চেহারা, কথা শুনে সত্যিই আমার সন্দেহ হচ্ছে। (বিদ্যাধরকে) আপনি অনেক মন্তর জানেন, অনেক ওষুধ জানেন, এখন তাড়াতাড়ি ওকে প্রকৃতিস্থ করে তুলুন। যতো টাকা চাইবেন আমি আপনাকে দেব।

বিলাসিনী॥ হায় কপাল! কোথ্ থেকে এমন সর্বনেশে রোগ এসে জুটল।

[বিদ্যাধর কবিরাজ চিরঞ্জীবের দিকে এগিয়ে যায়]

বিদ্যাধর॥ দেখি বাবু; তোমার হাতটা দাও তো, নাড়ীর গতিটা কি রকম চলছে দেখবো।

চিরঞ্জীব॥ (রেগে) তোমার কানটি বাড়িয়ে দাও তো দেখি, টেনে ছেঁড়া যায় কি না।

বিদ্যাধর॥ (জ্ঞানীর মত) নিশ্চয় এর শরীরে ভূত ঢুকেছে। তাই এমন কাণ্ডকারখানা করছে। দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি এ ভূত তাড়িয়ে দিচ্ছি। আরে এতো আজকে ধরেছে, সাত দিনের ব্রেহ্মদত্যিতে পাওয়া মানুষকে সারিয়ে দিয়েছি। হুঁ, কতো ভূত দেখলাম!

চিরঞ্জীব॥ (রেগে) ন্যাকামো করার জায়গা পাচ্ছো না?

[দুই এক পা এগিয়ে যায় চিরঞ্জীব। রাজপুরুষ তার হাত ধরে পেছনে টেনে আনার চেষ্টা করে।)

বিদ্যাধর ॥ ক্ষান্ত হও বাবা, ক্ষান্ত হও। (গলা ফাটিয়ে) ওঁ, ওঁ,

ভূত আমার পুত

শাঁখচুন্নি আমার ঝি

রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে

করবি আমার কি।

যাও বাবা ভূত, যাও। এখানে রাম-লক্ষ্মণের নাম হচ্ছে, যাও।

চিরঞ্জীব ॥ (রেগে আগুন হয়ে) আর ভণ্ডামি করতে হবে না। দূর হয়ে ও এখান থেকে। যতো সব ভণ্ডের দল।

বিদ্যাধর ॥ (হতাশা ও ব্যর্থতায়) আমার মন্তর গ্রাহ্যই করলো না, তার ভূত ছাড়বে কি করে।

চন্দ্রপ্রভা ॥ (দুঃখিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে চিরঞ্জীবকে) ওগো, আগে তো তুমি এমন ছিলে না? আমার নেহাৎই পোড়া কপাল, তা না হলে তোমার শরীরে এ পোড়া রোগ ঢুকবে কি করে?

চিরঞ্জীব ॥ (গালাগাল দেওয়ার সুরে) পাপী কোথাকার। এই লক্ষ্মীছাড়া কোবরেজ বুঝি আজকাল তোর সঙ্গী হয়েছে? ওর সঙ্গেই আজ দুপুর বেলা সদর দরজা বন্ধ করে আমোদ আহ্লাদ করেছিস? তাই আমাকে বাড়ীতে ঢুকতে দিস্ নি।

চন্দ্রপ্রভা ॥ (আশ্চর্য হয়ে) ওকি কথা বলছো? তোমার বাড়ীতে ফিরতে একটু দেরী হয়েছিল বটে, কিন্তু তারপর তো আমরা এক সঙ্গেই বসে খেয়েছি। খাওয়ার পর বাড়ীতেই তো তুমি ছিলে, কিছুক্ষণ আগে শুধু কাউকে না বলে চলে এসেছ। শুধু শুধু আমায় এমন করে গালাগাল দিচ্ছো কেন গো।

চিরঞ্জীব ॥ গালাগাল দিচ্ছি কেন দেখবি? (কিঙ্করকে) কিরে কিঙ্কর, দুপুরবেলায় আমি বাড়ীতে খেয়েছি?

কিঙ্কর ॥ (ভয়ে ভয়ে) না বাবু, আজ আপনি বাড়ীতে খান নি।

চিরঞ্জীব ॥ (কিঙ্করকে) দুপুর বেলায় বাড়ীর দরজা বন্ধ ছিল কি না? নৃত্যগোপাল আমাদের তোর মা-ঠাকরুণের হুকুমে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল কিনা?

কিঙ্কর ॥ আজ্ঞে, হ্যাঁ বাবু।

চন্দ্রপ্রভা ॥ (আক্ষেপ করে) কিঙ্কর, তুই সত্যই প্রভুভক্ত। তার কথা মতই কথা বলছিস্। কিন্তু এতে যে তার রোগ বেড়েই যাবে।

বিদ্যাধর ॥ (চন্দ্রপ্রভাকে) আপনি ওকে অন্যায় কথা বলছেন। ওর মতে কথা না বললে বিপদ হবে, কিঙ্কর তা বেশ ভালোভাবেই জানে।

চন্দ্রপ্রভা ॥ কিঙ্কর, তুই যে বাড়ী থেকে বাবুর জামিনে খালাসের জন্যে টাকার থলি নিয়ে এলি, সে টাকা কি করলি?

কিঙ্কর ॥ আমি তো বাড়ী টাকা আনতে যাই নি। আমি বাজারে দড়ি কিনতে গেছলাম।

চন্দ্রপ্রভা ॥ বিলাসি আমার সঙ্গে ছিল, বিলাসি জানে।

বিলাসিনী ॥ আমি নিজে হাতে তোকে টাকা দিয়েছি।

কিঙ্কর ॥ (হাউ হাউ করে কেঁদে) বাবু, এরা সবাই আমায় মিথ্যে দোষী করছে।

বিদ্যাধর ॥ (বিজ্ঞের মত) দেখুন, বাবু আর চাকর দুজনকেই ভূতে ধরেছে। এখন এদের অন্ধকার ঘরে বেঁধে রাখতে পারলেই প্রতিকার হবে।

চন্দ্রপ্রভা ॥ যাতে ভালো হয়, তাই করুন।

চিরঞ্জীব ॥ (রেগে জ্বলে উঠে) ওরে শয়তানি, তোর পেটে পেটে এতো বুদ্ধি ছিল। তোকে আমি আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন বলে জানতাম আর আজ দেখছি তুই কাল সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর। সকলের সামনে আমায়

পাগল, ভূতে ধরা রুগী বলে প্রমাণ করে বেঁধে নিয়ে অন্ধকার ঘরে খুন করবি ? তোর অভিসন্ধি আমি বুঝতে পেরেছি। দাঁড়া।

[ছুটে চন্দ্রপ্রভার দিকে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে কিন্তু রাজপুরুষ তাকে ধরে ফেলে।]

চন্দ্রপ্রভা॥ (সঙ্গের লোকজনকে) তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছো কি ? কিঙ্করকে আর ওকে বেঁধে নিয়ে চল।

[সঙ্গের লোকজন ছুটে এগিয়ে এসে চিরঞ্জীব আর কিঙ্করকে ধরে জোর করে বাঁধে।]

চিরঞ্জীব॥ (গজরাতে গজরাতে) একবার ছাড়া পাই, তোকে কেটে আমি টুকরো টুকরো করে ফেলব। তোর এতো সাহস !

কিঙ্কর॥ (কাঁদতে কাঁদতে) মা-ঠাকরুণ আমাকে ভূতে ধরেনি, আমায় ছেড়ে দিন, আমায় প্রাণে মারবেন না।

বিদ্যাধর॥ (খুশী মুখে) কেমন ? এবার ভূত বাপ্ বাপ্ করে পালাবে।

চিরঞ্জীব॥ রাজপুরুষ, আমি এখন তোমার গ্রেফ্তারে আছি। এ অবস্থায় এরা তোমার কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলে তুমিই বিপদে পড়বে।

রাজপুরুষ॥ উনি আমার গ্রেফ্তারে আছেন। সুতরাং আপনারা ওকে নিয়ে যেতে পারেন না।

চন্দ্রপ্রভা॥ রাজপুরুষ, আপনি নিজের চোখে সব দেখছেন, শুনছেন—তবুও এমন কথা কেন বলছেন ?

রাজপুরুষ॥ আপনি অন্যায় অনুযোগ করছেন। ওঁনাকে ছেড়ে দিলে আমি পাঁচশো টাকার দায়ে পড়বো।

চন্দ্রপ্রভা॥ আমি ধর্মের নামে শপথ করে বলছি, আমি আপনাকে পাঁচশো টাকা দিয়ে দেব। আপনি ওকে দয়া করে ছেড়ে দিন। টাকা শোধ না হওয়া পর্যন্ত আমি আপনার কাছ থেকে যাব না। হোল তো ?

(বিদ্যাধরের দিকে তাকিয়ে) যান, আপনারা ওকে সাবধানে নিয়ে চলে যান। বিলাসি, তুই আমার সঙ্গে থাক।

বিলাসিনী ॥ আচ্ছা।

[বিদ্যাধর ও সঙ্গের লোকজন বন্দী চিরঞ্জীব আর কিঙ্করকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলো।]

চিরঞ্জীব ॥ ওরে পেতনি, তোর এতো বড় বুদ্ধি, এতো বড় মতলব! একবার ছাড়া পেলে তোর চোখ দুটো উপড়ে ফেলতাম। শয়তানি!

কিঙ্কর ॥ (ভয়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে) আমি একটু জল খাব।

[বন্দী চিরঞ্জীব আর কিঙ্করকে নিয়ে বেবিয়ে গেল]

চন্দ্রপ্রভা ॥ (রাজপুরুষকে) এবার আমাকে বলুন তো, ব্যাপারটা কি হয়েছে ?

রাজপুরুষ ॥ আপনি বসুপ্রিয় স্বর্ণকারকে চেনেন ?

চন্দ্রপ্রভা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভালো করে জানি। উনি আমাদের খুব পরিচিত। আমার বিয়ের সময় উনিই তো আমার সব গয়না গড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারপর আমরা যে যা গয়না গড়াই, সবই ওনার কাছ থেকে গড়াই। (বিলাসিনীর কান দেখিয়ে—) এই তো বিলাসিনীর কানে যে দুল রয়েছে, উনিই গতমাসে তৈরী করে দিয়েছেন। কিন্তু তার সঙ্গে কি করে গণ্ডোগোল হলো ?

রাজপুরুষ ॥ টাকা নিয়ে।

চন্দ্রপ্রভা ॥ কতো টাকা নিয়ে এই ব্যাপার হলো, জানেন ?

রাজপুরুষ ॥ পাঁচ শো টাকা নিয়ে।

চন্দ্রপ্রভা ॥ পাঁচশো টাকার একটা থলি আমি একটু আগে কিঙ্করের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। সে টাকাটা ও কি করল কে জানে! মাথা

খারাপ হয়ে গেছে, কোথায় ফেলে দিল! কিন্তু কি করে এই টাকটা খার হলো আপনি জানেন ?

রাজপুরুষ ॥ বস্তুপ্রিয় এক ছড়া হার গড়িয়ে দিয়েছিল।

চন্দ্রপ্রভা ॥ আমার জন্যে হার গড়তে দিয়েছিলো জানি। কিন্তু সে হার তো আমি কখন চোখেও দেখিনি।

অপরাজিতা ॥ উনি আমার বাড়ীতে গিয়ে আমার কাছ থেকে একটা আংটি নিয়ে পালিয়ে গেছলেন। শেষে সারা সহর খুঁজতে খুঁজতে প্রিয়তোষ বাবুর পান্থশালায় গিয়ে দেখা মিলল। তখন ওর গলায় বেশ সুন্দর এক ছড়া হার ছিল। একবারে নতুন।

চন্দ্রপ্রভা ॥ হারটা আবার এখন গলায় দেখলাম না। হারটাই বা কোথায় ফেললো ? রাস্তায় পাগল ভেবে কেউ হয়তো কেড়েও নিয়ে যেতে পারে। কি মুস্কিলেই পড়লাম !

বিলাসিনী ॥ আগে একবার বস্তুপ্রিয়বাবুর কাছে চল্। তার দেনাটা মিটিয়ে দিয়ে তারপর যা হোক একটা কিছু মতলব করা যাবে।

চন্দ্রপ্রভা ॥ হ্যাঁ, তাই চল। (রাজপুরুষকে) আমাদের বস্তুপ্রিয়বাবুর কাছে নিয়ে চলুন। তার কাছে গেলে আমরা সব কথার খুঁটি নাটি জানতে পারবো।

রাজপুরুষ ॥ বেশ, তাই চলুন।

[নেপথ্যে—হেমকুটের চিরঞ্জীব ॥ দূর হয়ে যা পথের মাঝ থেকে, শয়তানের দল। দূর হয়ে যা।]

সকলে ॥ (আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে) এ কি করে সম্ভব ! এর মধ্যে দড়ি কেটে পলিয়ে আসছে ?

[নেপথ্যে—হেমকুটের কিঙ্কর ॥ পালা মায়াবিনী রাক্ষসীর দল। তা না হলে তলোয়ার দিয়ে শেষ করে ফেলবো।]

চন্দ্রপ্রভা ॥ ও কি! ওরা তলোয়ার খুলে ছুটে আসছে। ডাক ডাক সবাইকে। ওদের আবার বেঁধে ফেলুক। (চীৎকার করে) কে আছ কোথায় ছুটে এসো, ছুটে এসো। রক্ষে করো।

রাজপুরুষ ॥ ওরা একে পাগল, তারপর হাতে খোলা তলোয়ার। এখন বাঁধতে চেষ্টা করলে আমাদের খুন করতে পারে। চলুন, এখন পালাই, তা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

[সকলে হুড়মুড় করে ছুটে পালিয়ে যায়। হেমকূটের চিরঞ্জীব ও কিঙ্করের তলোয়ার হাতে প্রবেশ]

চিরঞ্জীব ॥ দেখলি তো, ডাইনীগুলো তলোয়ারকে কেমন ভয় করে। দেখেই পালিয়েছে।

কিঙ্কর ॥ আপনার রাক্ষুসী বৌটাও কেমন ছুটে পালাল বাবু।

চিরঞ্জীব ॥ হ্যাঁ, রাক্ষুসীই বটে!

কিঙ্কর ॥ আর ঐ বৌয়ের বোনটা?

চিরঞ্জীব ॥ অ্যাঁ, হ্যাঁ।

[বিলাসিনী হঠাৎ সাহস সঞ্চয় করে হাসি হাসি মুখে আস্তে আস্তে প্রবেশ করে চিরঞ্জীবের দিকে লক্ষ্য করে—]

বিলাসিনী ॥ জামাইবাবু, শুনুন।

[কিঙ্কর বিলাসিনীকে দেখে ভয় পেয়ে বোবা হয়ে আস্তে আস্তে পিছিয়ে যায়। কিন্তু চিরঞ্জীব বিলাসিনীকে দেখে কি বলবে বা কি করবে ঠিক করতে না পেরে নিজের অজ্ঞাতে হাতে তলোয়ারটা নিয়ে দুই এক পা বিলসিনীর দিকে এগিয়ে গিয়ে—]

চিরঞ্জীব ॥ (করুণ স্বরে) বি- লা- সি- নী—শোন।

বিলাসিনী ॥ (তলোয়ার দেখে ভয় পেয়ে) ওমা গো!

[ভয় পেয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় বিলাসিনী।]

চিরঞ্জীব ॥ (হাতের তলোয়ারটা দেখে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে) ধ্যুৎ তোরি!

[তলোয়ারটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়।]

॥ পঞ্চম অঙ্ক ॥

[একটা বড় মন্দির। মন্দিরের সামনেই রাজপথ। দুই একজন পথিক যাতায়াত করছে। মন্দিরের সিঁড়ির ওপর নতজানু হয়ে প্রণাম করে চলে যায় একজন পথিক। সূর্য অস্ত যায় যায়। পাখির ডাক মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে।

মন্দিরের ভেতর থেকে কাঁসর ঘণ্টার শব্দ কানে আসে। ধূপ-ধুনোর ধোঁয়া মন্দিরের দরজা দিয়ে অল্প অল্প বেরিয়ে আসছে। কথা বলতে বলতে বসুপ্রিয় স্বর্ণকার ও বণিক উগ্রসেন প্রবেশ করে। আর তাদের পেছনে পেছনে আসে একজন রাজপুরুষ।]

উগ্রসেন ॥ আপনাকে টাকা দিয়ে আদায় করতে যে এতো কষ্ট হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। হয়তো এই টাকার গণ্ডগোলের জন্যে আজ আমার যাওয়াই হবে না।

বসুপ্রিয় ॥ (ভীষণ কুণ্ঠিত হয়ে) প্রয়োজন মত আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে সময় মত শোধ দিতে না পেরে লজ্জায় মরে যাচ্ছি। চিরঞ্জীববাবু যে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবেন তা ভাবতেই পারছি না। আপনি হয়তো মনে করতে পারেন আমি আপনাকে মিথ্যে কথা বলছি—কিন্তু ধর্মের নামে শপথ করে বলছি, চার ঘণ্টা আগে আমি নিজে ওনার হাতে হারটা দিয়েছি। উনি অবশ্য সে সময় আমাকে টাকা দিতে চেয়েছিলেন। আমি বললাম,'পরে নেব তার জন্যে কি আছে।' উনি বললেন, 'এখন না নিলে পরে নাও পেতে পারেন।' কি জন্যে যে একথা বলেছিলেন জানি না।

উগ্রসেন ॥ আচ্ছা, চিরঞ্জীববাবু লোক কেমন?

বসুপ্রিয় ॥ এই জয়স্থলে ওনার মত দ্বিতীয় লোকটি নেই। আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই ওনাকে জানে, ভালোও বাসে। পরের উপকারের জন্যে অকাতরে টাকা দান করেন। অথচ উনি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করলেন — তা কেউ বিশ্বাসই করবে না।

উগ্রসেন ॥ হুঁ। এখানে আর অনর্থক দাঁড়িয়ে কি হবে। চলুন এগোন যাক।

[বসুপ্রিয় ও উগ্রসেন প্রস্থান উদ্যত হয়েছেন এমন সময় দূরে হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে দেখতে পেলেন।]

উগ্রসেন ॥ (বসুপ্রিয়কে) আরে মশাই, চিরঞ্জীববাবু যেন এই দিকেই আসছেন।

বসুপ্রিয় ॥ (ভালো করে দেখে নিয়ে) হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ তো আসছেন। আর লক্ষ্য করে দেখুন, আমার তৈরী হারটাও ওনার গলায় রয়েছে। অথচ বুঝুন, উনি আপনার সামনেই কিছুক্ষণ আগে বলেছিলেন, হার পান নি। তাই নিয়ে কতো কথা কাটাকটি ঝগড়াঝাটি পর্যন্ত হয়ে গেল। (চীৎকার করে) ও চিরঞ্জীববাবু, চিরঞ্জীববাবু এই যে এসে পড়েছেন।

[হেমকুটের চিরঞ্জীব ও কিঙ্করের প্রবেশ। চিরঞ্জীবের গলায় হার।]

চিরঞ্জীববাবু, আজ আপনার রকম-সকম দেখে আমার বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে। আপনি শুধু শুধু আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন,এতে আপনার অপযশই হচ্ছে। আপনি এখন রাজপথে হার পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অথচ তখন শপথ করে বললেন, হার পান নি। আপনার এইরকম ব্যবহারের জন্যে উগ্রসেন মহাশয়ের আজ বিদেশ যাওয়া হল না। তখন বলেছেন,হার পান নি, এখন আবার কি বলবেন কে জানে !

চিরঞ্জীব ॥ (আশ্চর্য হয়ে) আমি আপনার কাছ থেকে হার পেয়েছি— এ কথা তো আমি একবারও অস্বীকার করিনি। আপনি শুধু শুধু আমায় দোষ দিচ্ছেন কেন ?

উগ্রসেন ॥ (একটু রেগে চড়া গলায় হঁ্যা, আপনি অস্বীকার করেছেন। আর হার পাননি বলে বারবার শপথ পর্যন্তও করেছেন।

চিরঞ্জীব ॥ (রেগে) আমি শপথ করেছি— একথা কে শুনেছে ?

উগ্রসেন ॥ (আরও আশ্চর্য হয়ে রেগে) এটা খুবই দুঃখের কথা যে আজও আপনার মত লোক ভদ্র সমাজে স্থান পায়।

চিরঞ্জীব ॥ (রাগে জ্বলে উঠে) আপনি অত্যন্ত নীচ ও ছোটলোক— তাই এই কথা বলতে পারলেন। যত বড মুখ নয় ততো বড় কথা। অমি ভদ্র কি অভদ্র তার শিক্ষা আমি দিচ্ছি।

[চিরঞ্জীব তলোয়ার বের করে। উগ্রসেনও দ্বিধা না করে তলোয়ার বের করল। হন্তদন্ত হয়ে চন্দ্রপ্রভা, বিলাসিনী, অপরাজিতা ও তাদের লোকজন প্রবেশ করে।]

চন্দ্রপ্রভা ॥ (আশ্চর্য হয়ে বণিককে) দোহাই ধর্মের; আপনারা ওকে আঘাত করবেন না। ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এ সময় ওর ওপর রাগ করলে অন্যায় হবে। আমি ওর হয়ে ক্ষমা চেয়ে বলছি, আপনি তলোয়ার নামান। (নিজের সঙ্গের লোকজনের দিকে তাকিয়ে) তোমরা আস্তে আস্তে কৌশল করে ওর হাত থেকে তলোয়ার কেড়ে বাবু আর কিঙ্করকে বেঁধে বাড়ী নিয়ে চলো।

কিঙ্কর ॥ (চিরঞ্জীবকে চুপি চুপি) বাবু, আবার সেই মায়াবিনী মা-ঠাকরুণ এসেছেন। আমাদের বেঁধে বাড়ী নিয়ে যেতে বলছেন। চলুন পালাই। (চারিদিক লক্ষ্য করে—) আসুন, আমরা এই মন্দিরের মধ্যে ঢুকে পড়ি, তাহলে আর কেউ আমাদের উপর অত্যাচার করতে পারবে না।

[চিরঞ্জীব আর কিঙ্কর মন্দিরের মধ্যে ঢুকে গেল। সকলে ‘পালালো,পালালো’ করে চীৎকার করে ওঠে। চন্দ্রপ্রভা, বিলাসিনী, অপরাজিতা ও সঙ্গের

লোকজন মন্দিরের দ্বারদেশে এসে দাঁড়ায়। গণ্ডগোল শুনে রাস্তার লোকজনও ভীড় করে।]

[বর্ষীয়সী তপস্বিনী মন্দিরের দ্বারদেশে এসে দাঁড়ালেন।]

তপস্বিনী ॥ তোমরা কি জন্যে এখানে গণ্ডগোল করছো ?

চন্দ্রপ্রভা ॥ আমার উন্মাদগ্রস্ত স্বামী পালিয়ে গিয়ে মন্দিরের মধ্যে ঢুকেছে। আপনি দয়া করে আমাকে আর আমার লোকজনদের ভেতরে যেতে দিন। আমরা তাকে বেঁধে বাড়ী নিয়ে যাব।

তপস্বিনী ॥ কতোদিন তোমার স্বামী এই দুর্দ্দান্ত রোগে ভুগছেন ?

চন্দ্রপ্রভা ॥ এই পাঁচ সাত দিন ধরে তাকে সব সময়ই বিরক্ত, অন্যমনস্ক, চিন্তা গ্রস্ত দেখি; কিন্তু আজ দুপুর থেকে একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েছে। (সঙ্গের লোকজনকে) তোমরা ভেতরে গিয়ে ওকে আর কিঙ্করকে বেঁধে সাবধানে নিয়ে এসো।

[চন্দ্রপ্রভার লোকজন মন্দিরের দিকে এগিয়ে যেতেই]

তপস্বিনী ॥ তোমরা দাঁড়াও। শোন মা, তোমার একটা লোকও মন্দিরের মধ্যে ঢুকতে পারবে না।

চন্দ্রপ্রভা ॥ তবে আপনি আপনার লোকদের বলুন তারা যেন ওকে বেঁধে আমার কাছে এনে দেয়।

তপস্বিনী ॥ তাও হবে না। তিনি যখন এই মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছেন তখন, যতক্ষণ বা যতদিন খুশী এই মন্দিরে তিনি স্বচ্ছন্দে থাকবেন। আমি তার চিকিৎসার, শুশ্রূষার সব ভার নিচ্ছি। তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে আপনিই বাড়ী ফিরে যাবেন। এ অবস্থায় আমি তাকে তোমার কাছে ছেড়ে দিতে পারি না।

চন্দ্রপ্রভা ॥ (একটু বিরক্ত হয়ে) আপনি অন্যায় কথা বলছেন। আমি যেমন

যত্ন করে তার চিকিৎসা করাব, শুশ্রূষা করব, অন্যের পক্ষে তা কখনই সম্ভব নয়। আপনি তাকে আমার কাছে দিয়ে দিন।

তপস্বিনী ॥ এত উতলা হচ্ছো কেন মা? ধৈর্য ধর। আমি অনেক রকম মন্ত্র, ওষুধ, চিকিৎসা জানি। আর এ পর্যন্ত বহু লোকের শারীরিক মানসিক রোগও সরিয়েছি। আমার মনে হয়, খুব অল্পদিনের মধ্যেই আমি তোমার স্বামীকে সারিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিতে পারব। আর এই দেব-মন্দিরের প্রচলিত নিময় অনুসারে যখন তোমার স্বামী এখানে আশ্রয় নিয়েছেন তখন জোর করে তাকে এখান থেকে বের করে দিতে পারি না। তুমি নিশ্চিন্তে বাড়ী যাও, তোমার স্বামীর সেবা শুশ্রূষার কণা মাত্রও ত্রুটি এখানে হবে না।

চন্দ্রপ্রভা ॥ আমি আমার স্বামীকে ছেড়ে এখান থেকে যাব না। আপনি আমার অনিচ্ছায় এবং অসম্মতিতে তাকে এখানে আটকে রেখেছেন।

তপস্বিনী ॥ (বিরক্ত হয়ে) তুমি অনর্থক আমার সঙ্গে তর্ক করছো। আমি এক কথায় বলছি, তোমার স্বামী সুস্থ না হলে তাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবে না ।

[তপস্বিনী মন্দিরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।]

বিলাসিনী ॥ (রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হয়ে) দিদি! আর এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করে কি হবে, চল্। এই তপস্বিনীর অন্যায় ব্যবহারের কথা রাজা বাহাদুরের কাছে বললে, তিনি নিশ্চয়ই এর একটা সুবিচার করবেন।

চন্দ্রপ্রভা ॥ তুই সত্যিই বুদ্ধিমানের মত কথা বলেছিস্। তিনি যতক্ষণ না নিজে এসে জোর করে এই মন্দির থেকে আমার স্বামীকে ধরে আমার হাতে দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তার পা ছাড়ব না, কেঁদে ভসিয়ে দেব।

উগ্রসেন ॥ আপনারা আর কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে মহারাজের

সঙ্গে এখানেই দেখা হবে। সন্ধ্যের একটু আগেই তিনি এই পথ দিয়ে বধ্য-ভূমিতে যাবেন।

বসন্তপ্রিয় ॥ তিনি কি জন্যে এ সময় বধ্য-ভূমিতে যাবেন ?

উগ্রসেন ॥ আপনি কি শোনেন নি, হেমকুটের এক বৃদ্ধ বণিক জয়স্থলের এলাকায় প্রবেশ করেছিলেন,সেই অপরাধে তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে ? তাঁর শিরশ্ছেদনের সময় মহারাজ বাহাদুর স্বয়ং বধ্যভূমিতে উপস্থিত থাকবেন।

বিলাসিনী ॥ দিদি, মহারাজ বাহাদুর মন্দিরের সামনে এলেই তুই তার পা ধরে বিচার চাইবি, কোন মতেই ভয় পাস্ না।

[রাম শিঙে ও জয়ঢাকের শব্দ শোনা গেল।]

সকলে ॥ ঐ তো, মহারাজ বাহাদুর আসছেন। ঐ তো আসছেন।

(সকলের মধ্যে সোরগোল পড়ে গেল)

[মহারাজ বিজয়বল্লভ, রাজপুরুষগণ, বন্দী সোমদত্ত ও বিরাট খাঁড়া হাতে ঘাতকের প্রবেশ। সকলে মাথা নীচু করে জোড় হাতে প্রণাম করল রাজাবাহাদুরকে।]

বিজয়বল্লভ ॥ কি হয়েছে এখানে ? এতো ভীড় কেন ?

চন্দ্রপ্রভা ॥ (হাত জোড় করে মহারাজের সামনে এগিয়ে বিনীত ভাবে) এই মন্দিরের তপস্বিনী মা আমার ওপর ভীষণ অত্যাচার করেছেন, আপনাকে দয়া করে এর বিচার করতেই হবে।

বিজয়বল্লভ ॥ তিনি তো ধর্মশীলা প্রবীণা নারী। অন্যায় অত্যাচার করবার লোক নন। তুমি কি জন্যে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছো, ঠিক বুঝতে পারছি না।

চন্দ্রপ্রভা ॥ একটু মনোযোগ দিয়ে শুনলেই সব বুঝতে পারবেন। আপনি যার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছেন, মানে আমার স্বামী আর তার চাকর কিঙ্কর দুজনেই পাগল হয়ে গেছে। রাজপথে, লোকের বাড়ীতে অত্যাচার পর্যন্ত স্থরু করেছে। এই খবর শুনে আমরা অনেক কষ্ট করে ধরে দুজনকে বেঁধে বাড়ী পাঠিয়ে দিই। কোন কারণে বস্তুপ্রিয় স্বর্ণকারের বাড়ী যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি কিঙ্কর আর ও বাঁধন কেটে পালিয়ে আসছে। আমরা ধরতে চেষ্টা করতেই তলোয়ারের ভয় দেখিয়ে পালিয়ে যায়। এখন অনেক লোকজন জোগাড় করে এদিকে আসতেই ওরা মন্দিরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তপস্বিনী মাকে বললাম,আমার স্বামীকে আমার হাতে দিতে কিন্তু উনি কিছুতেই রাজি হলেন না। আমি এখন নিশ্চিন্তে কি করে বাড়ী থাকি বলুন ? (মহারাজের পা ধরে কাঁদতে লাগল) আপনাকে এর একটা বিহিত করতেই হবে, তা না হলে কিছুতেই আপনার পা ছাড়ব না।

বিজয়বল্লভ ॥ (পাশের একজন রাজপুরুষকে) তপস্বিনী মাকে আমার প্রণাম জানিয়ে বল, আমি তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

[রাজপুরুষ মন্দিরের দরজার কড়া নাড়ল।]

(চন্দ্রপ্রভাকে মাটি থেকে তুলে) ওঠ মা, কেঁদো না। আমি এর একটা মীমাংসা করে তবে এখান থেকে যাব।

[ছুটতে ছুটতে নৃত্যগোপালের প্রবেশ]

নৃত্যগোপাল ॥ (হাঁপাতে হাঁপাতে) মা-ঠাকরুণ, মা-ঠাকরুণ ! যদি প্রাণে বাঁচতে চান তো কোন জায়গায় তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ুন।

চন্দ্রপ্রভা ॥ (বিস্মিত হয়ে) কেন ?

নৃত্যগোপাল ॥ বাবু আর কিঙ্কর দড়ি কেটে বেরিয়ে চাকর-চাকরাণীদের মার-ধর করে শেষে বেঁধে রেখেছেন। বিদ্যাধর মশাইয়ের দাড়িতে আগুন ধরিয়ে

দিয়েছেন। তার ওপর যা রাগ দেখলাম তাতে বোধ হয় খুনই করে ফেলবে। এখন যা হয় করুন।

চন্দ্রপ্রভা॥ তোর বাবু আর কিঙ্কর এই মন্দিরের মধ্যে ঢুকেছে। কি যা তা বলছিস্ পাগলের মত ?

নৃত্যগোপাল॥ মা-ঠাকরুণ, বুঝি রসিকতা করছেন ?

চন্দ্রপ্রভা॥ দাঁড়া, তোর রসিকতা বের করছি। মিথ্যে কথা বলবার জায়গা পেলি না।

নৃত্যগোপাল॥ মা-ঠাকরুণ, আমি মিথ্যে কথা বলিনি। তার রাগ দেখে আমি ভয়ে এক দৌড়ে আপনার কাছে পালিয়ে এসেছি।

[জয়স্থলের চিরঞ্জীবের গলা শোনা গেল। 'কোথায়, কোথায় সেই শয়তানী ?']

[চন্দ্রপ্রভা কান পেতে চিরঞ্জীবের গলার আওয়াজ উপলব্ধি করে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। তার অবস্থা দেখে—]

বিজয়বল্লভ॥ তোমার কোন ভয় নেই মা। তুমি আমার কাছে এসে দাঁড়াও।

(চন্দ্রপ্রভা মহারাজের কাছে এগিয়ে গেল)

রক্ষকগণ, তোমরা কাউকে আমাদের কাছে আসতে দেবে না।

চন্দ্রপ্রভা॥ (দূরে লক্ষ্য করে) মহারাজ ! কি আশ্চর্য দেখুন। একটু আগে আমরা নিজের চোখে দেখলাম ওরা মন্দিরের মধ্যে ঢুকলো। এই মন্দিরের এই একটি দরজা ছাড়া বেরুবার আর কোন পথই নেই। দরজার কাছে আমরা সকলে দাঁড়িয়ে। অথচ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওরা দুজন এদিকেই ছুটে আসছে। এ কি করে সম্ভব !

বিজয়বল্লভ॥ অধীর হয়ো না।

[ছুটতে ছুটতে উন্মাদের মত জয়স্থলের চিরঞ্জীব ও জয়স্থলের কিঙ্কর

তলোয়ার হাতে প্রবেশ করল। মহারাজকে দেখে তলোয়ার খাপে ঢুকিয়ে রেখে—]

চিরঞ্জীব ॥ দোহাই মহারাজের! আজ আমি যে ভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছি তা জীবনেও ভুলব না। আমার ওপর যে অত্যাচার করা হয়েছে তা বলবার নয়। আমার স্ত্রী চন্দ্রপ্রভা যে আপনার পাশে শান্ত সাধু মানুষটির মত দাঁড়িয়ে আছে তার মত দুশ্চরিত্রা নারী আমি কখনও দেখিনি। ইদানিং ও কতকগুলো খারাপ লোকের সঙ্গে মিশতে সুরু করেছে আর তাদের কু-মন্ত্রণায় আমাকে একরকম পাগল করে দিয়েছে। আপনি নিরুপেক্ষ হয়ে যদি এর একটা বিচার না করেন তবে আমি আত্মঘাতী হব।

বিজয়বল্লভ ॥ তোমার ওপর কি অত্যাচার হয়েছে, আমায় বল। আমি নিশ্চয়ই তার প্রতিকার করব।

চিরঞ্জীব ॥ মহারাজ, আজ দুপুর বেলায় আমাকে বাড়ীতে ঢুকতে দেয় নি, খেতে দেয় নি। সদর দরজা বন্ধ করে রেখেছিল। আর সেই সময় ও কতকগুলো ইতর লোককে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করেছে।

বিজয়বল্লভ ॥ একথা যদি সত্যি হয় তবে স্ত্রী লোকের পক্ষে এর চেয়ে গুরুতর অপরাধ আর কিছুই নেই। (চন্দ্রপ্রভাকে) এ বিষয়ে তোমার কিছু বলবার আছে ?

চন্দ্রপ্রভা ॥ মহারাজ, আমার স্বামী অবান্তর কথা বলেছে। আজ দুপুর বেলায় ও, আমি আর বিলাসি এক সঙ্গে বসে খেয়েছি। এ কথা যদি মিথ্যে হয় তবে আমার নরকেও যেন স্থান না হয়।

বিলাসিনী ॥ হ্যাঁ মহারাজ, আমরা তিনজনে এক সঙ্গে খেয়েছি। দিদি একটাও মিথ্যে কথা বলে নি।

বিজয়বল্লভ ॥ কিঙ্কর, তুই কিছু জানিস ?

কিঙ্কর ॥ মহারাজ, দুপুরে আমরা বাড়ীতে খাই নি।

বস্তুপ্রিয় ॥ মহারাজ, রাগে আমার গা জলে পুড়ে যাচ্ছে। এদের মত মিথ্যে-

বাদী মেয়ে আমি ভূ-ভারতেও দেখিনি। এরা দুজনেই মিথ্যে কথা বলছে। এদের কথা বিশ্বাস করবেন না। সারা দুপুর চিরঞ্জীববাবু আমার সঙ্গেই ছিলেন। চিরঞ্জীববাবু মত্তই হোক, উন্মত্তই হোক আর পাগলই হোক, উনি যে অভিযোগ করেছেন—তা সম্পূর্ণ সত্যি।

অপরাজিতা ॥ হ্যাঁ মহারাজ, ও দুপুর বেলায় আমার বাড়ীতেই খাওয়া দাওয়া করে। ঐ সময় আমার আঙ্গুল থেকে একটা আংটি খুলে নিয়েছিল।

চিরঞ্জীব ॥ (নিজের আঙ্গুলের আংটি মহারাজকে দেখাল) এই যে সেই আংটি।

[মহারাজ আংটি দেখল]

অপরাজিতা ॥ মহারাজ, ঐ আংটিটা নিয়ে আমায় এক ছড়া হার দেবে বলেছিল কিন্তু পরে রাস্তায় দেখা হলে আমায় হার তো দিলোই না উপরন্তু নানা ধরনের খারাপ গালিগালাজ পর্যন্ত করেছে। আমার মনে হয় তখন থেকেই ওর মাথা খারাপ হয়েছে।

চিরঞ্জীব ॥ মহারাজ, আমি সত্যিই পাগল বা মত্ত কিছুই হই নি। তবে এরা আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে, তাতে একটা মানুষের পাগল হওয়ারই কথা। অপরাজিতার বাড়ী খাওয়া দাওয়ার পর বসুপ্রিয়র হার আনতে দেরী হচ্ছিল বলে ওর বাড়ী যাব, এমন সময় বসুপ্রিয়র সঙ্গে দেখা হতেই ও বলে কিনা, 'কিছুক্ষণ আগে আপনাকে যে হারটা দিয়েছি তার দাম দিন,' কিন্তু জগদীশ্বর সাক্ষী, এ পর্যন্ত হার আমি চোখেই দেখিনি।

উগ্রসেন ॥ আমি সাক্ষী, বসুপ্রিয় মশাই আপনাকে হার দিয়েছেন।

চিরঞ্জীব ॥ মহারাজ, মিথ্যে কথা। তারপর শুনুন, বসুপ্রিয় এক রাজপুরুষকে দিয়ে আমাকে বন্দী করে কারাগারে নিয়ে যেতে চাইল। আমি তখন নিরুপায়। এমন সময় কিঙ্করকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে ওকে বাড়ী থেকে টাকা আনবার জন্যে পাঠালাম।

কিঙ্কর ॥ বাবু, আপনি আমাকে মা-ঠাকরুণের কাছ থেকে টাকা আনবার জন্যে পাঠান নি।

চিরঞ্জীব ॥ (রেগে) লক্ষীছাড়া, মিথ্যে কথা বলিস্ না।

কিঙ্কর ॥ না বাবু, মিথ্যে কথা নয়।

বিজয়বল্লভ ॥ যাই হোক, চিরঞ্জীব, তুমি বলো তারপর কি হয়েছে?

চিরঞ্জীব ॥ মহারাজ, কিঙ্করের টাকা আনতে দেরী হওয়াতে রাজপুরুষকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীতে টাকা আনতে যাব এমন সময় পথে চন্দ্রপ্রভা, বিলাসিনী আরও ওদের সঙ্গের কতকগুলো বদ চরিত্রের লোকজন আমাকে আর কিঙ্করকে বেঁধে বাড়ী নিয়ে এক অন্ধকার ঘরের মধ্যে আটকে রেখেছিল। ওদের দলের পাণ্ডা হচ্ছে বিদ্যাধর নামে এক লম্পট কোবরেজ। তারপর আমি আর কিঙ্কর অনেক কষ্ট করে দাঁত দিয়ে দড়ি কেটে পালিয়ে আপনার কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছি। এর একটা কথাও মিথ্যে হলে আপনি আমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করবেন।

বিজয়বল্লভ ॥ (চন্দ্রপ্রভা, বিলাসিনী, বসুপ্রিয়র দিকে লক্ষ্য করে) তবে তোমরা শুধু শুধু বৃদ্ধা তপস্বিনী মাকে দোষ দিচ্ছিলে কেন? চিরঞ্জীব আর কিঙ্কর তো বাড়ীতে ছিল আর তোমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে।

চন্দ্রপ্রভা ॥ একটু আগে আমরা নিজের চোখে দেখেছি ও আর কিঙ্কর এই মন্দিরের মধ্যে ঢুকেছে।

বিলাসিনী ॥ হ্যাঁ মহারাজ।

অপরাজিতা ॥ এ কথা সত্যি মহারাজ।

বসুপ্রিয় ॥ তখন ওনার গলায় আমার হারটা ছিল।

উগ্রসেন ॥ আমিও দেখেছি।

বিজয়বল্লভ ॥ কিন্তু এখন তো গলায় হার নেই। আর যদি মন্দিরের মধ্যে ঢুকে থাকে তবে বেরোবেই বা কি ভাবে?

চন্দ্রপ্রভা, বিলাসিনি, অপরাজিতা ॥ কি জানি মহারাজ! বেরোবার আর তো দরজা নেই।

বিজয়বল্লভ ॥ তবে? আমি এমন ঘটনা কখন শুনিও নি, দেখিওনি। আমার

মনে হয় তোমাদের সকলেরই মাথা খারাপ হয়ে গেছে আর তোমরা সকলে মিলে চেষ্টা করছো যাতে আমার মাথাটা খারাপ হয়। (রাজপুরুষকে) তপস্বিনী মাকে ডাক। তিনি কি বলেন দেখি।

সোমদত্ত ॥ (বিনীত কণ্ঠে) মহারাজ, যদি অনুমতি দেন, আমার একটা কথা বলার আছে।

বিজয়বল্লভ ॥ স্বচ্ছন্দে বল, সঙ্কোচ করো না।

সোমদত্ত ॥ মহারাজ, এই ভীড়ের মধ্যে আমি একজন পরম আত্মীয়কে খুঁজে পেয়েছি, সে টাকা দিয়ে আমাকে বাঁচাতে পারে।

বিজয়বল্লভ ॥ (খুশী হয়ে) সোমদত্ত, যদি কোন উপায়ে তোমার প্রাণ বক্ষা পায়, তবে আমি যে কি পরিমাণ আনন্দিত হব তা বলে বোঝাতে পারব না। তুমি তোমার আত্মীয়কে জিগ্যেস কর, পাঁচ সহস্র টাকা দিতে পারবে কি না।

সোমদত্ত ॥ (চিবঞ্জীবেব দিকে তাকিয়ে) বাবা, তোমাব নাম চিরঞ্জীব আর তোমার পাশের অনুচরেব নাম কিঙ্কব না? তুমি আমায় চিনতে পারছো না বাবা ?

চিরঞ্জীব ॥ (আশ্চয হয়ে) মশাই, আমি আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না আর আগেও কখনও দেখি নি।

সোমদত্ত ॥ সাত বছর আগে তোমার সঙ্গে আমাব ছাডাছাডি হবাব পব দুশ্চিন্তায় দুভাবনায় আমাব চেহাবার হয়তো পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু আমার গলার স্বর শুনেও তুমি আমায় চিনতে পারছো না ? আমি তোমার বাবা।

চিরঞ্জীব ॥ (বিরক্ত হয়ে) মশাই, সাত বছর কেন, জন্মাবধি আপনাব সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। জ্ঞান হওয়া অবধি আমি জয়স্থলেই আছি—এ কথা মহারাজ বাহাদুর আর এ দেশের সকলেই জানে।

সোমদত্ত ॥ ওঃ, আমার দুর্ভাগ্য ! (কিঙ্করকে) কিঙ্কর, তুইও আমাকে চিনতে পারলি না ?

কিঙ্কর ॥ মশাই; আপনি আবার আমায় ঝামেলায় ফেললেন। আমি আপনাকে দেখিই নি, তার চিনবো কি করে!

বিজয়বল্লভ ॥ আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি সোমদত্ত, শোকে, দুর্ভাবনায় আর প্রাণদণ্ডের ভয়ে তোমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, তাই তুমি এই সমস্ত কথা বলছো।

[মন্দিরের দরজা খুলে তপস্বিনী বেরিয়ে এলো। মহারাজকে দেখে ভক্তিভরে করজোড়ে নমস্কার করে—]

তপস্বিনী ॥ মহারাজ, এরা দুজন বিদেশীর ওপর ভীষণ অত্যাচার করেছে, আপনাকে এর বিচার করতেই হবে। ভাগ্যিস্, বিদেশীরা আমার মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিল, তা না হলে ওদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারত।

বিজয়বল্লভ ॥ আমি নিশ্চয়ই এর বিচার করবো।

[হঠাৎ তপস্বিনীর দৃষ্টি বিজয়বল্লভের পাশে হাত বাঁধা সোমদত্তের ওপর পড়ে। একদৃষ্টিতে সোমদত্তের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে—]

তপস্বিনী ॥ (আশ্চর্য হয়ে) এ কে ?

বিজয়বল্লভ ॥ বণিক সোমদত্ত।

তপস্বিনী ॥ বন্দী করে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন, মহারাজ ?

বিজয়বল্লভ ॥ বধ্যভূমিতে। হেমকুটের অধিবাসী জয়স্থলের এলাকায় প্রবেশ করেছে তাই প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে।

তপস্বিনী ॥ না না, তা হতে পারে না। আমাকে যে যা খুশী শাস্তি দিক, আমি এর হাতের দড়ি খুলে দিচ্ছি।

[তপস্বিনী সোমদত্তের হাতের দড়ি খুলে দিলেন। সকলে আশ্চর্য হয়ে সোমদত্ত আর তপস্বিনীর দিকে তাকিয়ে থাকে]

(সোমদত্তকে) আপনার মনে আছে, আপনি লাবণ্যময়ী নামে একটা

মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন ? তারই গর্ভে একই চেহারার দুই যমজ ছেলে হয়।

সোমদত্ত ॥ হ্যাঁ, আমার মনে আছে।

তপস্বিনী (সোমদত্তের হাত ধরে আনন্দে কেঁদে ফেলে) আমি সেই লাবণ্যময়ী, এখনও বেঁচে আছি।

সোমদত্ত ॥ (আনন্দে) তুমি লাবণ্যময়ী! তুমি আজও বেঁচে আছ? (লাবণ্যময়ীর হাত দুটো শক্ত করে ধরে—) এ জীবনে যে কোনদিন আর তোমার দেখা পাব তা ভাবিনি। রাস্তায় ঘাটে নগরে নগরে আমি তোমাদের খুঁজে বেড়িয়েছি কিন্তু কোথাও তোমাদের দেখা পেলাম না। শেষে এইখানেই দেখা হলো! আমার কাছে এ স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। (লাবণ্যময়ীর দিকে তাকিয়ে সন্দেহের দৃষ্টিতে) না না, এ হতে পারে না। আচ্ছা, তুমি যদি সত্যিই লাবণ্যময়ী হও তাহলে বলো সেই শিশু চিরঞ্জীব আর কিঙ্কর আজ কোথায়?

লাবণ্যময়ী ॥ (ব্যথাভরা গলায়) তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পারছ না? শোন। সেই ঝড়ের রাতে নদীর পারে পৌছলে কর্ণপুরের লোকেরা আমাকে ফেলে রেখে চিরঞ্জীব আব কিঙ্করকে নিয়ে কোথায় চলে গেল। তারপর বছরের পর বছর আমি পথে পথে তোমাদের খুঁজে মরেছি। না পেয়ে ঠিক করলাম আত্মহত্যা করব, এ জীবন আর রাখব না। কিন্তু আত্মহত্যা মহাপাপ জেনে ঠিক করলাম তপস্যা আর ভগবানকে ডেকে বাকি দিন কাটাবো। শেষকালে এই জয়স্থলে এসে তপস্বিনী হয়ে দিন কাটাচ্ছি। কিঙ্কর আর চিরঞ্জীব আজ কোথায় আমি জানিনা।

সোমদত্ত ॥ থাক থাক, আর বলতে হবে না। আমি বিশ্বাস করেছি, আর বলতে হবে না।

[এমন সময় হেমকুটের চিরঞ্জীব গলায় হার পরে মন্দিরের দরজায় এসে দাঁড়াল। তার পাশে দাঁড়াল হেমকুটের কিঙ্কর। সকলে ওদের দেখে

আশ্চর্য হয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে সোরগোলও পড়ে গেল। মহারাজও অবাক হলেন। হেমকুটের চিরঞ্জীব আর কিঙ্কর সোমদত্তের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে ছুটে এসে তার পায়ে পড়ল।]

হেমকুটের চিরঞ্জীব ॥ (কাঁদ কাঁদ হয়ে) বাবা, সাত বছরের মধ্যে এ আপনার কি চেহারা হয়েছে ?

হেমকুটের কিঙ্কর ॥ (কাঁদতে কাঁদতে) বাবু, আপনার কি হয়েছে ?

সোমদত্ত ॥ (চিরঞ্জীব ও কিঙ্করের মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে) বাবা তোরা বেঁচে আছিস্! আমি তোদের খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসেছি। (লাবণ্যময়ীকে) এই চিরঞ্জীব আর কিঙ্কর, এরা আমার সঙ্গেই ছিল। সাত বছর আগে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে।

[উপস্থিত লোকজন, রাজাবাহাদুর সকলে দুই চিরঞ্জীব আর দুই কিঙ্করকে দেখতে এক হওয়াতে আশ্চর্য হয়ে বারবার তাদের দিকে লক্ষ্য করতে থাকে।]

লাবণ্যময়ী ॥ (চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে মাটি থেকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে—) বাবা, তোদের সঙ্গে যে আবার আমাব দেখা হবে—স্বপ্নেও ভাবিনি। মনে হচ্ছে আজ যেন আমি স্বর্গে আছি।

বিজয়বল্লভ ॥ সোমদত্ত, তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর কথা শুনে আমি এখন স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, দুই চিরঞ্জীব তোমাদের যমজ সন্তান আর দুই কিঙ্করই তোমাদের ক্রীতদাস। জয়স্থলের চিরঞ্জীব তোমাকে চিনতে পারেনি তার কাবণ ও ছোটবেলায় আমার পিতৃব্য বিজয়বর্মার সঙ্গে কর্ণপুর থেকে এখানে এসেছে। আমার পিতৃব্য ওদের দুজনকে জলদস্যুদের কাছ থেকেই কিনেছিলেন। অতীতের কোন কথাই ওদের মনে নেই। (জয়স্থলের চিরঞ্জীবকে) চিরঞ্জীব, তোমার বাবা আর মাকে প্রণাম করো।

[জয়স্থলের চিরঞ্জীব সোমদত্ত ও লাবণ্যময়ীকে প্রণাম করল।

জয়স্থলের কিঙ্কর আর চন্দ্রপ্রভা তাকে অনুসরণ করে। লাবণ্যময়ী আর সোমদত্ত তাদের বুকে জড়িয়ে ধরে।]

জয়স্থলের চিরঞ্জীব॥ মহারাজ, আমি আমার বাবার প্রাণদণ্ডের বদলে পাঁচ সহস্র মুদ্রা এনে দিচ্ছি, আপনি ওঁকে মুক্তি দিন।

বিজয়বল্লভ॥ চিরঞ্জীব, এই শুভদিনে, এই শুভপরিণতির ক্ষণে, তুমি না বললেও আমি বিনা অর্থে তোমার বাবাকে মুক্তি দিতাম। (সোমদত্তকে) সোমদত্ত, তুমি মুক্তি পেলে, তোমার সুখ দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি।

(সোমদত্ত মহারাজ বিজয়বল্লভকে করজোড়ে প্রণাম করল।)

(সকলকে উদ্দেশ্য করে) দুই চিরঞ্জীব আর দুই কিঙ্করকে দেখতে এক হওয়াতেই তোমাদের মধ্যে এতো গণ্ডগোল হয়েছে। আর সে গোলমাল আরও চরমে উঠেছে দুই কুমারের একই নাম 'চিরঞ্জীব' আর তাদের দুই ক্রীতদাসের একই নাম 'কিঙ্কর' হয়েছে বলে।

[সকলের মধ্যে মৃদুহাসির গুঞ্জন শোনা যায়। বিলাসিনী হেমকূটের চিরঞ্জীবের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।]

বসুপ্রিয়॥ মহারাজ, দেখুন ঐ বিদেশী চিরঞ্জীবের গলায় আমার দেওয়া হার রয়েছে।

বিজয়বল্লভ॥ দেখেছি। আপনি আপনার হারের মুল্য পাবেন।

লাবণ্যময়ী॥ মহারাজ, আপনি অনুমতি দিলে এমন এক সুখের দিনে আমি স্বামী, পুত্র, পুত্রবধু আর যারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন সকলকে নিয়ে এই মন্দিরের কাছে উৎসব করব।

বিজয়বল্লভ॥ বেশ, তাই হবে।

লাবণ্যময়ী॥ আর সেই আনন্দ উৎসবে আপনাকেও উপস্থিত থাকতে হবে মহারাজ।

[illegible]বল্লভ॥ বেশ, তোমার সব প্রার্থনাই আজ আমি পূরণ করবো লাবণ্যময়ী, আমি উৎসবে থাকবো। (বাদ্যকারদের) তোমরা উৎসব রজনী ঘোষণা কর।

[সকলের মধ্যে আনন্দের হাসি ফুটে ওঠে। রামশিঙে ও জয়ঢাক বেজে উঠল। ভিড়ের মধ্যে দর্জিকে দেখা যায়]

দর্জি॥ তাহলে এবার জামার মাপটা · । (ফিতেটা লম্বা করে ধরে)

[আস্তে আস্তে পর্দা নেমে আসে।]